পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 182 Wednesday, 3 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৮২ সংখ্যা ❋ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বুধবার, ৩ জুন ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘বুধবার থেকেই ঢুকবে অন্নপূর্ণার টাকা’

‘দলটা এখন ফলতার মতো!’ মমতার ‘ফ্লপ’ ধর্না নিয়ে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২ জুনঃ নির্বাচনী ইস্তেহারেই বাংলার মা-বোনেদের জন্য ‘মাতৃশক্তি ভরসা’ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিল বিজেপি। সরকারে আসাতেই ঘোষণা হয়েছিল পয়লা জুন থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের প্রক্রিয়া চালু করার কথা। গত বুধবার অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার। এক সপ্তাহ হওয়ার আগেই টাকা দেওয়ার কাজ শুরু। কাল অর্থাৎ বুধবার থেকেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা ঢুকবে। তারকেশ্বরে দাঁড়িয়ে ফের জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘‘কাল থেকেই টাকা ঢুকবে অ্যাকাউন্টে। বাংলার মা-বোনেরা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা পাবেন। কোনও ঘুষপেটিয়াকে টাকা দেওয়া হবে না।’’ ইতিমধ্যেই বহু ভুয়া অ্যাকাউন্টের অস্তিত্ব মিলেছে। গ্রেপ্তারও করা হয়েছে কয়েকজনকে। তদন্তের জাল যে আরও বাড়বে সোমবারই নবান্নে দাঁড়িয়ে সেই ইঙ্গিতই আরও স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বিস্ফোরক দাবি, ‘‘এসআইআরে নাম বাদ যাওয়া এবং এই রাকিবুল, মুস্তাফিজুর, তারিকুলরা মিলে অন্তত ৩০ লক্ষ ভুয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তুলেছে। ৩০ লক্ষ গুণিতক ১ হাজার টাকা করে যদি হিসাব করেন, জনগণের কত হাজার কোটি টাকা এরা লুঠ করেছে এই লুঠেরাদের পার্টি, এটা তার প্রমাণ। আমরা

এদের একেবারে গ্রাসরুট থেকে ক্র্যাক ডাউন করব আইনের মাধ্যমে।’’ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের পাশাপাশি অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণ নিয়ে জনমানসে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। একই সঙ্গে মহিলাদের আশ্বস্ত করে তাঁদের সহযোগিতা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, ‘‘২০ টাকার ঢ্যাঁড়স কিনতে গেলেও টিপে দেখেন। এখানে সরকার বছরে ৩৬ হাজার টাকা দেবে। যাচাই করবে না? একটু সহযোগিতা করুন।’’ বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর বিপুল সংখ্যক উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে তিন হাজার টাকা। অফলাইনের সঙ্গে এদিন থেকেই অনলাইনেও পূরণ করা যাবে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর বিপুল সংখ্যক উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে তিন হাজার টাকা। অফলাইনের সঙ্গে এদিন থেকেই অনলাইনেও পূরণ করা যাবে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের তালিকা থেকে ভুয়া প্রায় ৩০ লক্ষ নাম বাদ যেতে পারে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ‘‘যাঁরা ১২ পাতা, ১৬ পাতা, ১৮ পাতা করছেন, এই জনগণের দ্বারা রিজেক্টেড নেতা এবং তাঁদের দলের লোকেদের বলব যে, এই সংখ্যাটা কত হবে আমরা জানি না। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা তো পাচ্ছেন, তার সঙ্গে হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, যাঁরা মহিলা নন বা এই কর্মসূচির আওতায় আসেন না, তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুঠ করেছেন, ছাড়ব না।’ একই সঙ্গে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলাও দায়ের হবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভুয়ো অ্যাকাউন্ট ধরতে সিট গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ভোটে ভরাডুবির পর প্রথম কর্মসূচিতে নেমেই মুখ পুড়েছে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। খাতায়-কলমে এখনও দলটির হাতে ৭৮ জন বিধায়ক থাকলেও, মঙ্গলবার ওয়াই চ্যানেলের ধর্নামঞ্চে দেখা মিলল মেরেকেটে ৬ জনের। আর বিরোধী শিবিরের এই কঙ্কালসার দশা নিয়ে তারকেশ্বরের প্রশাসনিক সফরের মাঝেই টিপ্পনী কাটলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী। তৃণমূলের এই নজিরবিহীন সাংগঠনিক ধসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘এত দূরবস্থা! দলটা পুরো ফলতার মতো হয়ে গিয়েছে।’’ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এ দিন স্পষ্ট করে দেন, নির্বাচনের পর তৃণমূল নেত্রী নিজেকে যতই ‘অপরাজিত’ দাবি করুন না কেন, দলের অন্দরে তাঁর পায়ের তলার মাটি যে সম্পূর্ণ সরে গিয়েছে, তা মঙ্গলবারের কর্মসূচিই প্রমাণ করে দিল। তারকেশ্বরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘শুনলাম ৩ জন এমপি, ৬ টা বিধায়ক গিয়েছে। দলটার অবস্থা ফলতার মতো হয়ে গিয়েছে।’’

পদত্যাগ করলেন কলকাতার মেয়র পারিষদ তারক সিং!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২জুনঃ রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে-বাইরে বেসুরো সুর। রীতিমতো দলের শীর্ষ নেতৃত্বকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন অনেকে। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পুরসভার করিডর ইতিমধ্যেই তার সাক্ষী। এবার ফের একবার সেই সুর বেশ জোরালো দলে। আগেই কালীঘাটে না গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদ তারক সিং। মমতার মিটিংয়ে কেন যাননি? সেদিনই তারক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন কী করব ওখানে গিয়ে? পুরসভায় মেয়র পরিষদ কার্যকরী হচ্ছে না আর ওই ঘরে গিয়ে মিটিং করে কী হবে? সেদিন থেকেই জল্পনা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে সেই জল্পনাই বাস্তবে রূপ পেল। পদত্যাগ করলেন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ তারক সিং। এর আগে তারক সিং বলেছিলেন, ‘‘আমরা যখন অত্যাচারিত হচ্ছি তখন দলের কেউ একজনও ফোন করে খোঁজ নিচ্ছে না। যাঁরা আমাদের প্রোটেকশন দিতে পারছে না, নিজেদের প্রটেকশন যদি নিজেদেরই নিতে হয়, তাহলে ওই মিটিংয়ে গিয়ে কী হবে? তাই যাইনি।’’

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুমে উইয়ে খাওয়া টাকার পাহাড়!

তালা ভেঙে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ নগদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুনঃ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে দু’ব্যাগ ভর্তি লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল, উদ্ধার হওয়া টাকার নোটের বান্ডিলগুলির প্রায় সবই উইপোকায় খাওয়া। অভিযোগের তির কলেজেরই প্রভাবশালী ‘হোতা’ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। প্রাথমিক অভিযোগ, তাঁর নেতৃত্বেই দীর্ঘদিন ধরে কলেজের ওই বন্ধ ঘরে একটি বড়সড় চক্র বা র‍্যাকেট চালানো হত। জানা গিয়েছে, গত ৪ তারিখ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ওই ইউনিয়ন রুমটিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘরের চাবিটি কার জিম্মায় ছিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয় এবং রহস্যজনকভাবে চাবিটি ‘ভ্যানিশ’ বা গায়েব হয়ে যায়। মঙ্গলবার পুরসভার (কর্পোরেশন) সাফাই কর্মীরা ওই ঘর পরিষ্কার করতে এলে চাবির খোঁজ মেলেনি। অগত্যা কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং কলেজের কর্মচারীরা মিলে ইউনিয়ন রুমের তালা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন। নোংরা ও আবর্জনায় ভরা ওই ঘরটি খুলতেই কোণে পড়ে থাকতে দেখা যায় দুটি স্যুটকেস। সেগুলি খুলতেই উপস্থিত সকলের চক্ষু চাকগাছ হয়ে যায়। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে থরে থরে সাজানো বান্ডিল বান্ডিল টাকা। প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া নগদ টাকার পরিমাণ প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা। তবে দীর্ঘদিন বন্ধ ঘরে স্যুটকেসে বন্দি থাকায় টাকার একটি বড় অংশই উইপোকায় কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। কলেজের অন্দরের খবর, চাবি গায়েব করে দিয়ে এই বিপুল টাকা লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছিল।

‘কাল কী হবে কে জানে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুনঃ কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছে, এবার প্রাক্তন বামনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৈরি হতে চলেছে নতুন তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়া হবে ঘাসফুলের প্রতীক। মঙ্গলবার ঋতব্রত বিধানসভায় ঢুকতেই শোনা গিয়েছিল, ৫০ জন বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের বিধায়কের সই সম্বলিত চিঠি জমা দিতে চলেছেন তিনি। বিকেলে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে চিঠি নিয়ে কিছুই জানেন না বলে দাবি করলেন ঋতব্রত। জানালেন, ব্যক্তিগত কাজে তিনি বিধানসভায় ছিলেন। পাশাপাশি গত কয়েকদিন ধরে কলকাতার হোটেলে বিধায়কদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের যে খবর ছড়িয়েছে তাও উড়িয়ে দিলেন বিধায়ক। তবে নতুন তৃণমূলের জল্পনা জিইয়ে রেখে বললেন, ‘‘আমি আজ-এ বিশ্বাসী, কাল কী হবে জানি না, বলতে পারব না।’’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিলই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সই কাণ্ডের সূত্র ধরে নিয়ে তা প্রকাশ্যে চলে আসে। যার জেরে ঋতব্রত-সহ ২ বিধায়ককে বহিষ্কার করে তৃণমূল। এরপরই উঠে আসে নতুন তৃণমূলের তত্ত্ব। শোনা যায়, এবার নাকি ৫০ বিক্ষুব্ধ বিধায়ককে নিয়ে নতুন তৃণমূল গঠন করতে চলেছেন ঋতব্রত।

ভাঙছে দল! ‘বিরোধী’ তকমা বাঁচাতে বিধানসভায় চিঠি হাতে কুণাল-অসীমা, জমাই নিলেন না সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২জুনঃ বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর একদিকে যখন ধর্মতলায় রাস্তায় নেমেছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক তখনই অন্যদিকে বিধানসভার অন্দরে স্পিকার বনাম তৃণমূল সংঘাত চরম আকার ধারণ করল। মঙ্গলবার বিধানসভায় স্পিকারের উদ্দেশে দেওয়া তৃণমূলের একটি চিঠি জমা নিতে সাফ অস্বীকার করল স্পিকারের সচিবালয়। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বিধানসভা চত্বরে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এদিন বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পিকার এবং সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন কুণাল ঘোষ। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, ‘‘নিশ্চয়ই ভেতরে এমন কোনও কাজ করা হচ্ছে, যার বিরোধিতার কোনও লিখিত প্রমাণ বা রেকর্ড সরকার রাখতে চাইছে না।’’ কুণাল ঘোষের দাবি, আজ তৃণমূলের প্রতিনিধি দল স্পিকারের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি জমা দিতে গিয়েছিল।

কিন্তু সচিব জানান, গতকাল একটি চিঠি রিসিভ করার পর স্পিকার নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিরোধীদের কোনও চিঠি আর রিসিভ করা যাবে না। স্পিকারের অনুমতি না থাকলে কোনও চিঠি নেওয়া সম্ভব নয়। এই যুক্তি শুনেই প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল মুখপাত্র। কুণাল বলেন, ‘‘উনি (স্পিকার) না থাকলে বা ব্যস্ত থাকলে কি আমরা একটা চিঠিও জমা দিতে পারব না? আমরা তো ওঁর সঙ্গে দেখাও করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু উনি দেখাও করলেন না, আবার চিঠিও নেওয়া যাবে না? এটা কী ধরনের নিয়ম চলছে?’’ কুণাল আরও জানান, গতকাল যেভাবে চিঠি নিয়ে সেখানে ‘রিসিভড স্ট্যাম্প’ মেরে লিখে দেওয়া হয়েছিল ‘কনটেন্ট নট ভেরিফায়েড’ (বিষয়বস্তু যাচাই করা হয়নি), আজকেও তাঁরা সেভাবেই চিঠি জমা নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে ফোন করা হলে তিনি স্পষ্ট বারণ করে দেন। চিঠি রিসিভ না করায় তৃণমূল নেতৃত্ব দমে যাননি। কুণাল ঘোষ জানান, তাঁরা স্পিকারের সচিবের টেবিলেই চিঠিটি রেখে আসেন এবং তার একটি স্পষ্ট ভিডিও রেকর্ড করে নেন। প্রমাণ হিসেবে সেই ভিডিও তুলে নিয়েই তাঁরা বিধানসভা থেকে বেরিয়ে আসেন। এখানেই শেষ নয়, স্পিকারের সচিবালয়ের রদবদল নিয়েও চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, আজ ওই সচিবের সমস্ত অধিকার খর্ব করা হয়েছে এবং তড়িঘড়ি তাঁকে অন্য দফতরে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের স্পষ্ট অভিযোগ, সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ করতে চলেছে যার কোনও রেকর্ড বা লিখিত বিরোধিতা তারা নথিভুক্ত হতে দিতে চায় না। আর সেই কারণেই সুপরিকল্পিতভাবে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে চিঠি জমা নেওয়া বন্ধ করা হচ্ছে। বিধানসভা ভোটের ফলাফলের পর রাজ্যের শাসক ও বিরোধী শিবিরের এই তরজা আগামী দিনে কোন মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার। চিঠি জমা না নেওয়া প্রসঙ্গে, তাপস রায় বলেন, ‘‘এই চিঠি সংক্রান্ত রেজোলিউশন নিয়ে মামলা চলছে। সিআইডি তদন্ত হয়েছে। হতে পারে তার জন্যে চিঠি নিতে চাননি।’’ সূত্রের খবর, সংসদীয় ও পরিষদীয় আইন মেনে এবার অধ্যক্ষকে চিঠি তৃণমূলের। তৃণমূলের দাবি সেই আইনে পরিষ্কার বলা আছে, কে বিরোধী দলের নেতা হবেন সেখানে পার্টির চিঠি শেষ কথা, বিধায়কদের স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই। তৃণমূল এই চিঠি আগেভাগে স্পিকারকে দিয়ে রাখল তার কারণ, যদি স্পিকার অন্য কোনও সিদ্ধান্ত নেন ভবিষ্যতে যাতে আইনত চ্যালেঞ্জ করা যায়।

পেনশন প্রাপকদের মহার্ঘ ভাতার প্রক্রিয়া শুরু রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুনঃ রাজ্য সরকার ২০০৮ এর ১ এপ্রিল থেকে ২০১৯ এর ৩১ শে ডিসেম্বর এর মধ্যে পেনশন এবং পারিবারিক পেনশন প্রাপকদের ওই সময়ের মধ্যে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত করেছে। আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট মৃত পেনশন প্রাপকদের বৈধ উত্তরাধিকারীকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দ্রুত ট্রেজারি অফিসে যোগাযোগ করার কথা বলা হয়েছে। যে সব পেনশন অথবা পারিবারিক পেনশন প্রাপক অন্য রাজ্য বা অন্য দেশে পেনশন কেস স্থানান্তরিত করেছেন তাদের কোন আইনসম্মত উত্তরাধিকারী বা নিকটআত্মীয়কে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রাপ্তির জন্য ট্রেজারির হেল্পলাইনে যোগাযোগ করলে তাকে উপযুক্ত সহাযতা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

মেরেকেটে ছিলেন ৫ সাংসদ, ১০ বিধায়ককেও দেখা গেল না মমতার পাশে

‘যেখানে জায়গা পাব বসে যাব, আমাকে আটকাতে পারবেন না’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২জুনঃ ভোট পরবর্তী হিংসা, রিগিং এবং এসআইআর সহ একাধিক ইস্যুর বিরোধিতা করে মঙ্গলবার পথে নেমেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে ধর্নায় বসেছেন তিনি। আর সেখান থেকেই বিজেপিকে উৎখাত করার বার্তা দিলেন। মমতার হুঙ্কার, ‘‘বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। বিজেপিকে সরিয়েই ছাড়ব।’’ ওয়াই চ্যানেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা ধর্না কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব এবং কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের মনোবল বাড়িয়েই বড় আশ্বাসবার্তা দেন দলের নেত্রী। বলেন, ‘‘বেআইনিভাবে দলের বিধায়ক, কাউন্সিলর, দলীয় প্রার্থীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি থেকে বেরোতে দিচ্ছে না, ভয় দেখিয়ে রেখেছে। কিন্তু আমরা ভয় পাব না। পথে নেমে লড়াই করব, আর ভবিষ্যতে লড়াই চালিয়ে যাব। সংবিধানের প্রতিটা শব্দকে রক্ষা করব।’’ সোমবার ফেসবুক লাইভে এসেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। সেই ভিডিও বার্তায় তাঁর অভিযোগ ছিল, ভয়, প্রলোভন এবং প্রশাসনিক চাপকে হাতিয়ার করে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দল ছাড়তে বাধ্য করার চেষ্টা চলছে। উদ্দেশ্য একটাই - তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্বল করা এবং দলের মধ্যে ভাঙন ধরানো। এদিন ধর্নামঞ্চ থেকেও একই অভিযোগ করেন তিনি। মমতার কথায়, দিল্লি থেকে বিজেপি সরকার কলকাঠি নেড়ে তৃণমূলকে ভেঙে দেওয়ার ‘চক্রান্ত’ করছে।

রাত সাড়ে ১২টায় পুলিশ বলেছে ওয়াই চ্যানেলে কিছু করার জন্য অনুমতি নিতে হবে। এটা তো সম্ভব নয়। তাহলে আগে থেকে বলা যেত। আসলে এটা বিরোধী স্বরকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। এই প্রসঙ্গেই মমতার বার্তা, ‘‘যেখানে জায়গা পাব বসে যাব, আমাকে আটকাতে পারবেন না।’’ তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অশান্তির একাধিক ঘটনা। তিনি দাবি করেন, দলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনা থেকে শুরু করে তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের হেনস্থা - সবকিছুই একটি বিজেপির ষড়যন্ত্রের অংশ। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে চাপে রাখতেই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমাদের সময়ে বিজেপিকে দুধে-ভাতে রাখা হয়েছিল। তাঁর সংযোজন, অতীতে রাজনৈতিক সৌজন্য বজায় রেখেই তাঁদের সঙ্গে আচরণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে, তা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিপন্থী।’’ তাঁর প্রশ্ন, ‘‘সো-কলড জিতেও স্বস্তি পাচ্ছেন না, তাহলে কি ভয় পাচ্ছেন, মানুষকে ভরসা করতে পারছেন না?’’ উল্লেখ্য, এর আগে যখনই দলনেত্রী ধর্নায় বসেছেন, তখনই ছুটে এসেছেন দলের বিধায়ক-সাংসদরা। ভোটের মাস কয়েক আগেই এসআইআর-এর বিরোধিতায় যখন প্রতিবাদ মঞ্চ তৈরি করেছিল তৃণমূল, তখনও সব নেতা-নেত্রীদের দেখা যায় সেখানে। ক্ষমতা চলে গিয়েছে ঠিকই। তবে এখনও তৃণমূলের হাতে ৭৮ জন (দুজনকে সদ্য বহিষ্কার কর হয়েছে) বিধায়ক রয়েছেন। লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে রয়েছেন ৪১ জন সাংসদ। অথচ ধর্না মঞ্চে, মমতার পাশে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৫ সাংসদ আর গুটিকয়েক বিধায়ককে।

তেলঙ্গানা প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

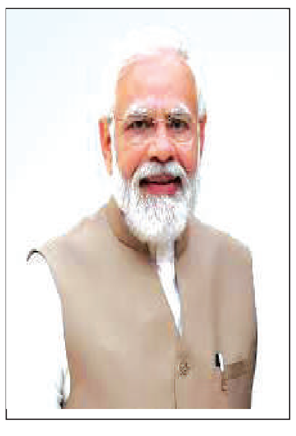

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার সকালে তেলঙ্গানা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে সে রাজ্যের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই রাজ্যের একটি গৌরবময় ইতিহাস এবং চমকার সংস্কৃতি রয়েছে। তেলঙ্গানার সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্র সরকার পূর্ণ সহযোগিতা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ''তেলঙ্গানা রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তেলঙ্গানার জনগণকে আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে শুভেচ্ছা। তেলঙ্গানার মানুষ তাঁদের সৃজনশীলতা এবং ব্যবসায়িক দূরদর্শিতার জন্য সুপরিচিত। এই রাজ্যের একটি মহান ইতিহাস এবং একটি গৌরবময় সংস্কৃতি রয়েছে, যা সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং সংগ্রামের ভাবনার প্রতীক।''তিনি আরও লিখেছেন, ''একটি উন্নত ভারতের স্বপ্ন পূরণ করার লক্ষ্যে তেলঙ্গানার উন্নয়ন যজ্ঞে কেন্দ্র সরকার পূর্ণ সহযোগিতা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি তেলঙ্গানা রাজ্যের সমস্ত মানুষের সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং সাফল্য কামনা করি।''অন্য একটি বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ''তেলঙ্গানার মানুষ তাঁদের নতুন কিছু করার ক্ষমতা এবং কর্মোদ্যোগী মনোভাবের জন্য পরিচিত। এই রাজ্য তার চমকার সংস্কৃতি ও ইতিহাসের জন্য খ্যাত... যা সাহস ও দৃঢ় সংকল্পে ভরা। আমি রাজ্যের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছি।''

আফ্রিকা সিডিসিকে ৪৩ টন চিকিৎসা সহায়তা পাঠাল ভারত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ জুনঃ আফ্রিকা রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (আফ্রিকা সিডিসি)-কে চিকিৎসা সহায়তার দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৩ টন সামগ্রী পাঠিয়েছে ভারত। এই সহায়তার মধ্যে রয়েছে সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম, রোগ নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণ যন্ত্র, ওষুধ এবং বিভিন্ন পুষ্টি-সহায়ক উৎপাদান। আফ্রিকার দেশগুলিতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং ইবোলা মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়ানোই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মঙ্গলবার এক্স-এ পোস্ট করে জানান, আফ্রিকা সিডিসির জন্য চিকিৎসা সহায়তার দ্বিতীয় দফার চালান পাঠানো হয়েছে। ৪৩ টনের এই চালানে সুরক্ষা মূলক পোশাক, ডায়াগনস্টিক ও মনিটরিং সরঞ্জাম, ওষুধ এবং সাপ্লিমেন্ট রয়েছে।এস জয়শঙ্কর বলেন, এই সহায়তা আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলির জনস্বাস্থ্য প্রস্তুতিকে আরও মজবুত করবে এবং ইবোলা মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে বলে ভারতের বিশ্বাস। উল্লেখ্য, আফ্রিকা রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (আফ্রিকা সিডিসি) হল আফ্রিকান ইউনিযনের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রধান সংস্থা। এর সদর দফতর ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় অবস্থিত। সংস্থাটি আফ্রিকা জুড়ে সংক্রামক রোগের নজরদারি, মহামারি নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষাগার পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার কাজ করে থাকে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত সরকার ডিজেল, পেট্রোল ও এলপিজি-র নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ঃসুজাতা শর্মা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ জুন ঃ ভারত সরকার ডিজেল, পেট্রোল ও এলপিজি-র নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, জানালেন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা। সোমবার আন্ত ঃমন্ত্রক সাংবাদিক সম্মেলনে সুজাতা শর্মা বলেন, পাইকারি ও শিল্প গ্রাহকদের শুধুমাত্র অনুমোদিত ক্রয় .চ্যানেলের মাধ্যমে ডিজেল সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ভারত সরকার ডিজেল, পেট্রোল এবং এলপিজি-র নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অতএব, জনগণকে গুজবে বিশ্বাস না করার এবং শুধুমাত্র সরকারি তথ্যের উপর নির্ভর করার পরামর্শ দেওয়া. হচ্ছে।সুজাতা শর্মা আরও বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকে সতর্কতা ও প্রয়োগ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য অনুরোধ করা হযেছে। গত তিন দিনে এলপিজি সংক্রান্ত ১০টি এফআইআর নথিভুক্ত করা হযেছে এবং তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তেল বিপণন সংস্থাগুলো (ওএমসি) ৪৬০টি এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরশিপে আকস্মিক পরিদর্শনও চালিয়েছে, যার ফলে ৪২ জন এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরের উপর জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। পেট্রোল ও ডিজেলের ক্ষেত্রে, গত তিন দিনে প্রায় ১,৩০০টি অভিযান চালানো হয়েছে। মোট ৯৬০ লিটার পেট্রোল এবং ২,১৯৪ লিটার ডিজেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওএমসিগুলো ১,৮৫০টি খুচরা আউটলেটে আকস্মিক পরিদর্শন চালিয়েছে, ১৯টি আউটলেটের উপর জরিমানা আরোপ করেছে এবং ৪৪৬টি খুচরা আউটলেট স্থগিত করেছে। মার্চ থেকে এখনও পর্যন্ত, প্রায় ৮৫৬,০০০ পিএনজি (পাইপযুক্ত প্রাকৃতিক গ্যাস) সংযোগকে গ্যাসে রূপান্তরিত করা হয়েছে, ২৯৬,০০০ সংযোগের জন্য অতিরিক্ত অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে এবং ৮৭৮,০০০ নতুন গ্রাহক নিবন্ধিত হয়েছেন। এছাড়াও, ৭৭,৮০০-এর বেশি পিএনজি গ্রাহক স্বেচ্ছায় নিজেদের এলপিজি সংযোগ সমর্পণ করেছেন।

পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে ‘সোনার বাংলা’ গড়ার ডাক অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২ জুনঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ণমন্ত্রী (ক্যাবিনেট) হিসেবে শপথ নেওয়ার অব্যবহিত পরেই নিজের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় দিন বলে মন্তব্য করলেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী অর্জুন সিং। গত সোমবার লোকভবনে রাজকীয় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর এক্স হ্যান্ডেলে এক আবেগঘন বার্তায় নিজের এই অনুভূতি প্রকাশ করেছেন তিনি।এক্স হ্যান্ডেলের বার্তায় অর্জুন সিং লিখেছেন যে, এই গুরুদায়িত্ব পাওয়ায় রাজ্যের মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা আরও অনেক বেড়ে গেল। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও গণতান্ত্রিক রায়ের জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন নবনিযুক্ত এই ক্যাবিনেট মন্ত্রী।বার্তায় তিনি দাবি করেন, এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের জোরালো সমর্থনের জোরেই তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘ দিনের শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিজেপি আজ রাজ্যের সেবা করার সুযোগ পেয়েছে। তাঁর কথায়, এই জয় কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের নয়, বরং পরিবর্তনের প্রত্যাশী পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি মানুষের জয়ের প্রতীক।নবনিযুক্ত মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, স্বচ্ছতা, সুশাসন, উন্নয়ন ও জনকল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই আগামীদিনে কাজ করবে তাঁদের সরকার। বিশেষ করে কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন, কৃষককল্যাণ, যুবসমাজের সার্বিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের উপর সরকার বিশেষ জোর দেবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। একই সাথে, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ‘ সোনার বাংলা’ গড়ার অঙ্গীকারও শোনা গেছে মন্ত্রীর গলায়।

ধর্মতলায় তৃণমূলের ধর্না ঘিরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, ভাষণ থামালেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২ জুন ধর্মতলায় ওয়াই চ্যানেলে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার অভিযোগ। মঞ্চ বাঁধার অনুমতি পায়নি তৃণমূল। ট্রাম ডিপোর শেডে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। চরম স্লোগানিং ও চেঁচামেচিতে ভাষণ থামাতে বাধ্য হন তিনি বলে অভিযোগ।ধর্মতলায় ধর্নামঞ্চে পৌঁছে তৃণমূল সুপ্রিমো ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ,‘ আমাকে মাইক পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এই অত্যাচার, এই অনাচার মানা যায় না।’ পার্টিতে ভাঙনের জল্পনার মধ্যেই ভোটের ফলাফলের পর তৃণমূল সুপ্রিমোর এটাই প্রথম কর্মসূচি। আর তাতেই বিশৃঙ্খলা!উল্লেখ্য, প্রথমে ঠিক ছিল রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে এই কর্মসূচি হবে। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি। লালবাজারের তরফে বলা হয়, বিকল্প জায়গা হিসাবে তৃণমূল ওয়াই চ্যানেলে কর্মসূচি করতে পারে। তার পরে সোমবার দফায় দফায় তৃণমূল নেতৃত্ব কথা বলেন। মৌখিক ভাবে ঠিক হয়, মঙ্গলবার দুপুরে ২ ঘণ্টার জন্য ওয়াই চ্যানেলে ধর্নার অনুমতি দেওয়া হবে। বেলা ২টো থেকে ৪টে পর্যন্ত এই কর্মসূচি হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই এই বিশৃঙ্খলা।

সুপ্রিম কোর্টে নতুন পাঁচ বিচারপতির শপথ, মোট বিচারকের সংখ্যা বেড়ে ৩৭

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ জুন ঃ সুপ্রিম কোর্টের নতুন পাঁচজন বিচারপতিকে মঙ্গলবার শপথবাক্য পাঠ করালেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। এই পাঁচজন বিচারপতির মধ্যে ৫ জন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, একজন বর্ষীয়ান আইনজীবী।বিচারপতি শীল নাগু, চন্দ্রশেখর, সঞ্জীব সচদেব, অরুণ পল্লী ও সিনিয়র আইনজীবী ভিড় মোহনার এদিন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ৩৪ থেকে বাড়িয়ে ৩৮ করেছে। এরপর মঙ্গলবার বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন পাঁচজন বিচারপতি। এই পাঁচজন বিচারপতির শপথের পর দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মোট বিচারকের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৭।প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এদিন পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শীল নাগু, বম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রশেখর, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব সচদেব, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অরুণ পল্লী এবং সিনিয়র অ্যাডভোকেট ভি.এস. মোহনাকে শপথবাক্য পাঠ করান।

তৃণমূল দলটা উঠে যাওয়া উচিতঃতাপস রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করলেন মন্ত্রী তাপস রায়। মঙ্গলবার বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘ তৃণমূল ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের এখন শোচনীয় অবস্থা। তৃণমূলের ভবিষ্য- তৃণমূল দলটা উঠে যাওয়া উচিত। বিধানসভায় বিধায়কের সই নিয়ে যা হয়েছে এমন ঘটনা আগে কোথাও হয়নি। একটা দল যে জনগণের কথা ভাবে না, তার উঠে যাওয়াই উচিত।এছা।াও সামাজিক মাধ্যমেও তৃনমূলের সমালোচনা করেন তাপস রায়। সামাজিক মাধ্যমের পাতায় তাপস লেখেন, তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে চুরমার। মহারাষ্ট্রের মতো অবস্থা হলো তৃণমূলের, বিধানসভার স্পিকারের কাছে প্রায় ৫০ জন তৃণমূলের বিধায়ক নিয়ে পৌঁছে গেছে ঋতব্রত। খেলা হবে।

যোধপুরের কায়লানা হ্রদে উদ্ধার দুটি দেহ, তদন্তে পুলিশ

যোধপুর, ২ জুন ঃ রাজস্থানের যোধপুরের কায়লানা হ্রদ থেকে উদ্ধার দুই ব্যক্তির দেহ। প্রথম দেহটি উদ্ধার হয় গত সোমবার সন্ধ্যায় , দ্বিতীয়টি মঙ্গলবারে। কায়লানা হ্রদ থেকে ওই দুই ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একজনের পরিচয় শনাক্ত করা গেছে। তবে অপরজনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তাদের মধ্যে একজনের নাম জেঠু সিং (৪৫) ।এদিন এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ৩০ মে মৃত জেঠু সিং বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন । বলে জানা যায় আজ খবর সূত্র

সিবিএসই উত্তরপত্র ‘ডেটা লিক’ বিতর্কে তোলপাড়, কেন্দ্রকে নিশানা জয়রাম রমেশের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা),২জুনঃ সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার উত্তরপত্র ডিজিটাইজেশন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া. ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, উত্তরপত্র স্ক্যানিং ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য ও গোপনীযতা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্র বা সিবিএসই-র তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া মেলেনি।গত রবিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক Jairam Ramesh এই বিষযটি সামনে এনে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, এটি শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি নয়, বরং প্রায় ২০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত একটি গুরুতর প্রশাসনিক ব্যর্থতা।এই প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন CBSE-এর উত্তরপত্র স্ক্যানিং ও ডিজিটাল সংরক্ষণ প্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা নিয়ে। তাঁর অভিযোগ, ডিজিটাল মূল্যায়ন ও সংরক্ষণের দাযিত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ‘ কোয়েম্পট’যে চুক্তি দেওয়া হযেছে, সেখানে প্রযুক্তিগত শর্তে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর ফলে নির্দিষ্ট একটি সংস্থা অতিরিক্ত সুবিধা পেযেছে বলেও দাবি করেন তিনি।জয়রাম রমেশ আরও অভিযোগ করেন, সম্প্রতি সামনে আসা কিছু স্ক্যান করা উত্তরপত্রে কাগজ ভাঁজের দাগ, ছায়ার মতো অস্পষ্ট চিহ্ন এবং নিম্নমানের ইমেজের লক্ষণ দেখা গেছে। তাঁর মতে, উচ্চমানের স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে সাধারণত এই ধরনের ত্রুটি দেখা যায় না। তাই পুরো স্ক্যানিং প্রক্রিয়ার মানদণ্ড ও প্রযুক্তিগত নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের দাবি, বিষয়টি কেবলমাত্র পরীক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার গাফিলতি নয়, বরং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল ইস্যুর সঙ্গে যুক্ত। ডিজিটাল মূল্যায়ন ব্যবস্থায় যদি এই ধরনের ফাঁকফোকর থেকে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের তথ্য সুরক্ষা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।দলটির তরফে আরও বলা হয়েছে, এই পুরো প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কীভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, কোন প্রযুক্তিগত শর্তে পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং কোন মানদণ্ডে সংস্থা নির্বাচন করা হয়েছে-এসব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিও নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।অন্যদিকে শিক্ষা প্রশাসন বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগের সত্যতা নিয়ে কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ফলে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হচ্ছে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, ডিজিটাল উত্তরপত্র মূল্যায়ন ব্যবস্থা বড় আকারে বাস্তবায়নের সময় প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্ভাবনা থাকতেই পারে, তবে তা কতটা গুরুতর এবং এতে তথ্য ফাঁসের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে কি না, তা নির্ভর করবে পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তিগত পর্যালোচনার ওপর।গত কয়েক বছরে ভারতের পরীক্ষাব্যবস্থায়. ডিজিটা লাইজেশনের ওপর জোর বাড়ছে। বিশেষ করে উত্তরপত্র স্ক্যানিং, অনলাইন মূল্যায়ন এবং ক্লাউড-ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একইসঙ্গে তথ্য সুরক্ষা, প্রযুক্তিগত মানদণ্ড এবং তৃতীয় পক্ষের সংস্থার ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে।এই পরিস্থিতিতে সিবিএসই-র মতো বৃহ শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে এমন অভিযোগ অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে মনে করছেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, পরীক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য যেমন রোল নম্বর, উত্তরপত্রের বিষয়বস্তু এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য যদি সঠিকভাবে সুরক্ষিত না থাকে, তাহলে তা ভবিষ্যতে বড় ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি করতে পারে।যদিও এখনই এই অভিযোগকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে ধরা হচ্ছে না, তবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপের কারণে বিষয়টি নিয়ে তদন্তের দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। আগামী দিনে CBSE বা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা আসে কি না, সেদিকেই নজর রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলের।

রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ, লোক ভবনে শপথ নিলেন ৩৫ জন নতুন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গে নবনির্বাচিত ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকারের মন্ত্রিসভার প্রথম বড়সড় সম্প্রসারণ ঘটল গত সোমবার। লোক ভবনে আয়োজিত এক রাজকীয় অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আর. এন. রবি নতুন ৩৫ জন মন্ত্রীকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করান।ঐদিনের সম্প্রসারণে ১৩ জন পূর্ণ মন্ত্রী (ক্যাবিনেট), ৩ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯ জন রাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় মোট মন্ত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪১। সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' এবং জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে ঐদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।মন্ত্রিসভা গঠনে সাংগঠনিক ভারসাম্য, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব এবং সবকটি সামাজিক স্তরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষত উত্তরবঙ্গের বিধায়কদের এই সম্প্রসারণে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।নতুন মন্ত্রীদের সম্পূর্ণ তালিকা এবং তাঁদের বিধানসভা কেন্দ্র ঃক্যাবিনেট মন্ত্রী (পূর্ণমন্ত্রী) - ১৩ জন। ১. দীপক বর্মন (ফালাকাটা)।২. তাপস রায় (মানিকতলা)।৩. ড. শঙ্কর ঘোষ (শিলিগুড়ি)।৪. মনোজ কুমার ওঁরাও (কুমারগ্রাম)।৫. অর্জুন সিং (নোয়াপাড়া)।৬. গৌরীশঙ্কর ঘোষ (মুর্শিদাবাদ)।৭. স্বপন দাশগুপ্ত (রাসবিহারী)।৮. জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় (সিউড়ি)।৯. কল্যাণ চক্রবর্তী (খড়দহ)।১০. অজয় পোদ্দার (কুলটি)।১১. শারদ্বত মুখোপাধ্যায় (বিধাননগর)।১২. দুধকুমার মণ্ডল (ময়ূরেশ্বর)।১৩. অরূপ কুমার দাস (কাঁথি দক্ষিণ)।স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্র মন্ত্রী - ৩ জন।১৪. ড. ইন্দ্রনীল খাঁ (বেহালা পশ্চিম)।১৫. মালতী রাভা রায় (তুফানগঞ্জ)।১৬. রাজেশ মাহাতো (গোপীবল্লভপুর)।রাষ্ট্র মন্ত্রী - ১৯ জন।১৭. জুয়েল মুর্মু (হবিবপুর)।১৮. হরেকৃষ্ণ বেরা (তমলুক)।১৯. আনন্দময় বর্মন (মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি)।২০. অশোক দিন্দা (ময়না)।২১. নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি (পারা)।২২. বিশাল লামা (কালচিনি)।২৩. শান্তনু প্রামাণিক (ভগবানপুর)।২৪. মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র (বর্ধমান দক্ষিণ)।২৫. উমেশ রায় (হাওড়া উত্তর)।২৬. পূর্ণিমা চক্রবর্তী (শ্যামপুকুর)।২৭. কৌশিক চৌধুরী (রায়গঞ্জ)।২৮. ভাস্কর ভট্টাচার্য (শ্রীরামপুর)।২৯. দিবাকর ঘরামি (সোনামুখী)।৩০. অমিয় কিস্কু (নয়াগ্রাম)।৩১. কলিতা মাজি (আউশগ্রাম)।৩২. গার্গী দাস ঘোষ (কান্দি)।৩৩. বিরাজ বিশ্বাস করণদিঘি)।৩৪. দীপঙ্কর জানা কাকদ্বীপ)।৩৫. সুমনা সরকার(বলাগড়)।ঐদিনের অনুষ্ঠানে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের অধিকাংশকেই ঐতিহ্যবাহী বংগীয় পোশাক ধুতি-পাঞ্জাবি দেখা গেছে। অনেকেই সপরিবারে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।উল্লেখ্য, এর আগে গত ৯ মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সে সময় তাঁর সঙ্গে পাঁচজন মন্ত্রী- অগ্নিমিত্রা পাল, দিলীপ ঘোষ, খুদিরাম টুডু, নিশীথ প্রামাণিক এবং অশোক কীর্তনীয়া. শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার উপ-রাষ্ট্রপতি মাশাটিলের সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ জুন ঃ ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকার উপ-রাষ্ট্রপতি শিপোক্সা পাউলাস মাশাটিলের সঙ্গে বৈঠক করেন। এদিন দিল্লিতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি দল এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই), ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার সম্ভাবনা নিয়ে দুই পক্ষ মতবিনিময় করে।জয়শঙ্কর ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে দুই দেশের অংশীদারিত্ব আরও গভীর করতে দক্ষিণ আফ্রিকার দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।বৈঠকে এ বিষয়েও ঐকমত্য হয় যে, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক এবং বহুপাক্ষিক মঞ্চে পারস্পরিক সমন্বয় আরও জোরদার করবে।কূটনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠক ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার কৌশলগত সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেওয়ার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

স্পিকারকে কবে চিঠি দেবেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূলীরা, উত্তরের খোঁজে ব্যস্ত ৮ থেকে ৮০

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২ জুন ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের দাবি নিয়ে বিধানসভার স্পিকারকে কবে চিঠি দেবেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূলীরা? তাঁরাই কি হয়ে উঠবেন আসল তৃণমূল? পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই প্রশ্ন এই মুহূর্তে সবচেয়ে মূল্যবান। কেবল মুখে মুখে ঘুরছে না, কৌতূহলিরা উত্তরের খোঁজে উঁকি মারছেন ইতি-উতি।মঙ্গলবার রাজনীতির অন্দরের যে খবর মিলেছে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা দল থেকে বহিষ্কারের পরেই শুরু হয়ে যায় জল মাপা। সোমবার ইএম বাইপাসের ধারের একটি ঘরে প্রথম বৈঠক হয়। ফের সন্ধেয় নতুন করে এমএলএ হস্টেলের ঘরে বৈঠক হয়! সেই বৈঠকে মালদা, মুর্শিদাবাদের বিধায়করা-সহ জাভেদ খান, শিউলি সাহা উপস্থিত ছিলেন! সব মিলিয়ে মোট ১৫-১৬ জন বিধায়ক ছিলেন বলে সূত্রের খবর!এও খবর, আজ-কালের মধ্যে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছোনো তাঁদের সম্ভব হবে।কারণ, তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহী বিধায়কদের সংখ্যা আরও বাড়ছে। এমএলএ হস্টেল থেকে বেরনোর সময় সোমবার রাতে শিউলি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, হস্টেলে নিজের ঘর দেখতে এসেছিলাম। দেখলাম, ঋতব্রত-সন্দীপনরা বসে। একটু চা খেয়ে গেলাম।

পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় সড়ক প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা নীতিন গড়করির

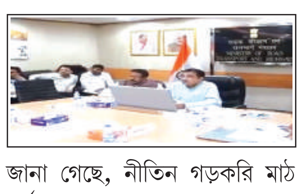

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ জুন ঃ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি পশ্চিমবঙ্গের ৩ হাজার ৭৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় সড়ক প্রকল্পগুলির গুণমান এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন। সংবাদমাধ্যম ও সমাজ মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনা করা হয়েছে।সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দিল্লিতে আয়োজিত এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন প্রতিমন্ত্রী হর্ষ মালহোত্রা, জাতীয় .সড়ক কর্তৃপক্ষ, জাতীয় সড়ক ও পরিকাঠামো উন্নযন কর্পোরেশন লিমিটেড, মন্ত্রকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহ অন্যান্য অংশীদাররাও উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, নীতিন গড়করি মাঠ পর্যায়ে কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, গুণমান পর্যবেক্ষণ জোরদার করা এবং আধুনিক নির্মাণ পদ্ধতি গ্রহণের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, এর ফলে প্রকল্পগুলির স্থায়িত্ব বাড়বে, যাত্রার মান উন্নত হবে এবং নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত হবে। বৈঠকে তিনি কর্মকর্তাদের বর্ষার আগে প্রস্তুতির নির্দেশও দেন। যাতে বর্ষার মরশুমে যানচলাচলে ব্যাঘাত কম হয় এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় বলে মনে হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃআজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। লগ্নি থেকে ভালো লাভের যোগ রয়েছে। তবে চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুভদিন

বৃষঃ আপনার আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল দেখাচ্ছে, কিন্তু খরচের ব্যাপারে সাবধান থাকুন। নতুন ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান নিয়ে ভাবা ভাল হবে, তবে সতর্ক থাকুন। অর্থব্যয়।

মিথুনঃআজ অফিসে কাজের চাপ বাড়তে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে বিবাদে জ।াবেন না। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মিশ্র সম্ভাবনাময়। অযথা খরচ কমানোর চেষ্টা করুন।

কর্কট রাশি ঃআপনার কলিগদের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন আর টিমওয়ার্ককে গুরুত্ব দিন । এতে আপনার কাজে মিষ্টতা আর আনন্দ বাড়বে। আপনার ইমোশনাল দিকটা ঠিক থাকবে, তবে মাঝে মাঝে নিজেকে বিশ্রাম দিন। শুভদিন।

সিংহঃআজ আপনার সাহসিকতা ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হতে পারে।

কন্যাঃ আপনার আইডিয়াগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন । আপনার সহকর্মীরা আপনার শক্তি বুঝবেন আর আপনাকে সাপোর্ট করবে। সম্পর্কেও ইতিবাচকতা থাকবে। পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে আপনি খুশি হবেন। এটা সম্পর্ক মজবুত করার ভাল সুযোগ।।

তুলাঃআজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত শুভ এবং ফলদায়ক। আপনার ব্যক্তিত্বে মানুষ আকৃষ্ট হবে। অংশীদারি ব্যবসায় দারুণ লাভের মুখ দেখতে পারেন। আটকে থাকা সরকারি কাজ আজ সম্পন্ন হতে পারে। নতুন প্রেমের প্রস্তাব পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। প্রেম আসতে পারে

বৃশ্চিকঃ কলিগদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখুন, কারণ একতাই শক্তি। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, এখন মেডিটেশন বা নিয়মিত এক্সারসাইজ করার সময়। বিবাহের যোগ হবেই।

ধনুঃ আর্থিক লাভের দিক থেকে আজকের দিনটি সেরা। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। ব।ড়ভাই বা বন্ধুর সাহায্যে কোনও জটিল সমস্যার সমাধান হবে। কর্মক্ষেত্রে বসের সুনজরে থাকবেন।

মকরঃ সহকর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করুন । এতে টিমে ভাল সমন্বয়. আর সহযোগিতা হবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, এতে মানসিক শান্তি পাবেন।

কুম্ভঃ ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন আজ আপনি পাবেন। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। দূরযাত্রার যোগ রয়েছে, যা ভবিষ্যতে লাভদায়ক হবে।

মীনঃআজ গ্রহের অবস্থান কিছুটা প্রতিকূল। সাবধানে পথ চলুন, চোট-আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শেয়ার বাজারে আজ বড় বিনিয়োগ না করাই ভালো। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ মানসিক অবসাদ বাড়াতে পারে। বিবাহের যোগ । সংসারে শান্তি।

আবহাওয়া

জুন মাসের শুরু থেকেই দক্ষিণবঙ্গে গরমের দাপট ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া ক্রমশ বাড়ছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উল্টে আগামী দু'দিনে বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। মঙ্গলবার দিনভর কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আকাশ প্রধানত পরিষ্কার থাকবে এবং ক।া রোদের কারণে গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে।তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণবঙ্গবাসীর জন্য কিছুটা স্বস্তির বার্তা দিয়ে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী বৃহস্পতি ও শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে তাপমাত্রার পারদ কিছুটা কমতে পারে এবং সাধারণ মানুষ গরম থেকে সাময়িক রেহাই পেতে পারেন।অন্যদিকে, হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার থেকেই উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির মতো জেলাগুলিতে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতে পারে। বুধবার দার্জিলিং সহ উত্তরের পাঁচ জেলাতেই ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে এবং সপ্তাহজুড়ে সেখানে দফায় দফায় ভারী বৃষ্টিপাত চলতে পারে বলে জানানো হয়েছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৩শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৪ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১ টা ৫৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৩মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৪মিনিটে হতে পারে।

দুর্নীতির অভিযোগের মাঝেই ‘আত্মঘাতী’ তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাদুড়িয়া, ২ জুন ঃ বাদুড়িয়ার যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান জাহিদুল হক বৈদ্যের রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে। মঙ্গলবার ভোর রাতে তাঁর বাড়ি থেকেই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বসিরহাট জেলা হাসপাতালের মর্গে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই জাহিদুল হক বৈদ্যের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ চলছিল। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, ‘ ভারত মিশন’-এর অধীনে পঞ্চায়েতের জন্য বরাদ্দ ব্যাটারিচালিত ময়লা ফেলার গাড়ি বিক্রি করে সেই টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন তিনি। এই অভিযোগ সামনে আসতেই এলাকায় ক্ষোভ বাড়তে শুরু করে। প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনাতেও তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ ছিল, বহু বিজেপি কর্মীর বাড়িঘর ভাঙচুরের পাশাপাশি তাঁদের এলাকা ছাড়া করার ঘটনাযও তাঁর নাম জড়িয়েছিল। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি জাহিদুল। পরিবার সূত্রে দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে এলাকার মানুষের ক্ষোভ ও অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে ঘরের ভিতর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ, তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

তালিকায় ১৭৩ পুরুষের নাম, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ঘিরে নদিয়ায় নতুন বিতর্ক

ছোটন বিশ্বাস ঃ-নদীয়া- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকায় বড়সড় গরমিলের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল নদিয়ার কৃষ্ণনগর-২ ব্লকে। প্রশাসনিক তথ্য যাচাইয়ের সময় সামনে এসেছে এমন এক ঘটনা, যা ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। ব্লকের উপভোক্তা তালিকায় ১৭৩ জন পুরুষের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তাঁদের অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের অর্থও জমা পড়েছে। সম্প্রতি উপভোক্তাদের তথ্য পুনরায় যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়। সেই সময় বিভিন্ন নথি ও তথ্য মিলিয়ে দেখার সময় একের পর এক অসঙ্গতি ধরা পড়তে থাকে। পরে তালিকা খতিয়ে দেখে প্রশাসন জানতে পারে, মোট ১৭৩ জন পুরুষের নাম প্রকল্পের উপভোক্তা হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতেই ব্লক প্রশাসনের অন্দরে শুরু হয় তৎপরতা।জানা গিয়েছে, কৃষ্ণনগর-২ ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নামগুলি বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি ঘটনার উৎস খুঁজে বের করতে শুরু হয়েছে তদন্ত। কীভাবে এই নামগুলি তালিকাভুক্ত হল, তা নিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে খোঁজখবর শুরু হয়েছে।প্রাথমিকভাবে প্রশাসনের নজরে এসেছে, দীর্ঘদিন ধরে চলা তথ্য সংযোজন ও যাচাই প্রক্রিয়ার কোনও এক পর্যায়ে এই গরমিল তৈরি হয়ে থাকতে পারে। তবে বিষয়টি শুধুমাত্র কারিগরি ত্রুটি, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা নিয়ে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে চাইছে না প্রশাসন। তদন্তের রিপোর্টের উপরই নির্ভর করছে পরবর্তী পদক্ষেপ।ঘটনার জেরে বিডিও অফিসের কর্মী ভোলা শীলকে শোকজ করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে শোকজের পর থেকেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি করা হয়েছে। ধুবুলিয়ার নেতাজি পল্লিতে তাঁর বাড়িতে গিয়েও দেখা মেলেনি তাঁর। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি চিকিৎসাজনিত কারণে কলকাতায় রয়েছেন। একইসঙ্গে তাঁদের অভিযোগ, ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিবারকে অযথা চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাঁদের নাম জড়ানো হচ্ছে বলেও দাবি পরিবারের সদস্যদের।এদিকে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। প্রশাসনিক ত্রুটি নাকি পরিকল্পিত অনিয়ম-তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। বিরোধীদের একাংশের দাবি, এত বড় সংখ্যক নাম তালিকাভুক্ত হওয়ার ঘটনা কোনওভাবেই সাধারণ ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্যদিকে প্রশাসন তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করতে নারাজ।১৭৩ জন পুরুষের নাম উপভোক্তা তালিকায় উঠে আসার ঘটনায় এখন একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। কারা এই অর্থ পেয়েছেন, কতদিন ধরে পেয়েছেন, কারা তথ্য যাচাইয়ের দায়িত্বে ছিলেন এবং কোথায় গিয়ে এই গরমিল তৈরি হয়েছে-সেই সমস্ত বিষয়ই এখন তদন্তের আওতায়। প্রশাসনের তদন্তে শেষ পর্যন্ত কী উঠে আসে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহল।

চন্দননগর পৌরসভার মেয়র সহ ৩০ জন তৃণমূল কাউন্সিলের পদত্যাগ

মলয় সুর, চন্দননগর, ২ জুন ঃ চন্দননগর পৌরসভার মেয়র রাম চক্রবর্তী সহ তৃণমূলের সব কাউন্সিলর একযোগে পদত্যাগ করলেন। শনিবার গভীর রাতে মেয়র ও কাউন্সিলররা ইমেল করে প্রশাসনের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, অফিস বন্ধ থাকায় এই সংক্রান্ত আইনি পদক্ষেপ করা যায়নি। সোমবার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। পরবর্তী পদক্ষেপ তার পরে হবে। মেয়র সহ ৩০ জন কাউন্সিলরের একযোগে পদত্যাগ ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে চন্দননগরে। ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বর্তমান পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হবে, তার ন'মাস আগে হঠাৎই বোর্ডের পতন ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবা নিয়েও উঠেছে উদ্বেগজনক প্রশ্ন। বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা ও মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, রাজ্যে পালাবদলের পর পুরনিগমের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নিগমের প্রশাসনিক কাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে পদ আঁকড়ে থেকে নাগরিকদের সাথে অন্যায় করা। যদিও তৃণমূলের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে বিজেপি। সদ্য নির্বাচিত বিজেপির বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, হঠাৎ তাঁদের বিবেক জাগ্রত হয়েছে। আসলে অনিয়মের বিরুদ্ধে বিজেপি সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি ও নাগরিক ক্ষেত্রের ইঙ্গিত পেয়েই তাঁরা পাততাড়ি গুটিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ, ২০১৮ সালে একবার অকালে বোর্ড ভেঙে পালিয়েছিল তৃণমূল, এবার আবার চন্দননগরের মানুষকে বিপাকে ফেলে সেই তৃণমূল নেতারা পালালেন। এ ব্যাপারে প্রথম ইস্তফা দেন ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল (অমিত)। এই বিষয়ে দলের উপরতলায় জানানো হয়েছে, তবে সেরকম কোনো সুরাহা মেলেনি। তারপরই আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন কাউন্সিলররা। তৃণমূল ক্ষমতার থাকাকালীন আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে পুরনিগম। কলকাতা সংলগ্ন লাগোয়া চন্দননগরের পুরনিগম ভেঙে যাওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জল্পনা। পরিষেবা নিয়ে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

তোলাবাজির অভিযোগে নিমতা থেকে গ্রেফতার তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নিমতা, ২ জুন ঃতোলাবাজির অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা থেকে গ্রেফতার তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতি। তোলাবাজির অভিযোগে অবশেষে পুলিশের জালে পূর্বতন শাসকদলের প্রভাবশালী ওয়ার্ড সভাপতি। উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা এলাকা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি আনন্দ গুপ্ত ওরফে টিংকুকে গ্রেফতার করে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মালিপাঁচঘড়া থানার একটি বিশেষ টিম উত্তর ২৪ পরগনার নিমতায় অভিযান চালায়। সেখান থেকেই অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে পাকড়াও করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় তোলাবাজি, ভীতি প্রদর্শন সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশ তাঁর সন্ধান চালাচ্ছিল। অবশেষে সোমবার রাতে নিমতা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ধৃত তৃণমূল নেতাকে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম বিলিতে সক্রিয় তৃণমূল কাউন্সিলররা, কলকাতা জুড়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জুন ঃ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্ম

বিলিকে কেন্দ্র করে এবার নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের সাক্ষী থাকছে কলকাতা। শহরের একাধিক ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলরদের সক্রিয় ভূমিকা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা। পুরসভার ওয়ার্ড অফিসের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব, কলোনি কমিটি, বসতি এলাকা, বরো অফিস এবং পুজো কমিটির চত্বরে সাধারণ মানুষের হাতে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম তুলে দিতে দেখা যাচ্ছে জো।াফুল শিবিরের জনপ্রতিনিধিদের। কলকাতার বহু তৃণমূল কাউন্সিলরের বক্তব্য, গণতান্ত্রিক রায়কে সম্মান জানিয়েই তাঁরা এই কাজে নেমেছেন। তাঁদের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে জনগণ যে সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে, সেই সরকারের সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা যোগ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। তৃণমূলের একাংশের মতে, বিধানসভা ভোটে বাংলার মানুষের রায় মেনে নিয়ে ক্ষমতায় আসা রাজ্য সরকারের অন্ধ বিরোধিতা না করে সামগ্রিক উন্নয়ন ও নাগরিক পরিষেবায় সহযোগিতার হাত বা।য়ে দেওয়া শিষ্টাচার ও শ্রেয়। আর সর্বোপরি সরকারি বিজ্ঞপ্তি মেনে ভাতার ৩০০০ টাকা ওয়ার্ডের যোগ্য মহিলাদের পৌঁছে দেওয়া পুরপ্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। পুরসভা সূত্রে খবর, কলকাতায় তৃণমূলের মোট ১৩৭ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ৬০ জন সরাসরি এই ফর্ম বিলি ও পূরণে সাহায্যের কাজে নেমেছেন। অন্যদিকে, বিজেপির তরফে অবশ্য এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর জনরোষ থেকে বাঁচতেই বহু তৃণমূল নেতারা এই ফর্ম বিলিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন। বিজেপির দাবি, বহু এলাকায় তাঁদের কর্মীরাই আলাদা ক্যাম্প করে সাধারণ মানুষের হাতে অন্নপূর্ণার ফর্ম তুলে দিচ্ছেন এবং আবেদন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করছেন। রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেও কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক স্তরে কিন্তু কাজ থেমে নেই। পুরকমিশনার স্মিতা পাণ্ডের তৎপরতায় শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডেই ফর্ম বিলির কাজ অব্যাহত রয়েছে। যে সমস্ত ওয়ার্ডে নির্দিষ্ট ওয়ার্ড অফিস নেই, সেখানে পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ফর্ম বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে ‘ সরকার’ প্রকল্পে কাজ করা সোশাল সেক্টরের কর্মী ও আধিকারিকদের এবারও মাঠে নামানো হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছেন বিভিন্ন কাউন্সিলর। ভবানীপুরের ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে মেয়র পারিষদ অসীম বসুকে নিজে দাঁ।য়ে মহিলাদের ফর্ম পূরণে সাহায্য করতে দেখা গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, বৃহত্তর স্বার্থে নাগরিকদের সরকারি পরিষেবা পাইয়ে দেওয়াই জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব। উত্তর কলকাতার সিঁথি, মানিকতলা, শ্যামপুকুর, বউবাজার থেকে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট, বেহালা, যাদবপুর ও গড়িয়ায় মঙ্গলবারও জোরকদমে চলেছে ফর্ম বিলি। কোথাও বিজেপি কর্মীরা, কোথাও আবার তৃণমূলের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সাধারণ মানুষকে ফর্ম পূরণে সাহায্য করছেন। বিশেষ করে বস্তি ও নিম্নআয়ের এলাকায় স্বল্পশিক্ষিত মহিলাদের কথা মাথায় রেখে পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশকে দিয়ে ১২ পাতার আবেদনপত্র পূরণ করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বরো অফিসে এ নিয়ে বৈঠকও করেছেন পুরকর্তারা। ফলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আবহেও অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্প ঘিরে কলকাতায় এখন প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে।

ঋতব্রত বহিষ্কারের পর জল্পনা উড়িয়ে তৃণমূলের পাশেই প্রতীক উর, বিজেপিকেই নিশানা প্রাক্তন বামনেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জুন ঃবঙ্গ রাজনীতিতে সাম্প্রতিক সময়ে অত্যন্ত চর্চিত নাম প্রতীক উর রহমান। বাম শিবির ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে তাঁকে নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে তৃণমূলে তাঁর যোগদানের পিছনে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সামনে এসেছিল। কসবার ঋতব্রতের অফিসেও একাধিকবার দেখা গিয়েছিল প্রতীক উর রহমানকে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে তৃণমূল, অন্যদিকে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করেছে ঘাসফুল শিবির। এরপরই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, এবার কি তৃণমূল ছাড়বেন প্রতীক উরও? সমস্ত জল্পনায় কার্যত জল ঢেলে দিয়েছেন প্রতীক উর রহমান নিজেই। ঋতব্রতর বহিষ্কার প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, দলের সিদ্ধান্তই তাঁর সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে বিরোধিতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পাশাপাশি, ঋতব্রতের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদানের অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রতীক উরের কথায়,আমি ঋতদার হাত ধরে দলে

আসিনি। আমি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এসেছি। উনি দলে ছিলেন তাই কথা হত। এর বেশি কিছু নয়। অর্থাৎ তিনি যে দুঃসময়ে তৃণমূলের সঙ্গেই থাকবেন, তা স্পষ্ট। সইকাণ্ড থেকে তৃণমূলের ভাঙন, সব কিছুর নেপথ্যে বিজেপির চক্রান্তকেই দেখছেন প্রাক্তন এই বামনেতা তথা তৃণমূলের মুখপাত্র প্রতীক উর। তাঁর কথায়, বিজেপি-আরএসএস ঘরের মধ্যে ঘর করায় বিশ্বাসী। ওরা ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করে সর্বত্র। এখানেও সেটাই চেষ্টা করছে। তবে মনে রাখবেন, বাংলায় ওরা ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বাকি ৫৫ শতাংশ ভোট কিন্তু অন্য দলগুলো পেয়েছে। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ডিম হামলার ঘটনাতেও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান প্রতীক উর রহমান। তাঁর দাবি, সাংসদের উপর পরিকল্পিত প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তিনি সরব হয়ে সকলকে প্রতিবাদের আহ্বান জানান। তিনি লেখেন, আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ হল। আপনি চুপ, কারণ আপনি তৃণমূল নন। কাল কোনও সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ হবে। আপনি চুপ, কারণ আপনি ওই সম্প্রদায়ের লোক নন। পরশু যখন আপনার উপর আক্রমণ হবে পাশে দাঁ।নোর কেউ থাকবে না কারণ আপনি ও সঠিক সময়ে প্রতিবাদ করেননি। রাজনৈতিক মহলের মতে, কঠিন সময়েও তৃণমূলের পাশেই থাকার স্পষ্ট বার্তা দিলেন প্রতীক উর রহমান।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিয়ন ফান্ডে কড়াকড়ি, ৩০ দিনের মধ্যে অডিট রিপোর্ট জমার নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জুন ঃ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফেরাতে এবার বড় পদক্ষেপ নিল সরকার। সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত সমস্ত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অডিট রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের নামে দীর্ঘদিন ধরে পড়ুয়াদের কাছ থেকে আদায় করা টাকার হিসাব নিয়েই এবার কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রিপোর্ট জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, বর্তমানে রাজ্যের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়ন নেই। নিয়ম অনুযায়ী, নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকলে ছাত্র ইউনিয়নের নামে কোনও ফি প।ুয়াদের কাছ থেকে নেওয়া যায় না। অথচ অভিযোগ, বছরের পর বছর সেই নিয়ম উপেক্ষা করেই ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ইউনিয়ন ফি আদায় করা হয়েছে। সেই কারণেই অবিলম্বে এই ধরনের ফি সংগ্রহ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। শুধু ফি সংগ্রহ বন্ধ করাই নয়, এতদিন ধরে ইউনিয়নের নামে কত টাকা তোলা হয়েছে এবং সেই টাকা কোন কোন খাতে খরচ হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ হিসাবও চেয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত খতিয়ান জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরে কলেজ ইউনিয়নের ফান্ড ব্যবহারে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল। সেই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই এবার আর্থিক স্বচ্ছতার উপর জোর দিচ্ছে সরকার। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে প্রভাব খাটানো, অনৈতিকভাবে টাকা আদায় এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগ, আগের শাসনকালে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নের দাপটে সাধারণ প।ুয়ারা চাপে থাকতেন। এবার সেই পরিস্থিতি বদলাতেই সক্রিয় হয়েছে প্রশাসন। শিক্ষামহলের একাংশ মনে করছে, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনেক বেশি স্বচ্ছতা আসবে। এখন নজর, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কী রিপোর্ট জমা দেয় এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে।

আফ্রিকায় ইবোলা আতঙ্ক, দমদম বিমানবন্দরে কড়া নজরদারি ও স্ক্রিনিংয়ে জোর স্বাস্থ্যদপ্তরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জুন ঃ আফ্রিকার একাধিক দেশে ফের মাথাচাড়া দিয়েছে প্রাণঘাতী ইবোলা ভাইরাস। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়তেই এবার সতর্ক হল রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরও। বিশেষ করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে ফিরছেন, তাঁদের উপর কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দমদম বিমানবন্দরে ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে বিশেষ সতর্কতা। বিদেশফেরত যাত্রীদের স্ক্রিনিং ও উপসর্গ পরীক্ষা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যেই ইবোলা সংক্রমণ নিয়ে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে। সেই নির্দেশিকা দেশের সমস্ত রাজ্যের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব পুণ্যসলিলা শ্রীবাস্তব। রাজ্য প্রশাসনও সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি শুরু করেছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত রাজ্যে কোনও ইবোলা আক্রান্ত রোগীর খোঁজ মেলেনি। তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অনির্বাণ দলুই জানিয়েছেন, ইবোলা ভাইরাস অত্যন্ত মারাত্মক সংক্রামক রোগের জন্য দায়ী। এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলে প্রথমে হঠাৎ জ্বর, তীব্র দুর্বলতা, মাথাব্যথা ও গলা ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। পরে ডায়েরিয়া, বমি ও রক্তক্ষরণের মতো জটিল সমস্যাও তৈরি হতে পারে। দ্রুত চিকিৎসা না হলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ‘ ট্রপিক্যাল ডিজিজ’ বিষয়ক কোঅর্ডিনেটর ডা. প্রীতম রায় জানিয়েছেন, দমদম বিমানবন্দরে বিদেশফেরত যাত্রীদের জন্য বিশেষ ঘোষণা করা হচ্ছে। বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলি থেকে আসা যাত্রীদের মধ্যে কারও শরীরে জ্বর বা অন্য কোনও উপসর্গ থাকলে তাঁদের সেলফ ডিক্লারেশন বা স্বঘোষণাপত্র জমা দিতে বলা হচ্ছে। পাশাপাশি সন্দেহভাজন রোগীদের দ্রুত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইবোলা সন্দেহভাজন রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট প্রোটোকল মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যকে র‍্যাপিড রেসপন্স টিম প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। উল্লেখ্য, গত ৫ মে কঙ্গোর ইতুরি এলাকায় অজ্ঞাত রোগে মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। পরে ১৫ মে সংগ্রহ করা রক্তের নমুনা পরীক্ষায় কয়েকজনের শরীরে ইবোলা ভাইরাসের বিশেষ প্রজাতির অস্তিত্ব মিলেছে বলে জানা যায়। এরপর উগান্ডাতেও মৃত্যুর খবর সামনে আসায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত ভারতে কোনও ইবোলা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়নি, তবুও আগাম সতর্কতাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে স্বাস্থ্য প্রশাসন।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ডোমজুড় থেকে ধৃত ৬

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডোমজুড়, ২ জুন ঃ বাংলায় অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আওতায় রাজ্যে, বিশেষ করে হাওড়া স্টেশন বা অন্যান্য স্থানে কোনও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে তাঁদের আর দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার জন্য আদালতে পেশ করা হবেনা। পরিবর্তে, তাঁদের পুলিশি হেফাজতে রেখে খাওয়াদাওয়া করিয়ে সরাসরি সীমান্তরক্ষী বাহিনী এর হাতে তুলে দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেই নয়া নির্দেশিকার প্রেক্ষিতে হাওড়া সিটি পুলিশ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ধৃত ৬ জনকে বাংলাদেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করেছে। জানা গেছে, সোমবার রাতে ডোমজুড় থানার বাঁকড়ার মুন্সীডাঙ্গা থেকে পাঁচজন এবং রাজীবপল্লী থেকে একজনকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে আটক করে ডোমজুড় থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। ধৃতদের কাছ থেকে বাংলাদেশী ‘ সার্টিফিকেট’ পাওয়া গেছে। এখানকার কোনও ভোটার আই কার্ড, আধার কার্ড বা এদেশের কোনও পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি। ধৃতরা বছর দুয়েক আগে দালাল মারফত এই দেশে ঢোকে বলে অভিযোগ। ধৃতেরা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে অবৈধভাবে এদেশে ঢুকেছিল। হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে ওই বাংলাদেশিদের হাতের ছাপ নেওয়া হয়। এরপর তাদের জগবল্লভপুরের চাঁদনী মোড়ের কাছে ‘ সাথী’ নামে একটি সরকারি হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। জগবল্লভপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপম ঘোষ জানান, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন বাংলাদেশী ধরা পড়লে তাদের খাইয়ে দাইয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। প্রশাসন এক্ষেত্রেও সেই নির্দেশই কার্যকরী করেছে।

তৃণমূল কার্যালয়ে মিলল জব কার্ড ও রেশন কার্ডের স্তূপ, ডায়মন্ড হারবারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জুন ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবারের দিয়ারক অঞ্চলে অবস্থিত একটি তৃণমূল কার্যালয়ের তালা ভেঙে এলাকার বাসিন্দারা ও জমির মালিক ভিতরে প্রবেশ করলে সেখানে বিপুল সংখ্যক জব কার্ড ও রেশন কার্ড উদ্ধার হওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।স্থানীয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওই পার্টি অফিসটি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। অভিযোগ, জমির মালিকের অনুমতি ছা।াই জোরপূর্বক জমি দখল করে সেখানে দলীয় কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছিল। রাজ্যের ক্ষমতার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন এলাকায় দখল করে গড়ে ওঠা দলীয় কার্যালয় ভেঙে ফেলার নজির সামনে এসেছে। সেই প্রেক্ষাপটেই মঙ্গলবার নিজের জমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান জমির মালিক।

তালা ভেঙে অফিসের ভিতরে ঢোকার পরই সামনে আসে একের পর এক অভিযোগের ভিত্তি। স্থানীয়দের দাবি, ঘরের ভিতরে বহু মানুষের জব কার্ড ও রেশন কার্ড মজুত অবস্থায় পাওয়া যায়। অভিযোগ, রাজনৈতিক বিরোধিতা করলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি কেড়ে নিয়ে দলীয় নেতাদের হেফাজতে রাখা হত। এর ফলে বহু মানুষ সরকারি পরিষেবা ও প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলেও দাবি করা হয়েছে।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের অর্থ বণ্টন নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম চলছিল। শ্রমিকদের প্রাপ্য অর্থের ব। অংশ স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হত বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রকৃত শ্রমিকদের হাতে সামান্য টাকা পৌঁছত, যার ফলে এলাকায় ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছিল। তবে এই অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও সরকারি ভাবে প্রমাণিত হয়নি। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার হওয়া নথিগুলি প্রশাসনের হাতে তুলে দেন। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া জব কার্ড ও রেশন কার্ডের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগের তির উঠেছে এলাকার কয়েকজন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষের অধিকার খর্ব করা হয়েছে এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বহু মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক চাপান উতোর শুরু হয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে এবং উদ্ধার হওয়া নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতির উপরই নির্ভর করছে অভিযোগগুলির সত্যতা ও পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ।

তোলাবাজি-নারীনিগ্রহে ভদ্রেশ্বরে গ্রেপ্তার তৃণমূলের দাপুটে কাউন্সিলর শ্রীকান্ত মন্ডল

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২ জুন ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর একে একে সামনে আসতে শুরু করেছে তৃণমূল আমলের নেতাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ। এবার হুগলির ভদ্রেশ্বরে চাঁপদানি পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীকান্ত মন্ডলের নামে ভদ্রেশ্বর থানায় বিস্ফোরক অভিযোগ ২২ মে জমা প।ছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার রাতে দিল্লী রোডে তাঁর বিলাসবহুল বাগান বা।ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এলাকার দাপুটে ও প্রভাবশালী নেতা ও কাউন্সিলর হিসাবে পরিচিত শ্রীকান্ত । নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, তৃণমূলের গুন্ডাগিরি ও তোলাবাজি, সিন্ডিকেটের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠে তাদের জেলে যেতে হবে। ভদ্রেশ্বরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্রীকান্ত মন্ডল। এলাকা জু।ে একটাই আলোচনা, কার টাকায় তৈরি হল বেশ কয়েকটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা, কোথা থেকে এল কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। পরিস্থিতির আঁচ পেয়েই অভিযুক্ত শ্রীকান্ত আগেভাগে এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন বলে দাবি স্থানীয়দের। স্থানীয়দের বক্তব্য, একসময় যাঁদের কাঁচা মাটির বাড়ি ছিল, আজ তাঁর বহুতল প্রাসাদ অট্টালিকা। অভিযোগ স্থানীয় ব্রেথওয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীকে টেন্ডার মারফ তাঁর অস্থায়ী কর্মচারী দ্বারা কোম্পানীর সবকিছু আয়ত্ত করেছিলেন, কয়েক বছরের মধ্যে ভদ্রেশ্বর শহরের মধ্যে তৈরি হয় বিশাল তিনতলা অট্টালিকা, পাশাপাশি শহরেও গড়ে ওঠে বিপুল সম্পত্তি। এছাড়া স্থানীয় তেঁতুলতলা জগদ্ধাত্রী পুজোর রাজনৈতিক ক্ষমতার জেরে কমিটিতে ছিলেন । এলাকায় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, চাঁপদানির তৃণমূল বিধায়ক অরি ন্দদম গুঁইন ও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক নেতাদের হাত তাঁর মাথায় ছিল, সাধারণ মানুষের ওপর বছরের পর বছর অত্যাচার চালিয়েছেন, ২০২১ সালে সিপিএমের পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেয় তাঁর নেতৃত্বের, এখন মানুষ ভয় কাটিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। ওদিকে রেলের জমিতে তাঁর তৃণমূলের পার্টি অফিসও রয়েছে। চাঁপদানি পৌরসভার পুর প্রধান সুরেশ মিশ্র এই সমস্ত সবকিছু জেনেও চুপ করেছিলেন।

উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক
আপনার আশার হিসাব
(একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক)

জোনাল অফিসঃ ২য় তলা ১৩৪এ, ফ্লোর পাটলিপুত্র কলোনি-পলিটেকনিকের বিপরীতে কলেজ পাটনা, বিহার - ৮০০০১৩
নিবন্ধিত অফিসঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১(এয়ারপোর্ট রোড), সেহমালপুর, কাজী সরাই, হারহুয়া, বারাণসী, ইউপি-২২১ ১০৫

নিরাপত্তা স্বার্থ (বলবকরণ) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮(২) অনুযায়ী

স্থাবর সম্পত্তির দখল বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি দখলের বিজ্ঞপ্তিঃ এতদ্বারা 'আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ বলবকরণ আইন, ২০০২' (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)-এর অধীনে এবং 'নিরাপত্তা স্বার্থ (বলবকরণ) বিধিমালা, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে জানানো যাচ্ছে যে, অনুমোদিত কর্মকর্তা ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর প্রতি একটি 'দাবি বিজ্ঞপ্তি' (Demand Notice) জারি করেছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলো নিচে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের বিপরীতে বর্ণিত তারিখে জারি করা হয়েছিল এবং তাতে ঋণগ্রহীতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, প্রযোজ্য সুদের হারে সুদসহ দাবিকৃত অর্থ এবং পরিশোধের তারিখ বা অর্থ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত ভবিষ্য সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জসহ সমুদয় পাওনা পরিশোধ করেন। যেহেতু ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতাবন্ধকদাতাগণ তাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এতদ্বারা নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতাগণ এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, অনুমোদিত কর্মকর্তা উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর সাথে পঠিত বিধি ৮-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিচে উল্লিখিত ঋণ হিসাবের বিপরীতে বর্ণিত তারিখে, নিচে বর্ণিত সম্পত্তি-অর্থাৎ 'নিরাপত্তা সম্পদ' (Secured Assets)-এর দখল গ্রহণ করেছেন। ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতাগণ বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণ সাধারণভাবে এতদ্বারা সতর্কীকৃত হচ্ছেন যে, তারা যেন উক্ত নিরাপত্তা সম্পদের বিষয়ে কোনো প্রকার লেনদেন বা হস্তান্তর না করেন উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে যেকোনো প্রকার লেনদেন বা হস্তান্তর **'উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড'**-এর পাওনা দাবি বা 'চার্জ'-এর অধীন হবে, যার পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট সুদ নিচে উল্লিখিত ঋণ হিসাবের বিপরীতে বর্ণিত আছে।
নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতাগণের দৃষ্টি, জামানতকৃত সম্পদসমূহ পুনরুদ্ধার (redeem) করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে, আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

<table>
<tr><th>ক্রম নং</th><th>শাখার নাম</th><th>হিসাবের নাম</th><th>ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)</th><th>দাবি নোটিশের তারিখ</th><th>প্রতীকী দখল গ্রহণের তারিখ</th><th>দাবি নোটিশের তারিখে বকেয়া অর্থের পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>১</td><td>রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা</td><td>১৫৯২০৬০০ ০০০০৬০১৩</td><td>রাহুল আগরওয়াল S/o জগন্নাথ আগরওয়াল (ঋণগ্রহীতা / বন্ধক)রঞ্জিতা দাস আগরওয়াল W/o রাহুল আগরয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা)</td><td>১১-০২-২০২৬</td><td>২৯-০৫-২০২৬</td><td>টাকা ২০৬০২৬৯৮.২৬ /-</td></tr>
<tr><td colspan="7">সম্পত্তি(সমূহ)-এর বিবরণ (সম্পত্তির সমস্ত অংশ ও উপাদান যা নিয়ে গঠিত)ঃএকটি বাণিজ্যিক হলের সম্পূর্ণ অংশ ও উপাদান, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ৩১৫২ বর্গফুট (কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে)। এর কার্পেট এলাকা ২৫০১.৫৮৭ বর্গফুট। এটি Eminent Complex (এমিনেন্ট কমপ্লেক্স) নামে পরিচিত জি৩ (ভূ-তল সহ চারতলা) ভবনের নিচতলায় (Ground Floor), দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। ভবনটি প্রায় ০৯ কাঠা ১৫ ছটাক (কিছুটা কম বা বেশি) জমির ওপর নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত। জমিটি মৌজা- ভদ্রকালী, জে.এল. নং- ৯, তৌজি নং- ৮০৪ক্‌১-এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. দাগ নং- ৭০৯, ৭০৯১২৯০, ১২৯০-এর অন্তর্গত (যা এল.আর. দাগ নং- ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৭০-এর সমতুল্য) এবং আর.এস. খতিয়ান নং- ১৫৭১, ১৫৭৩-এর অধীনস্থ (যা এল.আর. খতিয়ান নং- ৩২২১, ৭০০৩, ৭০০৪, ৭০০৫, ৭০০৬, ৭০০৭, ৭০০৮, ৭০০৯, ৭০১০-এর সমতুল্য)। সম্পত্তিটি উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার সীমানার মধ্যে, ৭ নং ওয়ার্ডের অধীন, হোল্ডিং নং- ১০৫, দ্বারিকা জঙ্গল লেনে অবস্থিত। ডাকঘর (P.O)- ভদ্রকালী, কলকাতা- ৭১২২৩২। এ.ডি.এস.আর. (A.D.S.R)- সোদপুর, থানা (P.S)- উত্তরপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১৩। মূল বিক্রয় দলিল (Sale Deed) নং- ১৯০৩০১৯৮৫, সাল- ২০২৫ বই নং- ১, খণ্ড নং- ১৯০৩-২০২৫, পৃষ্ঠা নং- ৭৯১৬৯ থেকে ৭৯১৯৩। সম্পত্তির সীমানাঃ পূর্ব দিকে- ৫ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ (Common Passage) পশ্চিম দিকে- কমলয়া অ্যাপার্টমেন্ট উত্তর দিকে- শ্রী প্রদ্যুৎ কুমার সাহা-র বাড়ি দক্ষিণ দিকে- ৩০ ফুট চওড়া দ্বারিকা জঙ্গল লেন।</td></tr>
<tr><td>২</td><td>কলকাতা</td><td>১৫৮০০৫০০ ০০০০৬০১১</td><td>শেখ আমির হাসান, পিতাঃ শেখ নুরুল আমিন (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা) হাসিনা বেগম, স্বামীঃ শেখ আমির হাসান (সহ-ঋণগ্রহীতা)</td><td>১৫-০১-২০২৬</td><td>২৯-০৫-২০২৬</td><td>টাকা ১৯৪৩০০১.০৩ /-</td></tr>
<tr><td colspan="7">সম্পত্তি(সমূহ)-এর বিবরণ (সম্পত্তির সমস্ত অংশ ও উপাদান যা নিয়ে গঠিত)ঃএকটি বাণিজ্যিক হলের সম্পূর্ণ অংশ ও উপাদান, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ৩১৫২ বর্গফুট (কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে)। এর কার্পেট এলাকা ২৫০১.৫৮৭ বর্গফুট। এটি Eminent Complex (এমিনেন্ট কমপ্লেক্স) নামে পরিচিত G3 (ভূ-তল সহ চারতলা) ভবনের নিচতলায় (Ground Floor), দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। ভবনটি প্রায় ০৯ কাঠা ১৫ ছটাক (কিছুটা কম বা বেশি) জমির ওপর নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত। জমিটি মৌজা- ভদ্রকালী, জে.এল. নং- ৯, তৌজি নং- ৮০৪ক্‌১-এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. দাগ নং- ৭০৯, ৭০৯১২৯০, ১২৯০-এর অন্তর্গত (যা এল.আর. দাগ নং- ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৭০-এর সমতুল্য) এবং আর.এস. খতিয়ান নং- ১৫৭১, ১৫৭৩-এর অধীনস্থ (যা এল.আর. খতিয়ান নং- ৩২২১, ৭০০৩, ৭০০৪, ৭০০৫, ৭০০৬, ৭০০৭, ৭০০৮, ৭০০৯, ৭০১০-এর সমতুল্য)। সম্পত্তিটি উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার সীমানার মধ্যে, ৭ নং ওয়ার্ডের অধীন, হোল্ডিং নং- ১০৫, দ্বারিকা জঙ্গল লেনে অবস্থিত। ডাকঘর (P.O)- ভদ্রকালী, কলকাতা- ৭১২২৩২। এ.ডি.এস.আর. (A.D.S.R)- সোদপুর, থানা (P.S)- উত্তরপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১৩। মূল বিক্রয় দলিল (Sale Deed) নং- ১৯০৩০১৯৮৫, সাল- ২০২৫ বই নং- ১, খণ্ড নং- ১৯০৩-২০২৫, পৃষ্ঠা নং- ৭৯১৬৯ থেকে ৭৯১৯৩। সম্পত্তির সীমানাঃ পূর্ব দিকে- ৫ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ (Common Passage) পশ্চিম দিকে- কমলয়া অ্যাপার্টমেন্ট উত্তর দিকে- শ্রী প্রদ্যুৎ কুমার সাহা-র বাড়ি দক্ষিণ দিকে- ৩০ ফুট চওড়া দ্বারিকা জঙ্গল লেন।</td></tr>
</table>

তারিখঃ ০৩.০৬.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বাক্ষরিত-
(ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লি.

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৮২ সংখ্যা, বুধবার , ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

ভারত প্রেমিক ডেভিড হেয়ার

১ জুন ভারত প্রেমিক ডেভিড হেয়ারের প্রয়াণ দিবস। ভারতে ইংরেজি ভাষার শিক্ষা প্রচলনে যে সকল ইংরেজ কায়মনোবাক্যে উদ্যোগী ছিলেন, হেয়ার সাহেব তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। ঘড়ি নির্মাণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়ে তিনি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আসেন। এই কাজ তিনি ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে এক আত্মীয়কে সমর্পণ করেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে কলকাতায় ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে হেয়ার পরামর্শ করেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট ও কতিপয় বাঙালী বন্ধুর সহায়তায় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ২০ জানুয়ারি হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বছরেই বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী ইংরেজি ও বাংলা পুস্তক প্রচারকল্পে ইনি স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপন করেন। পুস্তক প্রণয়নে রাজা রামমোহন রায় তাঁকে সাহায্য করেন। পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আর একটি সমিতি স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি ও বাংলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। তিনি ও রাজা রাধাকান্ত দেব এই সমিতির সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন। ডেভিড হেয়ার বিদ্যালয় স্থাপন করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ছাত্রদের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নতির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন, বাড়িতে গিয়ে তাদের সংবাদ নিতেন। বিদ্যালয়ের দৈনিক কাজ শেষ হলে তিনি দরজায় তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং নিজে হাতে ছাত্রদের মুখ মুছিয়ে দিতেন। ছাত্ররা তাঁকে পিতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করত এবং তিনিও পুত্রের মতো তাদের স্নেহ যত্ন করতেন। ডেভিড হেয়ার নিজের স্বার্থত্যাগ করে এদেশীয় জনসাধারণের শিক্ষা ও উন্নতির মহাব্রতে জীবন সমর্পণ করেন। জীবনে তিনি যা কিছু উপায় করেছিলেন সবই বঙ্গদেশবাসীর জন্য ব্যয় করে গিয়েছেন। হিন্দু স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ যে জমির উপর স্থাপিত,তা এই মহানুভব ডেভিড হেয়ারের দান করা সম্পত্তি। মেডিকেল কলেজের উন্নতির জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। শবদেহ ব্যবচ্ছেদ ভয়ে তখন কোন বাঙালি ছাত্র মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করতে চাইত না। ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় তাদের এই কুসংস্কার দূর হয়। শুধু ইংরেজি শিক্ষার সুব্যবস্থার দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল তা নয়, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শিক্ষার সম্বন্ধেও তিনি অনেক সুব্যবস্থা করেন।

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ১জুন এক দুর্যোগপূর্ণ দিনে হেয়ারের মৃত্যু হয়। শোনা যায় কোনো কলেরা রোগীর সেবা করতে গিয়ে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে হেয়ার নিজেই ওই রোগে আক্রান্ত হন। এই জনশ্রুতিকে ভিত্তি করেই হয়তো কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন,'' কুড়ায়ে পথের রোগী,সংক্রামকে দিলে তুমি প্রাণ, তবুও নাস্তিক তুমি। ও অস্থি নেবে না গোরস্থান।' প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত হেয়ার-জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজা রাধাকান্ত দেব,প্রসন্নকুমার ঠাকুর,রসময় দত্ত প্রমুখ সহ প্রায় পাঁচ সহস্র ব্যক্তি হেয়ারের শব-শোভাযাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন। মনীষী ভোলানাথ চন্দ্রের মতে, মৃত্যুর পর তাঁকে যেন কোনো খ্রিস্টান সমাধিভূমিতে কবর না দিয়ে নিজস্ব স্কুল ও হিন্দু কলেজের মধ্যবর্তী (বর্তমানে কলেজ স্কোয়ার) তাঁর নিজস্ব জমিতে কবর দেওয়া হয়। এই ইচ্ছা তিনি তাঁর বন্ধু এবং একই বাড়ির বাসিন্দা এক সাহেবের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এ সম্পর্কে রাধারমণ মিত্র লিখেছেন যে,মিশনারীরা খ্রিস্টান সমাধিভূমিতে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে অস্বীকার করায় কলেজ স্কোয়ারে তাঁকে গোর দেওয়া হয়। কারণ হেয়ার সাহেব না কি নাস্তিক ছিলেন।

আকাশবাণীর দেবদুলাল

আকাশবাণী কলকাতা। খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকের বিশেষ খবর হল...। একজন আইকনিক সংবাদপাঠক বললে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলা হয় না। একটা দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে দুই বাংলার অসংখ্য মানুষ আন্দোলিত হয়েছেন দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ রেডিওতে একপ্রকার ঝড় তোলে। দেবদুলালবাবুর জীবন এত মসৃন এত সহজ ছিল না। জীবনের যুদ্ধে তিনি টিউশানিও করেছেন কখনও রেলের স্টোরকিপার কখনও সওদাগরি অফিসে টাইপিস্ট। সঙ্গে করেছেন বাম রাজনীতি। মানুষটা শুধুমাত্র বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদ পাঠক ছিলেন না, একজন প্রখ্যাত আবৃত্তিকার। তবে সেই যশ একদিনে অর্জিত হয় নি। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে ক্যাজুয়াল স্টাফ হিসেবে ঘোষকের চাকরি পাওয়ার পরে ভাগ্যের চাকা কিছুটা পরিবর্তন হয়। বছর দুই পরে পরে স্থায়ী চাকরি। আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রে বদলি হলেন সংবাদপাঠক হিসেবে। ১৯৬৫ সালে কলকাতায় ফিরলেন সংবাদ পাঠক রূপে। মজার গল্প আছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। সহধর্মিণী রুবীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। একদিন সরাসরি বললেন,তোমাকে ভাললাগে,বিয়ে করতে চাই। আমার সময় কম, পেছনে পেছনে ঘুরতে পারব না, বিয়ে করলে আছি তা না হলে কেটে পড়ব। ১৯৭১ সালে রুবীর সাথে দেবদুলারের বিয়ে হয়। প্রেমের বিবাহ। দেবদুলালের কথায় তিনি একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন। আসলে বিয়ে করবেন এটাই ঠিক ছিল না। প্রথম জীবনটা অনেকটা ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবন। অবশ্য রেডিওতে চাকরির পরে জীবনে কিছু স্থিতি আসে। রাজনীতিটা ছাড়লেন। রুবীর সাথে প্রথম দেখা মল্লারে। একটি প্রতিযোগিতার ঘোষক হয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। একবছর পরে আবার দেখা। নিউ এম্পায়ারে একসাথে ম্যাজিক দেখতে গিয়েছেন। প্রেমে পড়ার পরে দুজনেই খুব সুন্দর সময় কাটিয়েছেন, কয়েক বছর পরে বিয়ে। মধুচন্দ্রিমা যাপনে দিল্লি যাওয়া। এরপর দুজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন নিজেদের কর্মক্ষেত্রে। রুবী নাচ করতেন, দেবদুলাল আকাশবাণী ভবনে। সামাজিকতা করা নিয়েও স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জায়ার। জামাইষষ্ঠীর দিন রুবীর মা নিমন্ত্রণ করলেও দেবদুলাল যেতেন না।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলেন ধর্মগ্রন্থ সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে।

পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

জীবনটা হচ্ছে লড়াই। লড়াই দিয়ে জয় করতে হবে প্রতিকূল অবস্থাকে। ভগিনী নিবেদিতা বলচেন, আমরা সবাই এই ধরনীতে এসেছি কিছু কাজ করতে। সেই কাজ আমাদের করে তবেই এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। আমরা সবাই কাজের জন্য এই ধরনীতে আবির্ভূত হয়েছি। আমাদের যার যা কাজ সমাপ্ত করে তবেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। তার আগে যাওয়ার কোনও পথ খোলা নেই। ভগিনী নিবেদিতা বলতন, মায়ের ওপর ভরা রাখতে হবে। নিজের শক্তির ওপরে ভরসা রাখতে হবে। নিজের শক্তি ওপরে ভরসা রেখে চলতে হবে। কাজ করতে হবে। কাজে সফল হতে হবে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করা ছাড়া আর কোনও সহজ পথ নেই দেশকে উন্নত করার। নিজেকে উন্নত করলেই দেশকে উন্নত করা সম্ভব বলে মনে করতেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বলতেন, কাজ করে যেতে হবে। কাজের মতো জীবনকে উন্নত কর। পরিশ্রমী কর্মী হওয়ার খুবই দরকার। জীব জগৎকে উন্নত করতে হবে।

অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতো বিপ্লবীরা

রবীন্দ্রকুমার শীল

পূর্ব প্রকাশের পর

খণ্ডিত ভারতকে মেনে নিতে বাধ্য হয়ে গান্ধিজি ২১ জুলাই,১৯৪৭ সালে বললেন, ''My friends ask whether those who being mortally afraid or otherwise leave Pakistan will get selter in the Indian Union. 'My Ope nion is emphatic on the pont. Such refugees shold get proper shelter in the Union and vice-versa. 'The friends again ask as to what will happen about land and buildings if any left in Pakistan. 'I have said repeatedly that the state should pay the present market price of the land and buildigs'" গান্ধিজির ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনও পথ সমানের দিকে খোলা ছিল না। খোলা পথকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন মুসলিম লিগের নেতা জিন্না এবং ব্রিটিশ সরকার এবং তাঁর সঙ্গে ছিল বেশ কিছু স্বার্থান্বেষী এবং ক্ষমতালোভী কংগ্রেস নেতারা। সেই সময়ে গান্ধিজির অবস্থা একেবারে অসহায়। তিনি তখন বলতে গেলে নিঃসঙ্গ। যে গান্ধির কথাকে মান্যতা দিতেন আনন্দ ভবনের কর্তা মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মতো বলিষ্ঠ নেতারা সেই গান্ধিরি দিকে কারোর ঘুরে তাকানোর সময় ছিল না ভারত স্বাধীনতা লাভের সময়ে। সেই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে ''We think also of our brothers and sisters who have been cut off from our us by political boundaries and who unhappy cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen, and we shall be sharers in their good and ill fortune alike"। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিয়েছিলেন। এছাড়া তখন তাঁর আর কিছুই বলার ছিল না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের এই স্বাধীনতা অনেকেই

মেনে নেবে না। ভারত ভাগের মধ্যে দিয়ে যে স্বাধীনতা এসেছে তা অনেকে কাছে গ্রহণীয় নয়। সেই কারণে তিনি তাঁর বার্তায় লিখেছেন, ''আমাদের ভাই এবং বোনেরা এই রাজনৈতিক বাউন্ডারির ব্যাপারে অখুশী এবং তারা এই স্বাধীনতাকে গ্রহণ করতে পারছে না।'' তখন এমন এক পরিস্থিতি যে ব্রিটিশ সরকার দ্রুত উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি পেতে চাইছে তাদের আর্থিক অবস্থা কাহিল হওয়ার কারণে এবং উপনিবেশগুলিকে স্বাধীন করে দিয়ে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থকে অক্ষুন্ন রেখে কমনওয়েলথের সদস্য করিয়ে নিচ্ছে যা আজও বহাল তবিয়তে রয়েছে। রাশিয়া যাতে শক্তিশালী না হতে পারে এবং ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছিল আমেরিকা এবং ব্রিটেন। ভারতের বহু রাজনৈতিক নেতারা সেই সময়ে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক মতে বিশ্বাসী হয়ে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ব্রিটিশ এবং আমেরিকা সেই পথে প্রধান াবধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দ্রুত ভারতের স্বাধীনতা দিয়ে ব্রিটিশ এবং আমেরিকা ভারতের ওপরে রাজনৈতিক খরবদারি বজায় রাখলো। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেই সময়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, ''Our hearts naturally go out to those who were of us and with us so long but who are now to be seperated. Few can realise the bitterness and sorrow which partition has brought to those who cherished unity but lived to fashion its details. But let not our brethern across the border feel that they are neglected or forgotten. Their welfare will claim oir vigilance and we shall follow with abiding interest their future in full hope and confidence that sooner than later we shall again be united in common allegiance to our country." তখন ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সান্তনা দেওয়া ছাড়া আর কোনওপথ খোলা ছিল না।

১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট স্বাধীন ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনেই পণ্ডিচেরি থেকে ঋষি অরবিন্দ জাতির উদ্দেশ্যে অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে একটি বিবৃত্তি দিয়েছিলেন। সেখান তিনি আক্ষেপ করেছেন। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা লাভের তিনি কথা ভাবতেন। সেখানে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলো বিনা যুদ্ধে শুধুমাত্র চুক্তির ওপরে ভিত্তিতে। খণ্ডিত ভারতের অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে। বিপ্লবী অরবিন্দ এই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন নি তা স্পষ্ট করেছেন তাঁর বক্তৃতায়। এই খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া সেই সময়ে আর কোনও উপায় ছিল না। অখণ্ড ভারত স্বাধীনতা লাভ করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে সেই রকম পরিস্থিতি তৈরি হল না। দ্বিজাতি তত্ত্বকে সমানে রেখে ভারত ভাগ হল। আর এটাই চাই ছিল ব্রিটিশ শক্তি। ভারত যাতে কোনও রকমভাবে নিজেদের পায়ে উঠে দাঁড়াতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি হল। এমনভাবে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি হল যাতে এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। ঋষি অরবিন্দ তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন ''The first of these dreams was a revulationary movement which would create a free and united India. India today is free but she has not achieved unity. At one moment it all most seemed as it in the very act of liberation she would fall back into the chaos of seperate States which proceded the British conquest. But fortunately it now seems probable that this danger will be established. Also, the wisely drastic policy of the constituent Assemble has made it probable that the problem of the depressed classes will be solved without schism or fissure. But the communal division into Hindu and Muslims seems now to have hardened into the permanent political division of the country." বিপ্লবী অরবিন্দ যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই ভাবে কী ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল? বিপ্লবী অরবিন্দ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়ে ছিলেন। সেই পথ ধরে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লরীরা এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু সেটা হল না। ভারত বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করল না। ভারত স্বাধীনতা লাভ করলো রাজনৈতিক দলের নেতা এবং ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে চুক্তির মধ্যে দিয়ে যা এক সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কল্পনার অতীত ছিল। ঋষি অরবিন্দ সেই আক্ষেপ করেছেন তাঁর ১৫ আগস্টে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের মধ্যে। হতাশ হলেও তিনি আশাবাদী ছিলেন যে ভারত আজকে যা হারিয়েছে তাকে আবার পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে যে স্বাধীনতা এল সেটা কিন্তু সুবিধা জনক হবে না। দুই সদ্য স্বাধীনতা দেশ ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ লেগে থাকবে তা দুই দেশকে আর্থিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা দুর্বল হবে। সেই আশঙ্কা দেখতে পেয়েছিলেন তৎকালীন দেশ নেতারা। তারা সেই সময়ে অণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা লাভ করার মধ্যে দিয়ে দূরদৃষ্টির মাধ্যমে এই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। আজকে সেটাই প্রত্যক্ষ করা গেল। স্বাধীন ভারতকে পাকিস্তানের আগ্রাসী নীতির হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে বিশাল আর্থিক ক্ষতি বহন করতে হচ্ছে। ভারতের উন্নতি ক্রমাগতভাবে ব্যাহত হচ্ছে। (ক্রমশ)

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিপ্লব আসছে, বললেন ডঃ ইন্দ্রনীল খান

বুদ্ধদেব মিশ্র

পশ্চিমবঙ্গের বিধায়ক মন্ত্রী ডঃ ইন্দ্রনীল খান জানালেন যে পশ্চিমবঙ্গ খুব শীঘ্রই স্বাস্থ্যে একটি বিপ্লবের সাক্ষী হতে চলেছে।

কলকাতা, ASSOCHAM দ্য হেলথ মিট এবং এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬ থিমযুক্ত দ্য ফিউচার অফ হেলথঃ হিউম্যান সেন্টারড এআই-এর ৬ তম সংস্করণের আয়োজন করেছিল।

অনুষ্ঠানে প্রধান নীতি নির্ধারক, শিল্প নেতৃবৃন্দ এবং নেতারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ ইন্দ্রনীল খান, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মাননীয় সদস্য, জানালেন যে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য- প্রযুক্তি , ফার্মাসিউটিক্যাল উদ্ভাবন, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এআই-চালিত স্বাস্থ্যসেবা গবেষণার জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে ওটার ফ্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। রাজ্যের বর্তমান নতুন সরকার এই ব্যাপারে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে নীতি সহায়তা নৈতিক এআই গভর্নেন্স, ডিজিটাল সাক্ষরতা, কর্মী প্রশিক্ষণ এবং দায়িত্বশীল উদ্ভাবনের উপর ফোকাস করতে থাকবে।

ডঃ খান রাজ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উন্নতির উপর জোর দেন।তিনি বলেন যে, খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিপ্লবের সাক্ষী হবে। তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে উপকারভোগীদের আয়ুষ্মান ভারত, বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের আওতায় আনা হবে এবং খুব শীঘ্রই ABHA কার্ড জারি করা হবে। আরও জানা গিয়েছে যে, NSPIRE, বিজ্ঞান জ্যোতি, WISE, KIRAN প্রকল্প গুলিকে আরও বিস্তৃত করবে; কলকাতা বৈঠকের মূল ফলাফল হিসেবে আর্সেনিক বিষক্রিয়া গবেষণা এবং ক্যান্সারের ওষুধের পরীক্ষা উঠে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্লিনিক্যাল গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজ এবং AIIMS নেটওয়ার্কগুলি সহযোগিতা করবে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূবিজ্ঞান এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, কর্মী, জন অভিযোগ, পেনশন, পরমাণু শক্তি ও মহাকাশ বিভাগের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে একটি বিস্তারিত বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বিজ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপ সম্পর্কিত সমস্ত প্রধান কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

বৈঠকে আঞ্চলিক গুরুত্বের দুটি মূল সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় ঃ সিএসআইআর প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত জেলা গুলিতে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার উপর একটি বিশেষায়িত সমীক্ষা শুরু করা এবং শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি মেডিকেল কলেজ, ক্যান্সার হাসপাতাল ও এইমস-সংযুক্ত মেডিকেল নেটওয়ার্কগুলিকে সম্পৃক্ত করে ক্যান্সার ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল থেরাপির উপর যৌথ ক্লিনিক্যাল ও ওষুধ পরীক্ষাসংক্রান্ত গবেষণা শুরু করা।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে একটি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ও অ্যাকাডেমিক পরিমণ্ডল রয়েছে, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ্য জুড়ে ইতিমধ্যেই কর্মরত এবং গবেষণার উন্নত ক্ষেত্রগুলিতে অবদান রাখছে। তিনি আরও বলেন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজ এবং স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্কগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এবং উদ্ভাবন-চালিত সহযোগিতার ক্ষেত্রেও রাজ্যটিতে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আগামি পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য অগ্রাধিকার পাচ্ছে

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

SIR ম্যাপিং কেবল একটি প্রযুক্তিগত আপডেট নয়

অনিকেত নস্কর

ভারতের প্রশাসনিক কাঠামো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যত আধুনিক হয়েছে, ততই নাগরিক পরিচয় নির্ধারণ, ভোটার তালিকা সংশোধন এবং জনসংখ্যাগত নথিভুক্তিকরণ নিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়া আরও সূক্ষ্ম ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে। এমনই এক প্রক্রিয়ার নাম SIR ম্যাপিং;যা প্রশাসনিক দৃষ্টিতে হয়তো একটি স্বাভাবিক আপডেট ও যাচাইয়ের কাজ, কিন্তু সমাজের একটি বড় অংশের কাছে এটি কখনো কখনো ইতিহাসের গভীর স্মৃতিকে নাড়া দেয়, বিশেষ করে সেই সময়কে, যাকে উপমহাদেশ আজও তবিভাজনদ হিসেবে মনে রাখে।

এই স্মৃতির সঙ্গে বর্তমান প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার এই অদ্ভুত সংযোগই তৈরি করেছে এক ধরনের মানসিক অস্থিরতা, যেখানে কাগজপত্র, ঠিকানা, পরিচয় এবং নাগরিকত্বের প্রশ্নগুলো শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিষয় না থেকে হয়ে উঠছে অস্তিত্বের প্রশ্ন। SIR ম্যাপিং যখন নাগরিক দের তথ্য যাচাই করে নতুনভাবে সাজায়, তখন অনেকের মনে অনিচ্ছাকৃতভাবেই ফিরে আসে সেই সময়ের স্মৃতি, যখন পরিচয়, ঠিকানা এবং নাগরিকত্ব এক রাতের মধ্যে বদলে গিয়েছিল ইতিহাসের নির্মম মোড়ে।

ভারতের স্বাধীনতার সময় বিভাজনের যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক সীমা রেখার পরিবর্তন ছিল না, বরং কোটি কোটি মানুষের জীবনের পুনর্গঠন ছিল। মানুষ তার ঘর হারিয়েছে, ভাষা হারিয়েছে, নিরাপত্তা হারিয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণভাবে হারিয়েছে স্থির পরিচয়ের নিশ্চয়তা। সেই অভিজ্ঞতা আজও উপমহাদেশের সামাজিক চেতনায় গভীরভাবে প্রোথিত। তাই যখনই কোনো প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নাগরিকের পরিচয়, নথি বা অবস্থান পুনরায় যাচাই করে, তখন সেই পুরনো স্মৃতির প্রতিধ্বনি অস্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে।

SIR ম্যাপিং মূলত একটি প্রশাসনিক অনুশীলন, যার উদ্দেশ্য ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা,

ভুয়ো নাম বাদ দেওয়া এবং প্রকৃত নাগরিকদের তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা। কিন্তু এই প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া যখন সাধারণ মানুষের জীবনে প্রবেশ করে, তখন সেটি আর শুধু ডেটা আপডেট থাকে না, বরং হয়ে ওঠে এক ধরনের সামাজিক পরীক্ষার অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে অভিবাসন, সীমান্ত সংলগ্ন জনসংখ্যা, বা দীর্ঘদিনের বসবাসের অনিশ্চয়তা রয়েছে, সেখানে এই প্রক্রিয়া আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

মানুষের কাছে পরিচয় কেবল একটি নথি নয়, এটি একটি ইতিহাস, একটি সম্পর্ক, একটি আত্মপরিচয়ের ধারাবাহিকতা। যখন সেই পরিচয় যাচাইয়ের কাঠামোর মধ্যে পড়ে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের উদ্বেগ তৈরি হয়। এই উদ্বেগকে সরাসরি বিভাজনের সময়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়তো অতিসরলীকরণ হবে, কিন্তু মানসিক স্তরে একটি মিল রয়েছে;যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া মানুষের ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে বলে মনে হয়।

Partition-এর সময় লক্ষ লক্ষ মানুষকে হঠাৎ করেই তাদের বসতি ছাড়তে হয়েছিল, কারণ নতুন সীমারেখা তাদের পরিচয়কে বদলে দিয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অনিশ্চয়তা;কোন ঠিকানা স্থায়ী, কোন পরিচয় বৈধ, এবং কোন ভূমি নিজের;এই প্রশ্নগুলোর কোনো নিশ্চিত উত্তর ছিল না। আজকের SIR ম্যাপিং সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সরাসরি তুলনীয় না হলেও, কিছু মানুষের কাছে এটি সেই পুরনো অনিশ্চয়তার স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন অবশ্য এই ধরনের প্রক্রিয়াকে নাগরিক ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলার অংশ হিসেবে দেখে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটার তালিকা সঠিক রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর উপর ভিত্তি করে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। ভুয়ো ভোটার, স্থানান্তরিত জনসংখ্যা এবং পুরনো তথ্যের কারণে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করতে এই ধরনের ম্যাপিং প্রয়োজনীয় বলেই ধরা হয়। কিন্তু প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা এবং সামাজিক অনুভূতির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ফারাক থেকে যায়, যা অনেক সময় উপেক্ষিত হয়।

এই ফারাকই সমাজে আস্থার প্রশ্ন তৈরি করে। যখন নাগরিকরা মনে করেন যে তাদের পরিচয় বারবার যাচাই করা হচ্ছে, তখন এক ধরনের অস্থিরতা জন্ম নেয়। বিশেষ করে যেসব মানুষ প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছেন, অভিবাসী শ্রমিক, সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা বা নথিপত্রের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তায় থাকা পরিবার; তাদের কাছে এই প্রক্রিয়া আরও জটিল হয়ে ওঠে।

এই প্রেক্ষাপটে SIR ম্যাপিং কেবল একটি প্রযুক্তিগত আপডেট নয়, বরং একটি সামাজিক বার্তাও হয়ে ওঠে। এটি রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে সম্পর্ককে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে, যেখানে বিশ্বাস, যাচাই এবং স্বীকৃতি; এই তিনটি উপাদান একসঙ্গে কাজ করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যদি সংবেদনশীলভাবে পরিচালিত না হয়, তাহলে সেটি সহজেই ভয়, সন্দেহ এবং ভুল ব্যাখ্যার জন্ম দিতে পারে।

Partition-এর স্মৃতি এখানে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করে। এটি শুধু ইতিহাস নয়, এটি একটি মানসিক কাঠামো, যা অনিশ্চয়তা এবং বিভাজনের অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে। তাই যখন কোনো প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নাগরিক পরিচয় নিয়ে কাজ করে, তখন সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি অনিচ্ছাকৃতভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এটি কোনো যুক্তিনির্ভর প্রতিক্রিয়া নাও হতে পারে, কিন্তু এটি সামাজিক বাস্তবতার একটি অংশ।

ভারতের মতো একটি বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সবসময়ই সংবেদনশীল ভারসাম্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। একদিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন তথ্যের নির্ভুলতা, অন্যদিকে নাগরিকের প্রয়োজন নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার অনুভূতি। এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় না হলে, প্রযুক্তিগত উদ্যোগও সামাজিক উদ্বেগে পরিণত হতে পারে। আসলে অনুপ্রবেশ স্বাধীন ভারতের একটি সবচেয়ে বড় সমস্যা। এখনও সুষ্ঠু সমাধান করার পথ তৈরি হয়নি।

বাংলার বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ

শঙ্করলাল কর্মকার

স্বাধীনতা সংগ্রামী, অগ্নিযুগের বিপ্লবী এবং সমাজসেবী। পূর্ণচন্দ্র দাস (জন্মঃ- ১ জুন, ১৮৮৯ - মৃত্যুঃ- ৪ মে, ১৯৫৬)। তিনি বঙ্গবাসী কলেজের লেখাপড়া পরিত্যাগ করে মাদারীপুরে মাদারীপুর সমিতি নামে একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। ১৯১৪-১৫ সনে তিনি বাঘা যতীনের সঙ্গে কাজ করেন। বালেশ্বরের ট্রেঞ্চযুদ্ধে বাঘা যতীনের চারজন পার্শ্বচর তাঁরই দলের কর্মী ছিলেন। বাঘা

যতীনের এই চারজন পার্শ্বচর ছিলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, যতীশ পাল, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং নীরেন দাশগুপ্ত। ১৯১৩ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ণচন্দ্র গ্রেপ্তার হন এবং কিছুদিন পর মুক্তি পান। কিন্তু ১৯১৪ সনে ভারত-রক্ষা আইনে ধৃত হয়ে ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেলে আটক থাকেন। পরে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৪০ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ সালে মুক্তি পান। দেশ বিভাগের পর দলীয় রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং কলকাতায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বোর্ডের সদস্য হয়ে বাস্তুহারাদের কল্যাণে তৎপর হন। বালিগঞ্জে এক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি জেলে মোট ২৭ বছর আটক ছিলেন। ২ বছর পলাতক অবস্থায় ছিলেন। তিনি ৩৩ দিন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। পূর্ণচন্দ্র দাসের জন্ম মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার সমাজ ইশিবপুরে। তাঁর বাবার নাম কাশীনাথ দাস। ১৯১০ সনে তিনি মাদারীপুর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে লেখাপড়া শুরু করেন। বিপ্লবী কল্যাণী দাস ঃ অগ্নিযুগের সেই নারী, যিনি ছাত্রীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন প্রতিবাদের পতাকা তিনি; বিপ্লবী কল্যাণী দাস। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস শুধু পুরুষ বিপ্লবীদের রক্তে লেখা নয়। এই ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে জড়িয়ে আছে অসংখ্য নারীর সাহস, আত্মত্যাগ আর অদম্য সংগ্রাম। কেউ বন্দুক হাতে লড়েছেন। কেউ জেলের অন্ধকারে নির্যাতন সহ্য করেছেন। আর কেউ নিঃশব্দে জাগিয়ে তুলেছেন এক প্রজন্মকে।

তেমনই এক অগ্নিকন্যা ; কল্যাণী দাস। যাঁর নাম আজ খুব কমই উচ্চারিত হয়, অথচ বাংলার নারী জাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর অবদান ছিল অসাধারণ। কৃষ্ণনগরের এক শিক্ষিত পরিবারে জন্ম কল্যাণীর।

অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে দুটি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ সম্প্রসারণ যাত্রীদের সুবিধার্থে দুটি ওয়ান ওয়ে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা

মালিগাঁও, ২ জুন ঃ গ্রীষ্মকালীন সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ট্রেন নং. ০৫৯৩২ / ০৫৯৩১ (ডিব্রুগড় - কলকাতা - ডিব্রুগড়) এবং ট্রেন নং. ০৩৪০৭ / ০৩৪০৮ (ভাগলপুর - কাটিহার - ভাগলপুর)-এর পরিষেবার মেয়াদ উভয় দিকে যথাক্রমে আটটি ও তিনটি করে অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এছাড়াও, ট্রেন নং. ০৫৬৩০ (গুয়াহাটি-তিরুপতি) এবং ট্রেন নং. ০৫৮৬২ (রাঙাপাড়া নর্থ-বিজয়ওয়াড়া) দুটি ট্রেনকে ওয়ান ওয়ে স্পেশাল ট্রেন হিসেবে একটি ট্রিপের জন্য চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন নং. ০৫৯৩২ (ডিব্রুগড় - কলকাতা) স্পেশাল ট্রেনের চলাচল ৬ জুন থেকে ২৫ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৯৩১ (কলকাতা - ডিব্রুগড়) স্পেশাল ট্রেনটির চলাচল ৮ জুন থেকে ২৭ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলি আটটি অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য এবং বিদ্যমান সময়সূচি, গঠন এবং স্টপেজ অনুযায়ী চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৩৪০৭ (ভাগলপুর - কাটিহার) স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ ৪ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৩৪০৮ (কাটিহার - ভাগলপুর) স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবার মেয়াদও ৪ জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলি তিনটি অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য এবং বিদ্যমান সময়সূচি, গঠন এবং স্টপেজ অনুযায়ী চলাচল করবে। এছাড়াও, ৪ জুন, ২০২৬ তারিখে একটি ট্রিপের জন্য দুটি ওয়ান ওয়ে স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেন দুটি, অর্থাৎ ট্রেন নং. ০৫৬৩০

(গুয়াহাটি-তিরুপতি) এবং ট্রেন নং. ০৫৮৬২ (রাঙাপাড়া নর্থ-বিজয়ওয়াড়া), বৃহস্পতিবারে চলবে। সামগ্রিকভাবে, এই স্পেশাল ট্রেন পরিষেবাগুলি সংযোগব্যবস্থাকে উন্নত করবে, যাত্রীদের যাতায়াতকে আরও সুগম করবে এবং গ্রীষ্মকালীন ভিড়ের সময়ে ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে আরও আরামদায়ক করে তুলবে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও তা অধিসুচিত করা হচ্ছে। যাত্রীদের তাদের যাত্রা শুরু করার আগে বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

খোকন দাসকে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ আদালতের ঃ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দাবি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২ জুন ঃ বর্ধমান দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাসকে গ্রেফতারের পর আদালতে পেশ করে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের

আবেদন জানাল বর্ধমান থানার পুলিশ। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে জমা দেওয়া ফরওয়ার্ডিং রিপোর্টে খোকন দাসের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছে তদন্তকারী দল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৯ মে বর্ধমান থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার তদন্তে খোকন দাসকে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ জেলার হান্ডিয়া থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, ২০২৫ সালের ৮ জুন রাতে বিজেপির এক কর্মী বৈঠকে হামলা, ভাঙচুর, মারধর, লুটপাট এবং আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকির ঘটনায় তার প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। অভিযোগকারী অসিত হালদারের দাবি, প্রথম হামলার পর চিকিৎসা করিয়ে ফেরার পথে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রাধারাণী গেটের কাছে খোকন দাস ও তাঁর সহযোগীরা ফের হামলা চালায়। সেখানে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করা হয় বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফরওয়ার্ডিং রিপোর্টে পুলিশ দাবি করেছে, তদন্তের সময় অভিযুক্ত দীর্ঘদিন এলাকা ও রাজ্যের বাইরে আত্মগোপন করেছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তদন্তকারী দল উত্তরপ্রদেশে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুলিশের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় খোকন দাস নাকি স্বীকার করেছেন যে তিনি বিধায়ক থাকাকালীন তিনি প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ আদায় করতেন এবং সেই অর্থ বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এছাড়াও রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখতে বিরোধীদের উপর হামলার অভিযোগও তার বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে পুলিশ। যদিও এই সমস্ত দাবি পুলিশের নথিভুক্ত বক্তব্য, আদালতে তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। পুলিশ আরও জানিয়েছে, অভিযুক্ত তদন্তে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন এবং অবৈধ অস্ত্র, অর্থ লেনদেনের নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য অভিযুক্তদের সম্পর্কে তথ্য দিতে পারেন বলে দাবি করেছে। আদালতে জমা দেওয়া নথিতে খোকন দাসের বিরুদ্ধে অতীতের একাধিক ফৌজদারি মামলার উল্লেখও করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, এখনও ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার বাকি রয়েছে, পাশাপাশি এই মামলার অন্যান্য অভিযুক্তদেরও গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে তদন্তের স্বার্থে খোকন দাসকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় জামিন পেলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করা, প্রমাণ নষ্ট করা কিংবা ফের আত্মগোপন করার আশঙ্কার কথাও আদালতে তুলে ধরেছে পুলিশ। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আদালতের সিদ্ধান্ত এবং তদন্তের পরবর্তী অগ্রগতির দিকে নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলসহ সাধারণ মানুষের।

জলকষ্ট, নিকাশি ও অবৈধ নির্মাণের প্রতিবাদে বারুইপুর পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ২ জুন ঃ বিজেপির সরকার গঠনের পর থেকে বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসের

হাতে থাকা পৌরসভার সামনে একাধিক বিষয়ে বিক্ষোভে সামিল হচ্ছে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। মঙ্গলবার বারুইপুর পশ্চিম ১ নং মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগে বারুইপুর পৌরসভার সামনে অবস্থান - বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যার নেতৃত্ব দেন বারুইপুর পশ্চিম ১ নং মণ্ডলের সভাপতি অ্যাডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী। বিজেপির অভিযোগ, বারুইপুর পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সংকট, ময়লা পরিস্কারে অনিয়ম এবং অবৈধ নির্মাণের ঘটনা বেড়ে চলেছে। আর এই সমস্ত সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবিতে পৌরসভার সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন এদিন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার প্রতি পৌরসভার উদাসীনতার কারণেই এলাকার বাসিন্দারা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অবিলম্বে জল সরবরাহের উন্নতি, নিয়মিত সাফাই ব্যবস্থা এবং অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। এদিন বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয় বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। বিজেপি নেতৃত্বের হুঁশিয়ারি, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে দল। তবে এই ব্যাপারে পুরসভার তরফে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

তিনদিনে পর পর তিন জন বাঘে আক্রান্ত সুন্দরবনে, দ্রুত ক্ষতি পূরণের দাবি এপিডিআরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ২ জুন ঃ আবারও সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণ। পর পর তিনদিনে তিন জন বাঘে আক্রান্ত হলেন। এদের মধ্যে দুজন মৃত ও একজন গুরুতর আহত কুলতলির গোপাল নস্কর। এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহত গোপাল নস্করকে চিকিৎসা চলছে কলকাতার পিজি হাসপাতালে। জানা গেছে, হত ৫ দিন আগে চার জন সাথীকে নিয়ে কাঁকড়া ধরার জন্য সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে গিয়েছিল। আর পিছন থেকে তার উপর বাঘ আক্রমণ করে। সেই সময় কাছে থাকা সঙ্গীরা জানতে পেরে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে বাঘ সেখান থেকে পালিয়ে গেলে গোপালকে নিয়ে সঙ্গীরা ফিরে আসে। এবং গোপালকে জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে মঙ্গলবার ভর্তি করলে অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে কলকাতার পিজি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করা হয়। সুন্দরবনের নদী খাঁড়িতে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলায় এভাবে বেঘোরে প্রাণ যাচ্ছে ধীবরদের। কুলতলিতেই সোমবারই বাঘের আক্রমণে মৃত গোষ্ঠবিহারী জানার দেহ নিয়ে আসা হয়। রবিবার থেকে গোপাল চক্রবর্তী নিখোঁজ রয়েছেন এখনও। জলে জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবন, বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে পেটের টানে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে গিয়ে মাঝে মধ্যেই বাঘের আক্রমণের মুখে পড়ছে মৎস্যজীবিরা। দীর্ঘ দিন ধরে সুন্দরবনের এই সব মৎস্যজীবিদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে লড়াই করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। আর সেই সংগঠনের সহ সভাপতি রঞ্জিত শূর মঙ্গলবার বলেন, ২০২৬ সালের এখনো পর্যন্ত বাঘের আক্রমনে আক্রান্ত দশ জন মৎস্যজীবি। এদের মধ্যে মৃত ৮ জন ও গুরুতর আহত দুজন। আমাদের দাবি, চিকিৎসার সমস্ত খরচ সরকারের বহন করতে হবে। চিকিৎসা চলা ও পরবর্তী সময়ে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সংসার চালানোর খরচ বহন করতে হবে। আর্থিক অনটনের জন্য যাতে বাচ্চাদের পড়াশোনার বন্ধ না হয় তা প্রশাসনের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ভিকটিমের পরিবারের হাতে দ্রুত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ৪ লক্ষ টাকা তুলে দিতে হবে। নাহলে আমাদের লড়াই চলবে। তবে এই প্রসঙ্গে জেলা বন দফতর সূত্রে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

ট্রেন রিভার্সালের কারণে হওয়া বিলম্ব দূর করতে যুগান্তকারী জসিডি বাইপাসের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ২ জুন ঃ পূর্ব রেলওয়ে একটি বিশাল পরিকাঠামোমূলক কাঠামোগত বিপ্লব ঘটাতে চলেছে, এবং জসিডি হয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীরা খুব শীঘ্রই তাঁদের ভ্রমণযাত্রায় এক স্মরণীয় ভোলবদলের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চলেছেন। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি পরিকাঠামোগত বিস্ময় তার সমাপ্তির রেখার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছেঃ জসিডি বাইপাস লাইন প্রকল্প। একটি রেলওয়ে বাইপাস লাইনকে

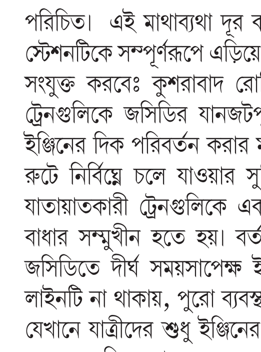

ট্রেনের জন্য একটি এক্সপ্রেস ফ্লাইওভার বা হাইওয়ে রিং- রোডের মতো মনে করা যেতে পারে। সাধারণত, যখন একটি মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনকে অন্য একটি শাখা লাইনে যাওয়ার জন্য তার দিক পরিবর্তন করতে হয়, তখন সেটিকে একটি প্রধান স্টেশনে প্রবেশ করতে হয়, ইঞ্জিনটি আলাদা বা ডিকাপল করতে হয়, এটিকে ট্রেনের অন্য প্রান্তে নিয়ে যেতে হয়, পুনরায় সংযোগ বা রি-অ্যাটাচ করতে হয় এবং অবশেষে রওনা হওয়ার আগে ব্রেক পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হয়। এই ক্লান্তিকর প্রক্রিয়াটি 'ইঞ্জিন রিভার্সাল' নামে পরিচিত। এই মাথাব্যথা দূর করার জন্য, নতুন বাইপাস লাইনটি ব্যস্ত জসিডি স্টেশনটিকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে বা ডিট্যুর করে সরাসরি দুটি কাছাকাছি এলাকাকে সংযুক্ত করবেঃ কুশরাবাদ রোহিণী এবং দেওঘর। এই লেআউট বা নকশাটি ট্রেনগুলিকে জসিডির যানজটপূর্ণ প্রধান স্টেশন এলাকায় প্রবেশ না করে বা ইঞ্জিনের দিক পরিবর্তন করার মূল্যবান সময় নষ্ট না করেই এক রুট থেকে অন্য রুটে নির্বিঘ্নে চলে যাওয়ার সুবিধা দেবে। জসিডি হয়ে দুমকা এবং গোড্ডা যাতায়াতকারী ট্রেনগুলিকে একটি বড় ধরনের পরিচালনগত বা অপারেশনাল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। বর্তমানে, মেল, এক্সপ্রেস এবং মালবাহী ট্রেনগুলি জসিডিতে দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ইঞ্জিন রিভার্সাল করতে বাধ্য হয়। এই বাইপাস লাইনটি না থাকায়, পুরো ব্যবস্থাটিই অপচয় হওয়া সময়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেখানে যাত্রীদের শুধু ইঞ্জিনের দিক পরিবর্তনের অপেক্ষায় একটি উল্লেখযোগ্য সময় ধরে স্থির কোচের মধ্যে অলসভাবে বসে থাকতে হয়। এছাড়াও , এটি তীব্র স্টেশন যানজটের সৃষ্টি করে কারণ জসিডির প্ল্যাটফর্ম এবং ট্র্যাকগুলি রিভার্সাল করা ট্রেনগুলির দ্বারা অবরুদ্ধ বা ব্লকড থাকে, যা অন্যান্য আগমনকারী ট্রেনগুলির জন্য বিলম্বের একটি ধারাবাহিক প্রভাব (রিপল এফেক্ট) তৈরি করে এবং প্রয়োজনীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহনকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মালবাহী ট্রেনগুলির গতিকে মারাত্মকভাবে ধীর করে দেয়। ২৯৩ কোটি টাকার জসিডি বাইপাস প্রকল্পটি এই অঞ্চলের পূর্ণ সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করার চূড়ান্ত সমাধান। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাইপাস লাইনের সমাপ্তি দুমকা / গোড্ডা এবং জসিডির মধ্যে চলাচলকারী মেল/ এক্সপ্রেস ট্রেন এবং মালবাহী ট্রেনগুলির ইঞ্জিন রিভার্সাল সম্পূর্ণভাবে দূর করবে। এই প্রকল্পের অর্থ হলো যাত্রী পরিবহনে সুপারচার্জড গতি আসা, কারণ প্রতিদিন অন্তত পাঁচটি যাত্রীবাহী ট্রেনের ভ্রমণের সময় নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাবে। যাত্রীদের আর জসিডিতে হতাশাজনক, স্থির বা অনড় বিলম্বের মুখোমুখি হতে হবে না, যা তাঁদের যাত্রাকে আরও দ্রুত, মসৃণ এবং সম্পূর্ণ ঝামেলামুক্ত অভিজ্ঞতায় পরিণত করবে। উপরন্তু, প্রতিদিন অন্তত দুটি প্রধান মালবাহী ট্রেন এই প্রতিবন্ধকতা বা বটলনেককে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাবে, যা পণ্যের দ্রুত ডেলিভারি, নির্বিঘ্ন শিল্প সরবরাহ শৃঙ্খল (ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপ্লাই চেইন) এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যের প্রসার নিশ্চিত করবে। এই অগ্রগতি ইতিমধ্যেই পুরোদমে চলছে, যার মধ্যে প্রকৃত নির্মাণ কাজের ৯০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। মাঠ পর্যায়ে বা মাটিতে, কঠিন শিলা কেটে ফেলা, রোড আন্ডার-ব্রিজ (আরইউবি), রোড ওভার-ব্রিজ (আরওবি) এবং ছোট সেতু নির্মাণের মতো বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং মাইলফলকগুলি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। পর্দার আড়ালে, এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ ব্লুপ্রিন্ট এবং আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা পুরোপুরি প্রস্তুত। এগুলিকে ট্রেনের ডিজিটাল মস্তিষ্ক এবং ট্রাফিক-লাইট নেটওয়ার্ক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই জটিল নেটওয়ার্কটি নিরাপদে ট্র্যাকের পথ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কুশরাবাদ রোহিণী ও দেওঘর লিঙ্কের মধ্যে ট্রেন ট্রাফিক পরিচালনা করবে, যা নিশ্চিত করবে যে নতুন বাইপাসটি চালু হলে ট্রেনগুলি নিরাপদে, মসৃণভাবে এবং উচ্চ গতিতে রুট পরিবর্তন করতে পারবে। জসিডি বাইপাস কেবল একটি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প নয় এটি যাত্রীদের আরাম এবং পরিচালনগত গতিকে (অপারেশনাল ভেলোসিটি) নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের একটি ঘোষণা, পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান। আমাদের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের অনুপ্রেরণামূলক নির্দেশনায় পূর্ব রেল দিনরাত কাজ করে চলেছে। প্রকল্পটি গর্বের সাথে ৯০ সমাপ্তিতে রয়েছে এবং ২০২৬ সালের জুলাইয়ের দিকে চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, আমরা দুমকা, গোড্ডা এবং তার বাইরের মানুষের জন্য নির্বিঘ্ন, বিদ্যুৎ-গতির রেল ভ্রমণের একটি যুগের সূচনা করার দ্বারপ্রান্তে রয়েছি। ভারতীয় রেলওয়েকে আগে কখনো না দেখা রূপে অনুভব করার জন্য প্রস্তুত হোন!

বহরমপুরে উদ্ধার ৭ ফুটের নবাবী কামান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২ জুন ঃ নবাব নগরী মুর্শিদাবাদের মাটির নিচে আজও ঘুমিয়ে আছে ইতিহাস। সোমবার রাতে সেই ইতিহাসই উঁকি দিল বহরমপুর শহরের কাদাই এলাকায়। রাস্তা চওড়া করার কাজ চলাকালীন মাটির তলা থেকে উদ্ধার হল নবাবী আমলের বিশালাকৃতি কামান। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭ ফুট। মুহূর্তেই খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে। কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায় ঘটনাস্থলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে কাদাই এলাকায় রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ করছিলেন নির্মাণ শ্রমিকরা। জেসিবি দিয়ে মাটি কাটার সময়ই লোহার মতো শক্ত কিছুতে ধাক্কা লাগে। সন্দেহ হওয়ায় সাবধানে মাটি সরাতেই বেরিয়ে আসে বিশাল কামান। খবর পেয়ে ছুটে আসে বহরমপুর থানার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অনুমান, কামানটি মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলের। বাংলার সামরিক শক্তির অন্যতম নিদর্শন। উদ্ধার হওয়া কামানটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ ফুট। লোহার তৈরি ভারী কামানটি দীর্ঘদিন মাটির নিচে থাকায় জং ধরেছে। তবে গঠন এখনও অটুট। অষ্টাদশ শতকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বা তাঁর পরবর্তী সময়ে মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলার রাজধানী। সেই সময় নবাবী সেনাবাহিনীতে বহু কামান ব্যবহৃত হত। পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপনিবেশিক সংঘাতে এই ধরনের কামান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বহরমপুর পুলিশ জানিয়েছে, আপাতত কামানটিকে সুরক্ষিত রাখতে খাগড়া ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে খবর দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এসে কামানটির সময়কাল, নির্মাণশৈলী ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব খতিয়ে দেখবেন। তারপরই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ঘাটলে নবাবী আমলের সঙ্গে বহরমপুরের ঘনিষ্ঠতা স্পষ্টত উঠে আসে ।নবাব আলীবর্দী খাঁ ও সিরাজদ্দৌলার আমলে এখানে সামরিক ঘাঁটি ছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে এই মুর্শিদাবাদের মাটিতেই । শোনা যায়, এক সময় ঢাকা, পাটনা এবং মুর্শিদাবাদ ছিল কামান তৈরির কারখানা। মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদের কাছে তোপখানায় রাখা ঢাকার বিখ্যাত কারিগর জনার্দন কর্মকারের তৈরী 'জাহানকোষা' কামান বা হাজারদুয়ারির সামনে 'বাচ্ছাওয়ালি তোপ', এখনও পর্যটকদের নজর কাড়ে । মুর্শিদাবাদের স্থানীয় ইতিহাস গবেষকদের দাবি, সদ্য খুঁজে পাওয়া কামানটি শুধু একটি ধাতুর টুকরো নয় বরং বাংলার গৌরবময় সামরিক ইতিহাস ও উপনিবেশিক সংঘাতের জীবন্ত সাক্ষী।

বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২ জুন ঃ ভিনরাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে কচ্ছপ পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল রেল পুলিশ। পানাগড় স্টেশনে অভিযান চালিয়ে দুন এক্সপ্রেস থেকে বিরল প্রজাতির দুটি ভারতীয় কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড থেকে দুন এক্সপ্রেসে করে কচ্ছপ দুটি বাংলায় আনা হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পানাগড় রেল পুলিশ স্টেশনে ট্রেন পৌঁছাতেই তল্লাশি অভিযান চালায়। অভিযানের সময় এক যাত্রীর কাছ থেকে উদ্ধার হয় দুটি বিরল প্রজাতির ভারতীয় কচ্ছপ। ধৃতের নাম জান্না। তিনি উত্তরপ্রদেশের জগদীশপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ দুটি এবং ধৃত ব্যক্তিকে পানাগড় বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বন দফতর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পানাগড় বনাঞ্চলের রেঞ্জার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভারতীয় প্রজাতির কচ্ছপ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতাভুক্ত। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ দুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, কচ্ছপ দুটি বাংলায় এনে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। তবে সেগুলি কোথায় এবং কার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের অনুমান, এর পিছনে একটি সক্রিয় পাচারচক্র জড়িত থাকতে পারে।

মল্লারপুরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আহত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২ জুন ঃ মুখোমুখি সংঘর্ষ দুই মোটরবাইকের, আহত ৬ জন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে মল্লারপুর-সাঁইথিয়া রাস্তায় বচিগরিয়া গ্রামের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাস্তায় ছিটকে পড়েন আরোহীরা। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে মল্লারপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পরে আহতদের রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
Corrigendum Notice
No-1 to e-N.I.T No - WBIW/EE-I/LDCD/ e-NIT-01/2026-27.
Executive Engineer-I, Lower Damodar Construction Division, Fuleswar, Uluberia, Howrah-711316 invites Corrigendum Notice No-1 to e-N.I.T No - WBIW/EE-I/LDCD/e-NIT-01/2026-27. Sl -16, 17, 18 & 19 vide Memo Nos 1858, 1859, 1860 & 1861–dated-01/06/2026. Document download end date & Bid submission end date is to be read as 08/06/2026 at 10:00 hours and Technical Bid opening date is to be read as 09/06/2026 at 10:00 Hrs in place of 01/06/2026 at 10:00 Hrs. & 02/06/2026 at 10:00 Hrs respectively. For details please visit website www.wbtenders.gov.in & iwdwb.gov.in
Sd/- Executive Engineer-I, Lower Damodar Construction Division.
ICA- T9048(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED DATE CORRIGENDUM TO NIT No.- (WBIW/EE/MDD-II/e-NIT-04/EE/M.D. D-II of 2026- 27(3rd Call) .
Tender Id: 2026_IWD_1024289_1
As No. of Bids is less than 3 (Three), therefore for Sl. No.1 of this e-NIT, Bid Submission end Date is extended up to 09.06.2026 up to 11.30 AM. Other details may be seen on the websites www.wbiwd.gov.in, www.wbtenders.gov.in and also at the office of the undersigned.
Sd/- Executive Engineer
Metropolitan Drainage Divn.No.II
ICA- T9046(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/Ulu Hwy Sub-Div, P.W.R.D invites 1 No. of online quotation for various works as per work schedule vide **e-NIQ No. 05 of 2026-2027/AE/ULHSD.** Tender ID : 2026_WBPWD_5014822_1. Bid Submission Start Date (Online) : 02.06.2026 from 10:00 Hrs. Bid Submission Last Date (Online) : 19.06.2026 up to 16:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in www.wbpwd.gov.in Sd/- AE/ULHSD/ PWRD. ICA- T9136(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE-II/KNHED/PWDte. invite online e-tender for the work "Enhancing Built environment accessibility for person with disabilities under Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) in Bio-Chemistry Building within the campus of Medical College & Hospital, Kolkata ---- Electrical Installation Work - Part (A) SITC of Lift." e-NIQ No. WBPWD/EE-II/KNHED/NIQ-79/2nd Call/2025-26, Tender Id: 2026_WBPWD_5013958_1. Submission Closing Date extended from 01/06/2026 to 11/06/2026. http://wbtenders.gov.in Sd/- U.Bala/EE-II/KNHED/PWDte.
ICA- T9098(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Basirhat Sub-Division, P.W.D. invites online e-Tender for the work of "(1st Call) Construction of Inspection pit (2 Nos) & septic tank (1 Nos) for Children ward & Postnatal ward of Basirhat District Hospital under Basirhat Sub-Division of Barasat Division, PWD during 2026-27." NIeT no. 07 of 2026-27, Tender ID:- 2026_WBPWD_5014824_1. Bid submission start date (online): 09/06/2026 from 10.00 A.M. Bid submission end date (online): 17/06/2026 from 3:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T an Tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Basirhat Sub-Division
ICA- T9128(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/KSD, invites e-Tender for **1.** Setting up of Water Tank and Roof treatment at Kandi Sub Division Office, PWD under Berhampore Division No. I, during the year 2025-26. eNIT No. WBPWD/AE/KSD/PWD/eNIT-04/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014781_1. Bid submission start date (online): 03.06.2026 from 10.00 Hours. Bid Submission closing date (online): 09.06.2026 at 10.00 Hours. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-NIT and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., Kandi Sub-Division
ICA- T9101(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIeT NO:- WBPWD/AE/BNWSD-III/ NIT-02e/2026-2027
AE. PWDte, Bidhannagar West Sub Division III, Purta Bhavan, invites e-tender for the works detail published in the website **https://wbtenders.gov.in** Ref:- e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5014722_1 to 2026_WBPWD_5014722_9 Document download/sale start date(online) 01.06.2026 from 06:30 P.M. Bid submission end date 10.06.2026 upto 11:00 A.M. Sd/- Assistant Engineer, Bidhannagar West Sub Division-III, P.W. Dte. ICA- T9115(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIT-03/2026-27, (Tender Id No. 2026_WBPWD_5014140_1) is hereby extended up to 1.00 P.M. on 15.06.2026. Details of NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division ICA- T9132(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Office of the Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub Division, P W (Roads) Directorate invites quotations for the supply of AC Motor/Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C on hire basis. Ref : NIQ No. 05/2026-2027 & Tender Id: 2026_WBPWD_5014806, Date: 01.06.2026 of AE, Kolkata MSD, PWR. Bid submission start date: 05.06.2026 at 11:00 A.M. Bid submission Last date up to 13.06.2026 at 11:00 A.M. Bid opening date: 15.06.2026 at 11:45 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer Kolkata Mechanical Sub Division P.W.(Roads) Directorate.
ICA- T9109(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নং. ঃ ডিসিপিএম-জিএস-ইএনজি-এসডিএএইচ-০৩-২৬-২৭ (ওপেন টেন্ডার ইন সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম), তারিখ ০১.০৬.২০২৬। ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/ গতি শক্তি ইউনিট/ইঞ্জি./শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** চিৎপুরে ২৪টি এলএইচবি কোচের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আনুষঙ্গিক পরিকাঠামোর সুবিধা সহ বিদ্যমান পিট নং ০৪-এর প্রসার। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪,৭৯,১৫,১৫৯.৯৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৯,৫৮,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **বিশেষ প্রযুক্তিগত মানদণ্ড ঃ** এই টেন্ডারের জন্য অনুরূপ ধরনের কাজ - "যে কোনো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পিট লাইন বা আরসিসি/পিএসসি ব্রিজ বা প্ল্যাটফর্মের উপর আরসিসি কভার বা ওয়াশেবল অ্যাপ্রন এবং ব্যালাস্টলেস ট্র্যাক বা আরসিসি ক্যাট ওয়াক"। **খোলার তারিখ ঃ** ১৭.০৬.২০২৬, দুপুর ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরের ওয়েবসাইটে টেন্ডারের বিডিং ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত যে কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না এবং তৎক্ষণাৎ তা বাতিল হবে।
(SDAH-62/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by SVS Police Academy, Barrackpore, WB for Annual supply of Medicines, Veterinary Medicines, Laboratory Items and X-Ray Items. E-Tender Id: 2026_WBP_1025805_1. Last Date: 10/06/2026 at 16:00 hrs. For details please visit Office. Sd/-Director, SVSPA Barrackpore, PIN-700120. ICA- T9064(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
WBPWD/EE-WKED/NIT-10/2026-27; 2026_WBPWD_5014754_1: Name of Work: Necessary repairing and renovation of 4th floor of HRBC Bhawan, Munshi Premchand Sarani, Kolkata-700021 during the year 2026-27-- Special electrical repairing with new electrical installation work. Bid Submission End Date: 12/06/2026 upto 11-00 a.m. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte., West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01 ICA- T9090(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to no bidder, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIT-30/2025-26 (2nd Call); Tender ID- 2026_WBPWD_5014393_1 is hereby extended up to 11/06/2026 upto 11:00 AM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01 ICA- T9093(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ is invited by the Assistant Engineer P.W.D. Dhanadhanya Electrical Sub-Division. eNIQ No. 29Q of AE/DDESD 2026-27, Memo No: 342 Date: 14/05/2026, Tender ID: 2026_WBPWD_5014055_1. Name of Work: Supply and installation of Air conditioner machine at South Calcutta Girls College, 72, Sarat Bose Road, Kolkata-700025. Last Date of bid submission: 12/06/2026 instead of 29/05/2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/- S.K.Das, Assistant Engineer, PWD, Dhana Dhanya Electrical Sub-Division ICA- T9096(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
1st corrigendum of e-Tender of NIT No. 01 of 2026-27 by the of E.E./Diamond Harbour Highway Division. EE, Diamond Harbour Hwy Div, Dakshin Hazipur, Diamond Harbour-743331 invites online percentage rate e-tender whose ID No. 2026_WBPWD_5014005_1 to 3. The details can be obtained from the website https://wbtenders.gov.in & office notice board. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website previously mentioned. Documents download end date (online) & Bid submission end date (online) will be 09.06.2026 from 16:00 Hrs. Sd/- EE, Diamond Harbour Highway Division, P.W.(Roads) Directorate, Govt. of W.B.
ICA- T9126(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Office of the Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub Division, P W (Roads) Directorate invites quotations for the supply of AC Motor/Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C on hire basis. Ref : NIQ No. 03/2026-2027 & Tender Id: 2026_WBPWD_5014779, Date: 01.06.2026 of AE, Kolkata MSD, PWR. Bid submission start date: 05.06.2026 at 11:00 A.M. Bid submission Last date up to 13.06.2026 at 11:00 A.M. Bid opening date: 15.06.2026 at 11:15 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer Kolkata Mechanical Sub Division P.W.(Roads) Directorate. ICA- T9107(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead body**, found on 01.04.2026, at about 19.55 hrs, Found dead lying at outside the track at KM post No. 29/01 to 29/03 on up HBC - 1 near Mirzapur R/S, Description of this dead body is: **Age**- 40 Years (Approx), **Sex**: Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 5 Inch, **Build**- Medium, **Hair**- Black & white, **Wearing**- White full shirt & Khaki half pant. **Identification Mark** - One Tattoo mark On his right hand " Ring Design". Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.
ICA-D784(3)/ 2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

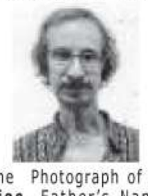

This is the Photograph of **Goutam Chatterjee**, Father's Name - **Lt. Biswanath Chatterjee**, of Flat No. 2A, 2nd Floor, Bishnu Apartment, 49, Banku Bihari Ghosh Lane, PS - Belur, Howrah, who has been missing Since 09.05.2026, at about 07.30 hrs, Residence under Belur PS, Description of this missing person is: **Age** - 71 Years (Approx), **Complexion** - Sallow, **Height** - 5 Feet 7 Inch, **Wearing** -One Red Batik print Lungi and Green print Punjabi, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.
ICA- D781(3)/2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পিতা-মাতা/অভিভাবকের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞপ্তি

শিশুটির বিবরণ
নাম: পুর্নিতা, **জন্ম:** ০৭.০৪.২০২৬, **লিঙ্গ:** স্ত্রী, **প্রাপ্তির দিন:** ২৮.০৫.২০২৬, **বর্তমান অবস্থান:** দ্যা ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর স্পনসরশিপ এন্ড অ্যাডপসান, ১, প্যালেস কোর্ট, ১, কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, **উচ্চতা:** ৪৮ সে.মি. ; **গায়ের রং:** শ্যামবর্ণ, **পরনের পোশাক:** একাধিক রঙের ডোরাকাটা দাগওয়ালা সাদা গেঞ্জি, **থানা ও তারিখ সহ জি.ডি.ই. নম্বর: থানা:** বেনিয়াপুকুর ; **জি.ডি.ই. নম্বর:** ৯৪৬ ; **তারিখ:** ০৯.০৪.২০২৬ । **যোগাযোগের বিশদ বিবরণ:** ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশান ইউনিট, কলকাতা, **ঠিকানা:** শুভম বিল্ডিং (সপ্তম তল), ডি. এফ.- ৯, সেক্টর -১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪
আইসিএ-ডি ৭৭৭ (৩)/২০২৬

WBPDCL
Corp. Id. No.
U40104WB1985SGC039154
CLEANING OF SILT FROM CT BASIN AND TIT-BIT REPAIR & MAINTENANCE WORK AT COOLING TOWER OF UNIT-6
DURING UPCOMING OVERHAULING OF UNIT #6 OF STPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/STPS/CC-5548, Dtd: 01/06/26
NIT No: WBPDCL/STPS/NIT/E4382/26-27/1384427
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, STPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Cleaning of silt from CT basin and tit-bit repair & maintenance work at Cooling Tower of unit-6 during upcoming overhauling of Unit #6 of STPS". Tender Document Download Start Date:** 30-05-2026, 03:00 PM., **Bid Submission End Date:** 08-06-2026, 03:00 PM. **Contact Person:** Mr. G. C. Maji, AGM (M&C), STPS. **Contact No.:** 8336903939. **E-mail:** gcmaji@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T9069(2)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No.
U40104WB1985SGC039154
BI-ANNUAL RATE CONTRACT FOR PROVIDING ERRAND AND OTHER MISCELLANEOUS SERVICES FOR VARIOUS DEPARTMENTS INCLUDING (O&M) DEPARTMENTS AT KTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5549, Dtd: 01/06/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3941/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Bi-Annual Rate Contract for Providing errand and other miscellaneous services for various departments including (O&M) departments at KTPS." Tender Document Download Start Date:** 05/06/2026 at 11.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 27/06/2026 at 16.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T9076(2)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No.
U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF DIFFERENT RUBBER ITEMS [O RING, BELLOWS, CORD, FLAME SCANNER HOSE, etc.]
TO BE USED DURING UNIT-4 OVERHAULING, SGTPP
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5558, Dtd: 01/06/26
NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4036/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP/WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 (three) Part bid system for **"PROCUREMENT OF DIFFERENT RUBBER ITEMS [O RING, BELLOWS, CORD, FLAME SCANNER HOSE, etc.] TO BE USED DURING UNIT-4 OVERHAULING, SGTPP." Tender Document Download Start Date:** 05-06-2026 at 10.00 AM. **Bid Submission End Date:** 19-06-2026 at 03.00 PM. **Contact Person:** Mr. Chandradip Chakraborty [AGM (M&C)]. **Contact No.:** 8336903779. **E-mail:** cchakraborty@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T9082(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Following E-tenders have been invited by the concerned TIAs under the Directorate of Fisheries, WB:

Name of Work/Scheme	Establishment / Districts	NIT No.	Bid Submission Start Date	Bid Submission End Date
Supply of good quality Singi (H. fossilis) seed and lime	Dakshin Dinajpur	WBDOF/ADF/ DAKSHIN DINAJPUR/NieT-03/2025-26	03.06.2026	15.06.2026
Supply of good quality fingerlings of IMC and lime	Dakshin Dinajpur	WBDOF/ADF/ DAKSHIN DINAJPUR/NIeT-02/2025-26	03.06.2026	15.06.2026
	DFO, Siliguri	WBDOF/DFO/SLG/ e-NIT_4/2025-26	03.06.2026	10.06.2026
Supply of good quality Desi Magur seed and lime	Dakshin Dinajpur	WBDOF/ADF/ DAKSHIN DINAJPUR/NieT-04/2025-26	03.06.2026	15.06.2026
	DFO, Siliguri	WBDOF/DFO/SLG/ e-NIT_5/2025-26	03.06.2026	10.06.2026
	Purba Bardhaman	WBDOF/ADF/BDN/ eNIT-03/2026-27	04.06.2026	13.06.2026
	Nadia	WBDOF/ADF/NAD/ NIT-3(e)/26-27	04.06.2026	12.06.2026
	Howrah	WBDOF/ADF/HOW/ eNIT-03/2026-27	04.06.2026	13.06.2026
	Murshidabad	WBDOF/ADF/ MSD/ eNIT-03/2026-27	04.06.2026	13.06.2026

Other details may also be seen at https://wbtenders.gov.in Sd/- Director of Fisheries, West Bengal ICA- T9052(3)/2026

গৃহস্থালী

পিঁপড়ের উপদ্রবে নাজেহাল? রান্নাঘরের ৪ ঘরোয়া টোটকাতেই মিলবে মুক্তি, নিরাপদ থাকবে শিশু-পোষ্যও

গরম পড়লেই বাড়ির আনাচে-কানাচে লাল পিঁপ।রে উপদ্রব যেন হঠা করেই বে যায়। রান্নাঘর, খাবার টেবিল, আলমারি, এমনকি বিছানাতেও দেখা মেলে তাদের লম্বা সারির। কোথাও সামান্য বিস্কুটের গুঁড়ো, কোথাও চিনি বা মিষ্টির দানা- মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে হাজির হয়ে যায় পিঁপড়ের দল। শুধু খাবার নষ্ট করাই নয়, অনেক সময় তাদের কামড়ে অস্বস্তিও বাড়ে। বিশেষ করে বাড়িতে ছোট শিশু বা পোষ্য থাকলে সমস্যা আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। কারণ বাজারচলতি পিঁপড়ে মারার রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহার করা সবসময় নিরাপদ নয়। অসাবধানতাবশত শিশু বা পোষ্যের শরীরে সেই বিষাক্ত উপাদান প্রবেশ করলে বড় বিপদ ঘটতে পারে।তবে চিন্তার কারণ নেই। ঘরেই থাকা কয়েকটি সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করে সহজেই পিঁপড়ে দূরে রাখা সম্ভব। রান্নাঘরের কিছু পরিচিত জিনিসই হয়ে উঠতে পারে কার্যকর সমাধান। জেনে নিন এমনই চারটি সহজ ও নিরাপদ ঘরোয়া উপায়।প্রথমেই আসা যাক দারুচিনির কথায়। রান্নাঘরের অন্যতম পরিচিত মশলা এই দারুচিনি শুধু খাবারের স্বাদ-গন্ধ বা।ায় না, পিঁপড়ে তা।াতেও দারুণ কার্যকর। দারুচিনির তীব্র গন্ধ পিঁপ।রো সহ্য করতে পারে না। তাই যেখানে পিঁপড়ের আনাগোনা বেশি, সেখানে সামান্য দারুচিনির গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেই উপকার পাওয়া যায়। বিশেষ করে দরজার কোণা, জানলার ধারে, রান্নাঘরের তাক বা খাবার রাখার জায়গায় এটি ব্যবহার করলে পিঁপ।ে আর সহজে আসতে চায় না। চাইলে দারুচিনি গুঁ।ো জলের সঙ্গে বা সামান্য তেলের সঙ্গে মিশিয়ে তুলোয় ভিজিয়ে রাখতে পারেন। সেই তুলো

ঘরের বিভিন্ন কোণে রেখে দিলে দীর্ঘসময় পিঁপ।ে দূরে থাকবে। কয়েকদিন অন্তর তুলো বদলে দিলে ফল আরও ভালো পাওয়া যায়।পিঁপ।ে তা।ানোর আরেকটি সহজ উপায় হল পাতিলেবু। গরমকালে প্রায় সব বা।িতেই লেবু থাকে। আর এই লেবুর টক গন্ধই পিঁপ।রে ব। শত্রু। শুধু লেবুর রস নয়, এর খোসাও বেশ কার্যকর। পিঁপ।রে চলার পথে লেবুর রস ছিটিয়ে দিলে তারা সেই পথ এ।িয়ে চলে। এছাড়া লেবুর খোসা ছোট ছোট টুকরো করে খাবার টেবিল, রান্নাঘরের কোণা বা আলমারির ভেতরে রেখে দিলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় রান্নাঘরে প।ে থাকা খাবারের গন্ধে পিঁপ।ে আসে। লেবুর গন্ধ সেই আকর্ষণ কমিয়ে দেয়। ফলে পিঁপ।রো ধীরে ধীরে অন্যত্র সরে যায়।ঘরোয়া সমাধানের তালিকায় সবচেয়ে জনপ্রিয় উপাদানগুলির মধ্যে একটি হল হোয়াইট ভিনিগার। পিঁপ।রে চলার পথ নষ্ট করে দিতে এর জু।ি নেই। একটি স্প্রে বোতলে সমপরিমাণ জল ও হোয়াইট ভিনিগার মিশিয়ে নিন। তারপর সেই মিশ্রণ পিঁপড়ের চলাচলের জায়গায় স্প্রে করুন। রান্নাঘরের সিঙ্কের পাশে, জানলার ধারে বা খাবার রাখার জায়গায় এটি বিশেষ কার্যকর। প্রথম দু-তিন দিন দিনে কয়েকবার স্প্রে করলে দ্রুত ফল মিলতে পারে। ভিনিগারের তীব্র গন্ধ পিঁপড়েদের বিভ্রান্ত করে দেয় এবং তারা সেই জায়গায় ফিরতে চায় না। সবচেয়ে বড় কথা, এটি রাসায়নিক পিঁপড়ে মারার ওষুধের মতো ক্ষতিকর নয়। তাই শিশু বা পোষ্য থাকলেও তুলনামূলক নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।সবশেষে রয়েছে সবচেয়ে সহজ এবং সস্তা সমাধান- সাধারণ সাদা নুন। রান্নাঘরে থাকা এই উপাদান দিয়েও পিঁপ।ে দূরে রাখা সম্ভব। যেখানে পিঁপড়ে বেশি দেখা যায়, সেখানে সামান্য নুন ছড়িয়ে দিন। চাইলে তার সঙ্গে অল্প বেকিং সোডাও মিশিয়ে নিতে পারেন। নুনের কারণে পিঁপ।ড়ে সেই পথ ব্যবহার করতে চায় না। বারবার বাধা পেলে ধীরে ধীরে তারা ওই জায়গায় আসাই বন্ধ করে দেয়। বিশেষ করে দরজার সামনে, জানলার ধারে বা রান্নাঘরের কোণায় এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর।তবে শুধু এই ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করলেই হবে না, বাড়ি পরিষ্কার রাখাও খুব জরুরি। খাবারের কণা মেঝেতে প।ে থাকলে বা খোলা খাবার এদিক-ওদিক রাখলে পিঁপড়ে আসবেই। তাই বিস্কুট, চিনি, মিষ্টি বা শুকনো খাবার সবসময় ভালোভাবে বন্ধ পাত্রে রাখুন। রান্নাঘর নিয়মিত পরিষ্কার করুন এবং বিছানায় খাবার খাওয়ার অভ্যাস এ।িয়ে চলুন। বিশেষ করে শিশুদের খাবারের টুকরো বিছানায় পড়ে থাকলে রাতারাতি সেখানে পিঁপ।রে উপদ্রব শুরু হতে পারে।রাসায়নিকের বদলে ঘরোয়া উপায়ে পিঁপড়ে তাড়ানোর সবচেয়ে ব। সুবিধা হল এগুলি সহজলভ্য, কম খরচের এবং তুলনামূলক নিরাপদ। সামান্য সচেতনতা আর নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলেই গরমের এই বিরক্তিকর সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তাই আর দেরি না করে আজ থেকেই কাজে লাগান এই সহজ টোটকাগুলি, আর পিঁপ।মুক্ত রাখুন নিজের ঘর।

জাতীয় সড়কে রাতভর নজরদারির পর ১৫৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার, জঙ্গম চক্রের যোগে চাঞ্চল্য গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা,ঝাড়গ্রাম, ২ জুন ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় সড়ক ৪৯-এ রাতভর নজরদারি চালিয়ে ব।স। সাফল্য পেল ঝা।গ্রাম জেলা পুলিশ। রবিবার ভোররাতে ঝা।গ্রামের গুপ্তমণি এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যান আটক করে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় প্রায় ১৫৬.২ কিলোগ্রাম গাঁজা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুই ব্যক্তিকে। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় জেলায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝা।গ্রামের এসডিপিও শামিম বিশ্বাসের নেতৃত্বে ঝা।গ্রাম থানার পুলিশ এবং জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) যৌথভাবে শনিবার গভীর রাতে বিশেষ অভিযান শুরু করে। গোপন সূত্রে খবর আসে যে ঝাড়খণ্ড দিক থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে একটি পিকআপ ভ্যানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার করা হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় সড়ক ৪৯-এর গুপ্তমণি এলাকায় কড়া নজরদারি বসানো হয়।দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর রবিবার ভোরের দিকে সন্দেহজনক একটি পিকআপ ভ্যানকে থামার নির্দেশ দেয় পুলিশ। গা।িটি তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে একের পর এক বস্তা। পরে সেই বস্তাগুলি খুলে দেখা যায়, তার ভিতরে রয়েছে বিপুল পরিমাণ গাঁজা। ওজন করে দেখা যায় মোট ১৫৬.২ কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে।ঘটনার সঙ্গে জ।িত থাকার অভিযোগে গা।রি চালক হিমাংশু সিং এবং খালাসি আজমল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, হিমাংশু সিং উত্তরপ্রদেশের জড়পুর জেলার বাসিন্দা এবং আজমল হোসেন কলকাতার কাশীপুর এলাকার বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরেই আন্ত ঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।রবিবার ধৃতদের ঝা।গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। তদন্তকারীদের মতে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদক পাচার চক্রের মূল হোতাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে।পুলিশের দাবি, জাতীয় সড়ক ৪৯ দীর্ঘদিন ধরেই গাঁজা পাচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে বিভিন্ন রাজ্যে মাদক পাচারের জন্য এই স।ককে ব্যবহার করে পাচারকারীরা। অতীতেও ঝাড়গ্রাম ও জামবনি থানার পুলিশ এসওজির সহায়তায় একাধিকবার ট্রাক, কনটেনার এবং পণ্যবাহী গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে।তদন্তকারী সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ওড়িশার সম্বলপুর অঞ্চলের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় গোপনে গাঁজা চাষ হয় বলে অভিযোগ। সেখান থেকেই বিভিন্ন দালাল ও পাচারচক্রের মাধ্যমে এই মাদক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হয়। পুলিশ মনে করছে, দীর্ঘপথ পা।ি দেওয়া পণ্যবাহী গা।রি চালক ও খালাসিদের মোটা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে এই কাজে ব্যবহার করা হয়। এই ঘটনাতেও একই কৌশল নেওয়া হয়েছিল বলে অনুমান তদন্তকারীদের।এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, জাতীয় স।কে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। মাদক পাচার রুখতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে। শুধু গাঁজা নয়, সব ধরনের মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এই ঘটনায় ফের স্পষ্ট হয়ে গেল যে পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জাতীয় স।ক এখনও মাদক পাচারকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ করিডর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে পুলিশের ধারাবাহিক নজরদারি ও বিশেষ অভিযানের ফলে একের পর এক পাচারচক্রের পর্দাফাঁস হচ্ছে বলে মত প্রশাসনের। তদন্তকারীরা এখন খুঁজে দেখছেন, উদ্ধার হওয়া গাঁজার চালানটি কলকাতায় কার কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল এবং এর পিছনে আরও বড় কোনও আন্ত ঃরাজ্য চক্র কাজ করছে কি না।

ক্ষেত বাঁচাও অভিযান ও সারের সুষম ব্যবহারের মাসব্যাপী কর্মসূচির সূচনা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২ জুন ঃ মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় একযোগে উদ্যোগ, 'মাটি বাঁচাও অভিযান' ও সারের সুষম ব্যবহারের মাস ব্যাপী কর্মসূচির শুভ সূচনা হয়ে গেল জয়নগর ও কুলপিতে। মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, কৃষি উপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীল কৃষি ব্যবস্থার প্রসারের লক্ষ্যে ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ১লা জুন থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে ক্ষেত বাঁচাও অভিযান ও সারের সুষম ব্যবহারের সচেতনতা শিবির ।আর এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র,জয়নগর ২ নং ব্লক সহ-কৃষি অধিকর্তার যৌথ উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক কৃষক সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মাসব্যাপী অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়ে গেল নিমপীঠে। আর একটি অনুষ্ঠান হয় কুলপির নিশ্চিন্তপুরে। দুটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিভাগের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীবৃন্দ এবং এলাকার কৃষক বন্ধুরা। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড. চন্দন কুমার মণ্ডল জানান, এই মাসব্যাপী অভিযানের মাধ্যমে এলাকার বিভিন্ন গ্রামে মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সারের সুষম ব্যবহার, জৈব ও জীবাণুসারের প্রযগে, প্রাকৃতিক কৃষি ও এইধরনের কৃষি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক আলোচনা পরিচালিত হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ কুশল দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্যে প্রাকৃতিক কৃষি, মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং সারের সুষম ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে এবং মাটি স্বাস্থ্য কার্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সার প্রয়োগ করলে মাটির উর্বরতা বজায় থাকার পাশাপাশি সারের অপচয় কমে এবং উপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। তিনি কৃষকদের জৈব ও জীবাণুসারের ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি রাসায়নিক সারের সঠিক ও সুষম ব্যবহারের কথা জানান।অনুষ্ঠানে উপস্থিত জয়নগর-২ ব্লকের সহকারী কৃষি অধিকর্তা দেবাশিস সাহু তাঁর বক্তব্যে বলেন, মাটি কৃষির অন্যতম প্রধান সম্পদ এবং কৃষি উপাদনের মূল ভিত্তি। মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা রক্ষা না করলে দীর্ঘমেয়াদে কৃষি উপাদনশীলতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই কৃষকদের নিয়মিত মাটি পরীক্ষা করে মাটি স্বাস্থ্য কার্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও সরকারি কৃষি পরিষেবার সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।কুলপির অপর একটি অনুষ্ঠানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের শস্যবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ড. সোমনাথ সরদার, মঃিদরবাজার ব্লকের কৃষি আধিকারিক এবং কুলপি ব্লকের কৃষি আধিকারিক দের উদ্যোগে ২ টি পৃথক অনুষ্ঠানে উক্ত ব্লকের কৃষকদের উদ্দ্যেশে ফসলভিত্তিক পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, সঠিক সময়ে ও সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগের গুরুত্ব এবং সুষম সার ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফলন ও লাভজনক কৃষির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। কুলপী ব্লকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুলপির নবনির্বাচিত বিধায়ক শ্রীমতী বর্ণালী ধাড়া।তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত কৃষকদের কে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন করে তোলার কথা বলেন।

নতুন করে চর্চায় মার্কিন-ইজরায়েল সম্পর্ক

২ জুন ঃ মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। লেবাননে ইজরায়েলের সামরিক অভিযান সম্প্রসারণ এবং হেজবোল্লার বিরুদ্ধে লাগাতার হামলার জেরে এবার প্রকাশ্যে অসন্তোষ দেখালেন মার্কিন প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে এক টেলিফোন কথোপকথনে ট্রাম্প অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এমনকি তিনি নাকি নেতানিয়াহুকে উদ্দেশ করে বলেছেন, মার্কিন সমর্থন না থাকলে এতদিনে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্য শেষ হয়ে যেত এবং জেলের মুখ দেখতে হত।ঘটনাটি সামনে আসার পর থেকেই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে ব্যাপক আলো।ন তৈরি হয়েছে। কারণ, দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলকে ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এবং বিশেষ করে লেবানন ও ইরান ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এক মার্কিন প্রশাসনিক আধিকারিকের দাবি, ফোনালাপে ট্রাম্প নেতানিয়াহুর সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ, লেবাননে ইজরায়েলের ক্রমবর্ধমান অভিযান শুধু আঞ্চলিক অস্থিরতাই বা।াচ্ছে না, বরং বৃহত্তর কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকেও বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ট্রাম্প নাকি স্পষ্ট ভাষায় নেতানিয়াহুকে জানান, এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে বিশ্বজু।ে ইজরায়েলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে।এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে দক্ষিণ লেবাননে ইজরায়েলের সাম্প্রতিক সামরিক অগ্রগতি। হেজবোল্লার ঘাঁটি লক্ষ্য করে ইজরায়েলি বাহিনী একাধিক অভিযান চালিয়েছে। শুধু সীমান্তবর্তী অঞ্চল নয়, লেবাননের অভ্যন্তরেও তাদের উপস্থিতি বা।তে শুরু করেছে। বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বেউফোর্ট দুর্গ। ঐতিহাসিক এই দুর্গটি দীর্ঘদিন ধরেই সামরিক গুরুত্ব বহন করে আসছে। প্রায় ৪৪ বছর পর সেখানে আবার ইজরায়েলের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে ইজরায়েল সামরিক সাফল্য হিসেবে দেখালেও, আন্তর্জাতিক মহলের একাংশ এটিকে নতুন উত্তেজনার সূচনা হিসেবে বিবেচনা করছে।মার্কিন প্রশাসনের উদ্বেগের অন্যতম কারণ ইরানকে ঘিরে চলা কূটনৈতিক সমীকরণ। ওয়াশিংটনের আশঙ্কা, লেবাননে যুদ্ধের বিস্তার ঘটলে তার সরাসরি প্রভাব প।তে পারে ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য আলোচনার উপর। বহুদিন ধরেই পারমাণবিক কর্মসূচি, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং নিষেধাজ্ঞা ইস্যুতে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে সামরিক সংঘাত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলে মনে করছে মার্কিন প্রশাসন।বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের কৌশল মূলত দ্বিমুখী। একদিকে তিনি ইরানের উপর চাপ বজায় রাখতে চান, অন্যদিকে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ এ।িয়ে যেতে আগ্রহী। কারণ মধ্যপ্রাচ্যে বৃহত্তর সংঘাত শুরু হলে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। সেই কারণেই লেবাননে ইজরায়েলের সামরিক তপরতা নিয়ে তিনি অস্বস্তিতে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।এদিকে ইরান প্রসঙ্গেও নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে ইরান পরিস্থিতি নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার পরেও কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসেনি। তবে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, ট্রাম্প বৈঠকে স্পষ্ট করেছেন যে, আমেরিকার প্রধান নিরাপত্তা সংক্রান্ত শর্তগুলি যদি ইরান মেনে না নেয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর পদক্ষেপের সম্ভাবনা উ।িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।যদিও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, ট্রাম্পের এই কঠোর অবস্থান মূলত চাপ তৈরির কৌশল। তিনি সরাসরি নতুন যুদ্ধ শুরু করতে আগ্রহী নন। বরং কূটনৈতিক আলোচনায় নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে এবং প্রতিপক্ষকে সতর্ক বার্তা দিতে এই ধরনের বক্তব্য ব্যবহার করছেন। মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের ঝুঁকি সম্পর্কে ওয়াশিংটনও যথেষ্ট সচেতন।অন্যদিকে, নেতানিয়াহুর সরকার মনে করছে যে হেজবোল্লার ক্রমবর্ধমান সামরিক সক্ষমতা ইজরায়েলের নিরাপত্তার জন্য ব। হুমকি। তাই সীমান্ত এলাকায় শুধু প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান না নিয়ে আগ্রাসী কৌশল গ্রহণের পক্ষে সওয়াল করছে তেল আভিভ। এই অবস্থান থেকেই দক্ষিণ লেবাননে সামরিক অভিযান জোরদার করা হয়েছে বলে বিশ্লেষকদের মত।ফলে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে একদিকে রয়েছে ইজরায়েলের নিরাপত্তা উদ্বেগ, অন্যদিকে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর আঞ্চলিক কূটনৈতিক স্বার্থ। ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর কথোপকথন ঘিরে প্রকাশিত তথ্য সেই দ্ব ঃদ্বকেই নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে।এখন দেখার বিষয়, আগামী দিনে লেবাননে ইজরায়েলের সামরিক অভিযান কোন দিকে মো। নেয় এবং ইরানকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা কতটা সফল হয়। তবে এটুকু স্পষ্ট, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান সংকট শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই এর প্রভাব প।ছে আন্তর্জাতিক কূটনীতি, জোট রাজনীতি এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির উপরও।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ১৫ মে থেকে ৫ জুন পরিবেশ সুরক্ষা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল

গোরখপুর, ২ জুনঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ১৫ মে থেকে ৫ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত চলমান বিশ্ব পরিবেশ দিবস অভিযান-এর উনিশতম দিন, অর্থাৎ ২ জুন, ২০২৬ তারিখে, সদর দপ্তর ও বিভাগীয় স্টেশন, কারখানা, ডিপো, অফিস, রেলওয়ে কলোনি এবং হাসপাতালগুলিতে পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।এরই ধারাবাহিকতায়, লখনউ বিভাগের বিশ্ব পরিবেশ দিবস অভিযানের অংশ হিসেবে, বিভাগীয় রেলওয়ে. ম্যানেজার, লখনউ, শ্রী গৌরব আগরওয়ালের নির্দেশনায় গোরখপুর জংশন স্টেশনে পরিবেশ সুরক্ষার উপর একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যাত্রী ও শিশুরা জলই জীবন এবং গাছ লাগান, জীবন বাঁচান-এর মতো বিষয়বস্তুর উপর পোস্টার তৈরি করে পরিবেশ সুরক্ষা সচেতনতা কর্মসূচিটিকে সফল করে তোলে। বস্তি স্টেশনে, স্বাস্থ্য পরিদর্শকের নেতৃত্বে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা যাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষা, জল সংরক্ষণ এবং শক্তি সংরক্ষণ বিষয়ে একটি জনসচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করেন। স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্টেশন সুপারিনটেনডেঃট এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকার সবুজ পার্কটি পরিষ্কার করেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস অভিযানের অংশ হিসেবে, বস্তি স্টেশনে যাত্রীদের সঙ্গে থাকা শিশুরা পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতায় উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। গোন্ডা কলোনির কর্মীদের পরিবেশ রক্ষার শপথবাক্য পাঠ করানো হয় এবং ওভারহেড ট্যাঙ্ক ও কলোনির চত্বর পরিষ্কার করা হয়।বারাণসী বিভাগের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী আশীষ জৈনের তত্ত্বাবধানে, জল ও শক্তি সংরক্ষণ থিমের অধীনে প্রধান স্টেশন, কলোনি এবং রেল চত্বরে জল সংরক্ষণের প্রচার করা হয়। এর মধ্যে স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্ট সহ জল পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থার পরিদর্শন ও ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং জল সংরক্ষণ ও শক্তি সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা হয়। নাগরিকদের কাছে পৌঁছাতে এবং মিশন লাইফের নীতিগুলি প্রচার করতে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

জীবনতলায় তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে অস্ত্র ভান্ডার উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং, ২ জুন ঃ এবার তৃণমূল নেতার বাড়িতে মিললো বিপুল পরিমাণ কার্তুজ। ক্যানিংয়ের জীবনতলায় উঠে এলো অস্ত্রভাণ্ডার। স্থানীয় তৃণমূল নেতার বাড়িতে পাওয়া গেল রাইফেলের বিপুল পরিমাণ কার্তুজ। জবেদ শেখ নামে ওই তৃণমূল নেতা ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার প্রাক্তন তৃনমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। জীবনতলা থানার কালিকাতলা এলাকায় ওই অস্ত্র উদ্ধারে শুরু হয়েছে জোরগুঞ্জন। ওই এলাকার আশেপাশে অনেক বন্দুক লুকিয়ে রাখা আছে।এমনই দাবি করেছেন বিজেপির জেলা সভাপতির। রাজ্যে পালা বদলের পরে একাধিক জায়গায় টাকা, অস্ত্র, বোমা, ভোটারআধার কার্ড পাওয়া যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের বাড়ি, পার্টি অফিসে মিলছে একাধিক নথি। সেই আবহে এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ কার্তুজ। সেগুলি দূরপাল্লার রাইফেলের বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে জীবনতলার কালিকাতলায় ওই তৃণমূল নেতার বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। তল্লাশির সময় বাড়ির পাশেই থাকা তালপাতা সরাতেই হইচই শুরু হয়ে যায়। দেখা যায়, বিপুল সংখ্যায় কার্তুজ রয়েছে সেখানে। রাইফেলের মোট ৭৫টি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রায় শতাধিক খোল পাওয়া গিয়েছে সেখান থেকে।আর কোথাও কোন ও অস্ত্র, কার্তুজ লুকিয়ে রাখা রয়েছে কিনা, সেই প্রশ্নও ওঠে। বাড়ির আশেপাশেও চলে তল্লাশি। জবের শেখ একাধিক দুস্কৃতীমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ। তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গাতে তৃণমূলের তরফে গণ্ডগোল করা হত। খুনের অভিযোগও আছে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ। এদিন তল্লাশি চালালেও বাড়িতে তাঁকে পাওয়া যায় নি। পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। তদন্ত কারীদের অনুমান, অস্ত্র অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে। তৃণমূলের তরফে এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করে নি। তবে এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন বিজেপি। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর বলেন,তৃনমূল গত ১৫ বছরে রাজ্যটাকে অস্ত্রের ভান্ডার করে রেখেছিল। জবেদের বিরুদ্ধে বহু জায়গায় গুলি চালানো, জমি দখল, তোলাবাজি এমনকী খুন করার অভিযোগ আছে। আমরা চাই ক্যানিং পূর্ব বিধানসভাতে যেখানে যত বেআইনি বন্দুক আছে, সেগুলো পুলিশ উদ্ধার করুক।

নাম পরিবর্তন

আমি Dimple Maheswari, D/O Pawan Kumar Maheswari, গ্রামঃপোঃথানাঃ নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Dimple Maheswari, যা আধার কার্ড এবং জন্ম শংসাপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার পাসপোর্টে Dimpal Maheswari লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ২২.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় আদালতের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Dimple Maheswari and Dimpal Maheswari এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে,(নং-WBO12010788110) নাম আছে Kazi A Ahasan, গত ২৯.০৫.২৬ তারিখে এক্সকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আরামবাগ হুগলী কোর্টের এফিডেভিট (নং ৭১৩৮) বলে আমার সঠিক নাম Kazi Amamul Ahasan হয়েছি।

NAME CHANGE

I, Saki Sk S/O–Jahangir Ali resident of Vill -Hatpara , Po-Hazarpur Nabagram, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that my name Saki Sk S/O–Jahangir Ali recorded my voter card no-WOB1715044 and my aadhaar card no-8960-0401-6893, and also my name Sakir Seikh , S/O- Jahangir Ali recorded in passport being no- N9768843 both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Rofikul Islam (Old Name) S/O–Emajuddin Sk resident of Vill & Po-Nurpur, Ps-Suti-, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742223 do hereby declared that I have changed my name from Md Rofikul Islam to Md Rafikul Islam and henceforth I shall be known as Md Rafikul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Md Rafikul Islam & Md Rofikul Islam both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Ataur Sk (Old Name) S/O–Abdul Hak resident of Dakshin Lakshminarayanpur, Purandarpur, Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742171 do hereby declared that I have changed my name from Ataur Sk to Ataur Rahaman and henceforth I shall be known as Ataur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Ataur Rahaman & Ataur Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Imam Hossain (Old Name) S/O–Late Lakhu Sk resident of Vill - Amitya , Po-Benipur, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my father's name from Latib Seikh (Old Name) to Lakhu Sk (new name) and henceforth my father's name shall be known as Lakhu Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My father's name Lakhu Sk (new name) & (Old Name) Latib Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anwra Bibi (Old Name) W/O–Lakhu Sk resident of Vill -Amitya , Po-Benipur, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Anwra Bibi to Anowara Bibi and henceforth I shall be known as Anowara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Anowara Bibi & Anwra Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MIR MIR JAFAR ALI S/O- MIR ANOWAR ALI, resident of Vill-Golgram, P.O.-Golgram, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, Pin-713424, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MIR JAFAR ALI in all purposes, vide affidavit No. 117 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 02.06.2026. That MIR MIR JAFAR ALI and MIR JAFAR ALI both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK SAMIRAUDDIN S/O-MONARADDIN SK @ MANARADDIN SK resident of Vill-Gangulidanga, P.O.-Srikhanda, P.S.-Katwa, Dist- Purba Bardhaman, Pin. 713150, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SAMIRUDDIN SHAIKH in all purposes, vide affidavit No. 116 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 02.06.2026. That SK SAMIRAUDDIN and SAMIRUDDIN SHAIKH both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Prabin Sikdhar (Old Name) S/O–Satish Sikdhar resident of Lakhmipur, Rajarmath, Chakdah, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741223 do hereby declared that I have changed my name from Prabin Sikdhar to Prabin Sikdar and henceforth I shall be known as Prabin Sikdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Prabin Sikdar & Prabin Sikdhar both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohammad Chalim Boksh (Old Name) S/O–Wachhtulla Sk resident of Vill –Sarulia Colony , Po-Barua, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Chalim Boksh to Chhalim Sk and henceforth I shall be known as Chhalim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Chhalim Sk & Mohammad Chalim Boksh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Gaffar , S/O–Late Abdul Hoque resident of Bamangram, Kaliachak, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my father's name from Abdul Hoque (old name) to (new name) Abdul Hoque and henceforth my father's name shall be known as Abdul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My father's name Abdul Hoque (new name) & (old name) Abdul Hoque both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Abdul Gaffar (Old Name) S/O–Abdul Hoque resident of Bamangram, Kaliachak, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732206 do hereby declared that I have changed my name from Md Abdul Gaffar to Abdul Gaffar and henceforth I shall be known as Abdul Gaffar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026 . My name Abdul Gaffar & Md Abdul Gaffar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sayan Kumar Ghosh (Old name) S/o-Sadhan Kumar Ghosh, Resident at, P.O. + P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743245 West Bengal. I have changed my name Sayan Kumar Ghosh to Sayan Ghosh (New name) I shall be known as Sayan Ghosh vide affidavit no. 6720 before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon on 26/07/2017 Sayan Kumar Ghosh & Sayan Ghosh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, TAPAS SHAW S/o AMAL SHAW Residing at Vill-Bhaluk Khunia, P.O.-Abash, P.S.-Kotwali, Dist-Paschim Medinipur, Pin-721102 do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name AMAL SHAW instead of JITEN SHAW which is his nickname, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Paschim Medinipur on 02.06.2026. That JITEN SHAW and AMAL SHAW both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ajijul Sk (Old name) S/o-Kader Sk, Resident at, Vill-Ranjitpara Po-Haribhanga, Ps & Dist-Murshidabad, 742302 West Bengal. I have changed my name Ajijul Sk to Ajijul Hoque (New name) I shall be known as Ajijul Hoque vide affidavit no. before the Notary at Berhampore on 13/05/2026 Ajijul Hoque & Ajijul Sk same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Taslima Bibi, D/O Mazemulla Momin, W/O Ataul Momin, গ্রামঃপোঃ কয়থা, থানাঃ নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Taslima Bibi, যা আমার আধার ও প্যান কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার ভোটার কার্ড এবং SBI পাসবুকে আমার নাম Moslesa Bibi, W/O Ataul লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৯.০২.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Taslima Bibi and Moslesa Bibi, DO Mazemulla Momin, WO Ataul Momin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Dipika Chitlangi, W/O Kailash Kumar Chitlangi, গ্রামঃ নলহাটি পাথরকল পাড়া, পোঃ থানাঃ নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Dipika Chitlangi, যা আমার আধার, ভোটার ও প্যান কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার পাসপোর্টে Deepika Chitlangi নাম নথিভুক্ত রয়েছে। ২১.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Dipika Chitlangi and Deepika Chitlangi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

৪ স্মার্ট সিটির তালিকায় ঠাঁই পেল তমলুক, খুশির হাওয়া শহর জুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২ জুন ঃ রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের এক মাসও পূর্ণ হয় নি। এর মধ্যেই একের পর এক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের

ঘোষণা শুরু হয়েছে প্রশাসনিক স্তরে। আর সেই আবহেই রাজ্যের চারটি স্মার্ট সিটি তৈরির পরিকল্পনার কথা সামনে আসতেই খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের ঐতিহ্যবাহী শহর তমলুকে। রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সম্ভাব্য চারটি স্মার্ট সিটির নাম ঘোষণা করেন। সেই তালিকায় রয়েছে তমলুকের নামও। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও চারটি নতুন শহর তৈরির ভাবনাচিন্তা চলছে বলে জানান তিনি। এই ঘোষণার পর খুশির হাওয়া প্রাচীন এই তমলুক শহর জুড়ে। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে তমলুকের গুরুত্ব বহুদিনের। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরনগরীর উত্তরসূরি এই শহরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক ঐতিহ্য। একদিকে রয়েছে প্রাচীন তমলুক রাজবাড়ি, অন্যদিকে পুরানে বর্ণিত বর্গভীমা মন্দির। রয়েছে বহু পুরনো তাম্রলিপ্ত পৌরসভা, স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষুদিরাম বসুর স্মৃতিবিজড়িত হ্যামিলটন স্কুল। ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় গুরুত্ব মিলিয়ে তমলুক বরাবরই রাজ্যের অন্যতম পরিচিত শহর। এমন এক শহর যদি স্মার্ট সিটির তকমা পায়, তাহলে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যটন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শহরের বিভিন্ন মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে আশাবাদের আলোচনা। তমলুকের এক বাসিন্দা বলেন, এই খবর আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের। স্মার্ট সিটি তৈরি হলে এখানে উন্নত পরিষেবা মিলবে। বাইরের এলাকার মানুষও বেশি করে আসবেন। এতে স্থানীয় মানুষের আর্থিক উন্নয়ন হবে। তমলুকে অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে। সেগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করা গেলে পর্যটকের সংখ্যাও বাড়বে। এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন তমলুকের বিধায়ক হরে কৃষ্ণ বেরা। তিনি বলেন, তমলুকের প্রচুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। নির্বাচনে প্রচারের সময় আমি বারবার বলেছিলাম, তমলুককে আরও উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এখন সেই ভাবনা বাস্তব রূপ পাওয়ার দিকে এগোচ্ছে। এটা তমলুকবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের খবর। ইতিহাস আর ঐতিহ্য তমলুক শহরের নাম শুধু জেলা কেন, জেলা ও রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা দেশের কাছে সমাদৃত। রাজ্যের স্মার্ট সিটি তালিকায় উঠে এল তমলুকের নাম। সরকারি স্তরে এখনও চূড়ান্ত ঘোষণা না হলেও সম্ভাব্য স্মার্ট সিটির তালিকায় তমলুকের নাম উঠে আসতেই আশার আলো দেখছেন শহরবাসী। ইতিহাসের শহর তমলুক এবার কি আধুনিক নগর উন্নয়নের নতুন অধ্যায়ে পা রাখতে চলেছে। সেই দিকেই এখন তাকিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর।

ত্রাণ দুর্নীতি মামলায় আটক কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ও কালনার দেবপ্রসাদ বাগ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ জুন ঃ পূর্ব বর্ধমানে ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একই মামলার তদন্তে কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কালনার প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার কাটোয়ায় রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দলীয় কার্যালয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। অভিযোগ, সেখান থেকে সরকারি ত্রাণের বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এরপরই তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে দাবি, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর উৎস এবং সেগুলি সরকারি ত্রাণের অংশ কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আটক করার সময় দলীয় কার্যালয়ের সামনে ভিড় জমে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি বিজেপি কর্মীরাও সেখানে উপস্থিত হন। প্রাক্তন বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ‘চোর, চোর’ স্লোগান ওঠে। অভিযোগ, তার উদ্দেশ্যে কাঁচা ডিমও ছোঁড়া হয়। পুলিশ তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় ধাক্কাধাক্কি ও মারধরের ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়

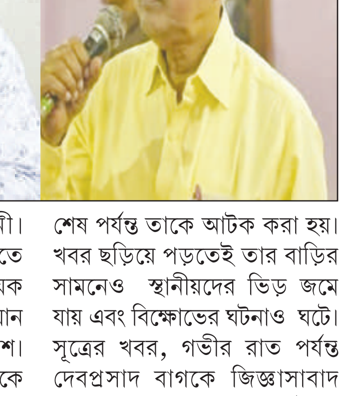

অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। অন্যদিকে, সোমবার গভীর রাতে কালনায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগের বাড়িতে অভিযান চালায় নাদনঘাট থানার পুলিশ। ত্রাণ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে একই মামলায় কালনা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব রায় গ্রেফতার হন। তদন্তকারীদের দাবি, তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় দেবপ্রসাদ বাগের নাম উঠে আসে। পুলিশের অভিযোগ, বাড়িতে পৌঁছানোর পর দীর্ঘ সময় দরজা খোলা হয়নি। পরে অন্য একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন দেবপ্রসাদ বাগ। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে আটক করা হয়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই তার বাড়ির সামনেও স্থানীয়দের ভিড় জমে যায় এবং বিক্ষোভের ঘটনাও ঘটে। সূত্রের খবর, গভীর রাত পর্যন্ত দেবপ্রসাদ বাগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ধৃত প্রণব রায়ের মুখোমুখি বসিয়েও তাকে প্রশ্ন করা হয়। তদন্তকারীরা দুই জনের বয়ান মিলিয়ে দেখছেন। ত্রাণ দুর্নীতি মামলায় পূর্ব বর্ধমানের দুই প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাকে ঘিরে পুলিশের এই পদক্ষেপে জেলার রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

মোবাইলের নেশা কাটাতে শুরু হল দাবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২ জুন ঃ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান দাপটে আজকের প্রজন্মের বড় একটি অংশ ধীরে ধীরে মোবাইল ও বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে মোবাইল আসক্তি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাবিদদের একাংশের মতে, এর ফলে পড়াশোনায় মনোযোগের ঘাটতি, ধৈর্য্যের অভাব এবং চিন্তাশক্তির বিকাশে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে শিশুদের মানসিক বিকাশ, একাগ্রতা বৃদ্ধি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে উৎসাহিত

করতে কাটোয়া শহরে শুরু হল একটি বিশেষ উদ্যোগ দাবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই প্রথম পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল দাবা শেখানোর এমন একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যেখানে ছোট থেকে বড় সকলেই দাবার কৌশল ও নিয়ম শিখতে পারবেন। ভারতের অন্যতম প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ব জুড়ে জনপ্রিয়। তবে কাটোয়া শহরে এতদিন দাবা চর্চার জন্য কোনও নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না বললেই চলে। সেই অভাব পূরণ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংস্থার সদস্য অনির্বাণ দত্ত বলেন, প্রথম শহরের বুকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করছি অনেকেই উদ্যোগী হবে এবং দাবা খেলা শিখবে আর এই খেলার প্রসার আরও বৃদ্ধি পাবে। পূর্ব বর্ধমান জেলা স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কাটোয়া শহরের সুবোধ স্মৃতি রোড এলাকায় এই দাবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সপ্তাহে একদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও খুব শীঘ্রই সপ্তাহে দুদিন ক্লাস নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। শুধুমাত্র একটি খেলা হিসেবেই নয়, বরং মস্তিষ্কের বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের অন্যতম কার্যকর মাধ্যম হিসেবে দাবাকে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। নিয়মিত দাবা চর্চার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে একাগ্রতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে। দাবা খেলা একজন মানুষের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে নানা ভাবে সহায়তা করে।

দুর্নীতি বরদাস্ত নয়, অগ্রাধিকার মানুষের দাবিঃ রাজেশ মাহাতো

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২ জুন ঃ জঙ্গলমহলের মানুষের আশীর্বাদেই

আমি বিধায়ক থেকে মন্ত্রী হয়েছি। এই ঋণ শোধ করার নয়। মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার পর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে এমনই মন্তব্য করলেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক তথা সদ্য নিযুক্ত স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী রাজেশ মাহাতো। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম শহরের একটি অতিথিশালায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজেশ জানান, নির্বাচনের আগে ও পরে বিভিন্ন এলাকায় ‘বিধায়ক ও জনগণের মুখোমুখি’ কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের অভিযোগ ও দাবি সংগ্রহ করেছেন। তাঁর দাবি, সেই সূত্রে বহু দীর্ঘদিনের সমস্যা ও অসমাপ্ত উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য সামনে এসেছে। দুর্নীতি, অবৈধ বালি খাদান ও জমি সংক্রান্ত অনিয়ম নিয়ে সরব হয়ে মন্ত্রী বলেন, কোনও অন্যায় বা দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এলে তা প্রশাসনের নজরে আনা হবে। মানুষের দাবিদাওয়াই অগ্রাধিকার পাবে। সাঁকরাইলে জমি হস্তান্তর নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্কের প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, অনিয়মে ক্ষতিগ্রস্ত প্রকৃত মালিকদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে। বালি খাদান প্রসঙ্গে রাজেশের বক্তব্য, বৈধ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বালি উত্তোলনে আপত্তি নেই, তবে ভুয়ো নথি বা নিয়মভঙ্গ কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। সম্প্রতি খাদান সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনাও উল্লেখ করেন তিনি। রোহিনী-মুড়াকাটি সেতু, আমদাই সেতু ও সুবর্ণরেখা রেললাইন প্রকল্পের মতো পরিকাঠামোগত বিষয়গুলিও সরকারের নজরে আনার আশ্বাস দিয়েছেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী। শেষে জেলার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, যাঁরা ভোট দিয়েছেন বা দেননি, সকলের জন্যই কাজ করতে চাই।

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আরও সুরক্ষিত যাত্রা, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য সুরক্ষায় প্রতি মুহূর্তে স্পন্দিত পূর্ব রেল

কলকাতা, ২ জুন ঃ ঠিক যেন একটি নিখুঁত সুরে বাঁধা গান, যার প্রতিটি তান ও লয় মিলেমিশে তৈরি হয় এক

অপূর্ব মেলবন্ধন। প্ল্যাটফর্মের টিকটিক করতে থাকা ঘড়ি, বাতাসে ভেসে আসা ট্রেনের ঘোষণা, আর আলোঝলমলে ডিসপ্লে বোর্ড-সবকিছু একসাথে মিলেই তৈরি করে একটি ছন্দ। আর এই ছন্দই যাত্রীদের উপহার দেয় এক নিরাপদ, আরামদায়ক ও নিশ্চিন্ত সফরের আনন্দ। যাত্রীদের প্রতিটি সফরকে স্মরণীয় করে তুলতে এবং দিনরাত ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের সুযোগ্য নেতৃত্বে, বিগত ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে স্টেশনগুলির ভোল বদলে ফেলার এক বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে। এটি কেবলই কিছু প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণের বদল নয়, বরং প্রতিদিন রেলের ওপর ভরসা রাখা লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জীবন ও স্বপ্নকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার এক আন্তরিক অঙ্গীকার, যাতে সফরের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁরা এক পরম যত্নের স্পর্শ অনুভব করতে পারেন। ব্যস্ত স্টেশনে পা রাখলেই অনেক সময় মনটা এক অজানা উকণ্ঠায় ভরে ওঠে, কিন্তু পূর্ব রেল যাত্রীদের সেই সংশয় দূর করে মনের কোণে প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে স্টেশনের দৃশ্যমান ও শ্রবণযোগ্য নির্দেশিকা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজিয়ে তুলেছে। এখন ট্রেনে নিজের কামরাটি খুঁজে নেওয়ার জন্য আর কোনো হুড়োহুড়ি বা দুশ্চিন্তার অবকাশ নেই হাওড়া ডিভিশনের সাঁইথিয়া স্টেশনের ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম এবং আজিমগঞ্জ স্টেশনের ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে মোট ৫৮ টি নতুন কোচ গাইডেন্স ডিসপ্লে বোর্ড (CGDB) বসানো হয়েছে, যার ফলে যাত্রীরা এখন নিশ্চিন্তে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়েই ট্রেনের কামরা পেয়ে যাচ্ছেন। শিয়ালদহের মতো ঐতিহ্যবাহী ও ব্যস্ততম স্টেশনের হাজার হাজার দৈনিক যাত্রীদের সুবিধার্থে একটি বিশালাকার আউটডোর ভিডিও ওয়াল বসানো হয়েছে, যেখানে ট্রেনের গতিবিধির রিয়েল-টাইম তথ্য ও খুঁটিনাটি একদম স্পষ্ট ভেসে উঠছে। এর পাশাপাশি, শিয়ালদহ ডিভিশনের ক্যানিং স্টেশনে পাবলিক অ্যাড্রেস (PA) সিস্টেমের মান বহুলাংশে উন্নত করা হয়েছে, যাতে স্টেশনের চেনা কোলাহল ছাপিয়েও প্রতিটি জরুরি ও সুরক্ষামূলক ঘোষণা যাত্রীদের কানে স্পষ্ট পৌঁছায়। একই সাথে, ক্যানিং ও মধ্যমগ্রাম স্টেশনে বসানো হয়েছে ১০টি নতুন জিপিএস-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম ঘড়ি, যা একদম নিখুঁত সময় দেখিয়ে যাত্রীদের প্রতিটি মুহূর্তকে রাখছে সুনিশ্চিত। নিশ্চিন্ত সুরক্ষার চাদর ছাড়া প্রকৃত আরাম কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই প্ল্যাটফর্মের আলোকোজ্জ্বল গণ্ডি ছাড়িয়ে পূর্ব রেল নেপথ্যে থেকে মাটির গভীরে নিজের শিকড়কে আরও শক্ত করেছে, যাতে আপনার প্রিয়জনেরা সুরক্ষিতভাবে ঘরে ফিরতে পারেন। রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং গেটগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থান তাই লাইনের ওপর মানুষের জীবন সুরক্ষিত রাখতে হাওড়ার মসাগ্রাম ও গুড়াপের পাশাপাশি শিয়ালদহ ডিভিশনের বনগাঁ, বারাসাত, কাকদ্বীপ এবং লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনের সংলগ্ন ১২টি ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিং গেটে ভয়েস রেকর্ডিং সুবিধাসহ অত্যাধুনিক গেট টেলিফোন বসানো হয়েছে। এর ফলে গেটম্যান ও স্টেশন মাস্টারের মধ্যে কথোপকথন রেকর্ড থাকবে এবং কোনো রকম ভুলের অবকাশ থাকবে না।

তিস্তা ক্যানালে ডুবে দুই কিশোরের মৃত্যু, ফুলবাড়িতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জুন ঃ শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি-গজলডোবা তিস্তা ক্যানাল রোডের পারোমুণ্ডা এলাকায় মঙ্গলবার দুপুরে জলে ডুবে দুই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম দীপ বিশ্বাস এবং কৃষ্ণ মণ্ডল। তারা অম্বিকানগর এলাকার বাসিন্দা ছিল বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চার বন্ধু মিলে সাইকেল নিয়ে ক্যানালের সাব-ক্যানালে স্নান করতে এসেছিল। স্নান করার সময় দীপ ও কৃষ্ণ ক্যানালের জলে নামে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা গভীর জলে তলিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে থাকা বাকি বন্ধুরা চিৎকার শুরু করলে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং স্থানীয় মানুষের সহায়তায় উদ্ধারকাজ শুরু হয়। পরে ক্যানালের জল থেকে দুই কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরবঙ্গে বিশেষ ফ্লাড কন্ট্রোল রুম চালু করেছে রাজ্য

কলকাতা, ২ জুন ঃ আসন্ন বর্ষার মরসুমে বন্যা সতর্কতার রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গে বিশেষ ফ্লাড কন্ট্রোল রুম চালু করেছে। ভারত ভুটান সীমান্ত থেকে নেমে আসা বিভিন্ন নদীর জলস্তর এবং গতিবিধির উপরে সর্বক্ষণ নজরদারির জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ডিভাইস লাগানো হবে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। ব্যারেজ থেকে ছাড়া জলের সঠিক মাত্রা চটজলদি জানার জন্য আগামী তিন মাসের মধ্যে এই ডিভাইস বসানো ছাড়াও তথ্য সংগ্রহ সতর্কবার্তা জারি এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে এই কন্ট্রোলরুম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে শেষ তত্ত্ব জানিয়েছে। এইজন্য চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে জলপাইগুড়ি সেচ ভবনে ০৩৫৬১-২২২-৩৩১ এবং ২২০-১০১ এই নম্বর দুটি চালু করা হয়েছে।

সামসেরগঞ্জে ধৃত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, পাঠানো হলো হোল্ডিং সেন্টারে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২ জুন ঃ আবারও মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানা এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি যুবককে পাকড়াও করল পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম সাহীন শেখ। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ জালাদিপুর সিমেন্ট গোডাউন এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত যুবকের আসল বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার তারাপুর হঠাৎ পাড়া এলাকায়। ২০১১ সালে কোনো বৈধ নথিপত্র ছাড়াই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে অনুপ্রবেশ করেছিল সে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এখানে নিজের পরিচয় লুকিয়ে বসবাস করার পাশাপাশি সে রীতিমতো বিয়ে করে সংসারও পেতে বসেছিল। দীর্ঘদিন প্রশাসনের নজর এড়িয়ে থাকলেও শেষরক্ষা হয়নি। রবিবার রাতে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাতে গ্রেপ্তারের পর তার সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে সে বাংলাদেশি নাগরিক। পরে জেরায় ধৃত যুবক নিজেও অবৈধ অনুপ্রবেশের কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। সোমবারই ধৃত ওই যুবককে লালগোলার হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। ঠিক কী কারণে এবং কী উদ্দেশ্যে সে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এ দেশে এসেছিল, এর পেছনে অন্য কোনো বড়সড় চক্র বা উদ্দেশ্য জড়িয়ে রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে জোরদার তদন্ত শুরু করেছে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

সাঁকরাইল হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান

সোমনাথ চক্রবর্তী, হাওড়া, ২ জুন ঃ সাঁকরাইল এর মানুষের সুবিধার্থে অম্বুজা সিমেন্ট লিমিটেড ও আদানি সিমেন্ট সাঁকরাইল হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করলেন। এই উপলক্ষ্যে এদিন ধূলাগোড়ে

সাঁকরাইলের ব্লক মেডিকেল হেলথ অফিসার চন্দ্রশেখর পালে'র হাতে অ্যাম্বুলেন্সের চাবি তুলে দেন সাঁকরাইল অম্বুজা সিমেন্ট লিমিটেডের ইউনিট হেড নির্মল রায়। উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির এইচ আর যোগেশ উপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কল্লোল দাস, মিলন মাইতি। সাঁকরাইলের বি. এম. ও. এইচ. চন্দ্রশেখর পাল জানান, অতিরিক্ত একটি অ্যাম্বুলেন্স পাওয়ার ফলে সাঁকরাইল হাসপাতালের সুবিধা হবে। ইউনিট হেড নির্মল রায় জানান, এলাকার মানুষের চাহিদা ছিল, তারা মানুষকে কথা দিয়েছিলেন, তাই এই অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হলো।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম জমা দিতে উপচে পড়া ভিড়, পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ মোতায়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২ জুন ঃ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্ম জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ব্যাপক ভিড়ের সৃষ্টি হল গোঘাটের শ্যামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের পাশাপাশি পুলিশকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়। রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের আবেদনপত্র পূরণ ও জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। বিজেপি সরকারের এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারই প্রতিফলন দেখা গেল শ্যামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এদিন সকাল থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ আবেদনপত্র জমা দিতে এসে ভিড় জমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় একসময় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করা হয়। আবেদনকারীদের সারিবদ্ধভাবে ফর্ম জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা হয়। ফর্ম জমা দিতে আসা বহু মানুষের দাবি, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার আশাতেই তাঁরা সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের মতে, এই প্রকল্প পরিবারের আর্থিক সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, আগামী কয়েকদিন আবেদনপত্র জমা নেওয়ার কাজ চলবে। তাই একদিনে অতিরিক্ত ভিড় না করে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী আবেদন জমা দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পকে ঘিরে মানুষের এই বিপুল আগ্রহ মঙ্গলবার শ্যামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। দীর্ঘ লাইন, উপচে পড়া ভিড় এবং তা সামাল দিতে প্রশাসন ও পুলিশের তপরতায় দিনভর ব্যস্ততার ছবি দেখা যায় পঞ্চায়েত চত্বরে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। সন্তু নস্কর পিতা - কমল নস্কর, ২। রানু রায়, স্বামী- প্রশান্ত রায়, ৩। কাশীনাথ রায়, পিতা- কানাই রায়, সর্ব্ব সাং- মানিকপুর, পোঃ- ডেল্টা মিল, থানা-সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১৮.০৩.২০২৬ ও ১৭.০৪.২০২৬ তারিখে হাওড়া-২ নং ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত যথাক্রমে ০৫১৩০১৩৩১ নং, ০৫১৩০১৬৬৪ নং ০৫১৩০১৬৬৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা রহমত মল্লিক, পিতা- আমানত মল্লিক এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মানিকপুর মৌজায় জে. এল. ১৯ নং ভুক্ত, এল, আর. ২০১২ নং খতিয়ানে এল. আর.- ২৬২ নং দাগে শালি মোট ০৮ কাঠা সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ১৪.১১.২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০৫৮২৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে দিবাকর পান্ত পিতা- পঞ্চানন পান্ত, সাং- দক্ষিন সাঁকরাইল (বড়বাগান), সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NIT as follows:

Tender No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
09/29-42/ 2026-2027	Selection of bona-fide persons/agencies for e-tendering works for the office of the DM, KFCD,WBFDCL for the financial year 2026-27.	03.06.2026	10.06.2026

Details can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. Temporary IT works at the minority hall, Bankura in connection with inauguration of Annapurna Jojona inaugurated by HCM on 03.06.26. **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-08 of 2026-27**. Last date of submission of Quotation: **03.06.2026 up to 09:00 AM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website.**(https://www.pwdwb.in)**

Sd/- EE
Bidhannagar IT Division, PWD

বিজ্ঞপ্তি

আমি আমেনা বিবি স্বামী -মোজাম্মেল হক, গ্রাম- ভাকুড়ী হরিহরপাড়া রোড, পোঃ-. বলরামপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ।
আমার পিতা মৃত রমজান আলি মন্ডল গত ইং- ১০।০৩।১৯৮৭ তারিখে জেলা সদর রেজিস্ট্রী অফিসে ১৮৪৭ নং হেবানামা দলিল আমার নামে রেজিষ্ট্রী করিয়া দেয়। মৌজা- ২০নং লালনগর, দাগ নং- ১৮৮৩/৩০৬০, খতিয়ান নং-এল.আর. ১৪৮৭, রকম- বাঁশঝাড় বর্তমানে ভিটি, পরিমান- ১৯ (উনিশ) শতকের আমাকে ৪ (চার) শতক লিখিয়া দেন।
চৌহদ্দীঃ- উত্তরে- সাহেবজান মন্ডল, দক্ষিনে- ইনসার আলি সেখ, পূর্বে-বাইতুল্লা কবিরাজ, পশ্চিমে- তাহের মোল্লা।
উক্ত দলিলটি জেরক্স করিতে গিয়ে হারিয়ে যায় এবং কোথায় হারিয়েছে তাহা আমার মনে পড়িতেছে না।
জনগনের নিকট আমার প্রার্থনা দলিলটি কেহ পাইয়া থাকিলে উক্ত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করুন- ৯৮০০০৯৪২১১। জনগনের নিকট আমার প্রার্থনা আকর্ষণ করিলাম।

Sarif Sarkar
Advocate
District Judge's Court
En. No.-F/1458/1258/2021

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ ১। শ্রীমতি মানু মন্ডল, স্বামী- শ্রী মদন চন্দ্র মন্ডল ও ২। দেবব্রত মন্ডল, পিতা- শ্রী মদন চন্দ্র মন্ডল, উভয়ের, সাং-বালুপাড়া, পোঃ - ফতেপুর, থানা-হিলি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট থানার ডাকরা মৌজার, জে.এল নং- ১০৫, খতিয়ান নং এল.আর. ২৩৮৪ ও ৩০৪২, দাগ নং এল.আর. ২৪০৬ নং দাগে বাস্তু মোট ৩.৫১ শতক জমি যাহা এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট অফিসে ২০২৫ সালের ৩৭৬৯ নং খোষ কবলা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন যাহা এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট অফিসের ২০২১ সালের ৩০৩৫ নং আমমোক্তার বলে প্রাপ্ত। উক্ত জমি রেকর্ড করিবার জন্য Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ দরখাস্ত দাখিল করিবেন। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতা মুকুল কুমার দাস ও আমমোক্তার সত্যব্রত দাস বা কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ যোগাযোগ করিবেন।

ধন্যবাদান্তে
পলাশ চন্দ্র সরকার
এ্যাডভোকেট বালুরঘাট কোর্ট

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৬-২৭-১২, তারিখ ০১.০৬.২০২৬।

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টার আগে জমা করতে হবে এবং দুপুর ৩.৩০টায় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিশনের অধীনে নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদন ঃ বাঁদরের উৎপাত প্রতিরোধের জন্য ওএইচই মাস্ট/পোর্টাল/টিটিসি-তে অ্যান্টি-ক্লাইম্বিং ডিভাইস অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যবস্থা, জীবন্ত পাখির তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু প্রতিরোধের জন্য এসটি, বিটি এবং ৯-টন ইনস্যুলেটরে অ্যান্টি বার্ড ডিস্ক অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যবস্থা, আইসোলেটরে ১৮ মিমি কপার বাস বার অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যবস্থা ও পোর্টাল বুমের অভ্যন্তরে ইউভি-প্রোটেক্টেড এইচডিপিই মেশ-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০২,৬৩,৩৩৪ টাকা। **ইএমডিঃ** ২,০১,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথি-পত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময় সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **জমার তারিখ ঃ** ২৪.০৬.২০২৬-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ২৪.০৬.২০২৬। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, মাপকাঠির জন্য ও অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-260)**

OFFICE OF THE MSVP M.J.N. Medical College & Hospital
Silver Jubilee Road, Coochbehar

E-Tender Notice

Tender is invited for Cleaning & House Keeping Services at MJNMCH vide Memo No. 2637/MSVP/MJNMCH/CBR/2026, Dated: 01/06/2026. Details are available from the following sites: **www.wbtenders.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in**

Sd/-
MSVP, MJNMC&H
Cooch Behar

OFFICE OF THE MSVP M.J.N. Medical College & Hospital
Silver Jubilee Road, Coochbehar

E-Tender Notice

Tender is invited for Security Services at MJNMCH vide Memo No. 2638/MSVP/MJNMCH/CBR/2026, Dated: 01/06/2026. Details are available from the following sites: **www.wbtenders.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in**

Sd/-
MSVP, MJNMC&H
Cooch Behar

ঝালদা ২ পঞ্চায়েত সমিতি
কোটশিলা, পুরুলিয়া

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে ঝালদা ২ পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং নং ০৩ তারিখ ১০.১২.২০২৫ অনুযায়ী আগামী ০৯.০৬.২০২৬ তারিখে বেলা ১২টার সময় ঝালদা ২ পঞ্চায়েত সমিতির অর্ন্তগত কোটশিলা হাটতলাতে অবস্থিত হাটটি সমস্ত স্টলসহ ৫ বছরের জন্য লিজ প্রদান করা হইবে। আগ্রহী ব্যক্তিগনদের শর্তাবলীর নিরিখে অংশ গ্রহন করার জন্য ঝালদা ২ পঞ্চায়েত সমিতিতে আহ্বান জানাই-
আগ্রহী ব্যক্তিগন লিজে অংশগ্রহন করিবার জন্য শর্তাবলী এবং আরও বিস্তারিত জানার জন্য অফিসের কাজের সময় ঝালদা-২ পঞ্চায়েত সমিতি অফিস কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে পারেন।

স্বা /-
নির্বাহী আধিকারিক
ঝালদা-২ পঞ্চায়েত সমিতি

Khandari Gram Panchayet
Jambedia, Barjora, Bankura

Notice Inviting e-Tender No-01/KGP/2026-27

Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e-Tender for total 1 (one) no work. Last date of documents downloads and bid submission is **09th JUNE, 2026 at 11:00 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Khandari Gram Panchayat

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes EOI on behalf of the Divisional Manager, Kolkata Forest Corporation Division as follows:

EOI No.	Name of Project	Date of Publication	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
EOI No. 08/29-54/ 26-27	Supply, Installation, Testing & Commissioning of All-in-One Conference System at Arnya Bikash, Supply, Installation, Testing & Commissioning of All-in-One Conference System and Aranya Bhavan, LA, 10A, Salt lake, Sector-III	03.06.2026	04.06.2026	11.06.2026

Details of EOI can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : EE/GRWW/WTP-I/05/2026-27
Name of the work: **Arrangement of new jetting line for filter beds with other allied works under WTP-I, GRWW.** Estimated amount: **₹ 2,56,510.00.** Earnest money: **₹ 5,200.00.** Period of completion: **12 days.**

(2) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/21
Name of the work: **Strengthening of 1500 mm dia PSC, CC Grid by MS Cleat opposite to State Garrage near IOCL Petrol Pump and 900 mm dia PSC SS Grid opposite Deep Bhawan on Taratala Road.** Estimated amount: **₹ 2,90,140.00.** Earnest money: **₹ 5,810.00.** Period of completion: **10 days.**

(3) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/29
Name of the work: **Repairing of RCC slabs with chequered plate for RCC chamber at the Tri-junction on James Long Sarani with other allied works.** Estimated amount: **₹ 2,94,452.00.** Earnest money: **₹ 5,900.00.** Period of completion: **10 days.**

(4) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/20
Name of the work: **Strengthening of two nos. 1500 mm dia PSC, CC Grid including one MS Cleat opposite to West Bengal Transport Corporation Main Gate and another near Modern Food on Taratala Road.** Estimated amount: **₹ 2,95,624.00.** Earnest money: **₹ 5,950.00.** Period of completion: **10 days.**

(5) NIT No. : EE/GRWW/WTP-I/13/2026-27
Name of the work: **Provision of new jetting line with dewatering arrangements at the Desludge Area with other allied works under WTP-I, GRWW.** Estimated amount: **₹ 2,84,743.00.** Earnest money: **₹ 5,700.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of receipt of tender (online): **17.06.2026 at 2 PM (For Sl. No. 1 to 5).** Last date and time of opening of tender (online): **19.06.2026 at 2 PM (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5).**

CORRIGENDUM

(1) NIT No.: KMC/EE_PS/VII/66/B1/25-26 R1 (2nd Call), (2) NIT No.: KMC/EE_PS/VII/66/B2/25-26 R1 (2nd Call) published in this Newspaper on **20.05.2026** (Key No. 33/26-27) of **Parks & Squares Department** (Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of bid will be read as **11.06.2026 at 1 PM** instead of 30.05.2026 at 1 PM (For Sl. No. 1 & 2). Bid opening date for technical proposals (online) will be read as **13.06.2026 at 2 PM** instead of 02.06.2026 at 2 PM (For Sl. No. 1 & 2). (65/26-27)

এবার ভারতের মাটিতেই ভারতকে 'অ্যাওয়ে' সিরিজ খেলতে আহবান আফগানদের!

মুম্বই, ২ জুনঃভারতীয় ক্রিকেটে ঘটছে চলেছে এক অবাক করা কান্ড। কোনও একটি দেশ যারা অন্য দেশে সিরিজ খেলতে আসছে কিন্তু যে দেশে আসছে, সেই দেশের হোম সিরিজ না হয়ে আগত দেশেই অ্যাওয়ে সিরিজ হিসেবে খেলবে সেই দল। এক সংবাদমাধ্যমের একটি রিপোর্টে জানা গিয়েছে, এই প্রথমবার আয়োজক দেশ হিসেবে ভারতের মাটিতেই খেলতে আসছে আফগানিস্তান। অর্থাৎ, ভারতের মাটিতেই ভারতকে অ্যাওয়ে সিরিজ খেলতে হবে এবার। মোট ৩ ম্যাচের এই সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে দিল্লিতে। ম্যাচের সম্পূর্ণ সূচি প্রকাশ না হলেও জানা গিয়েছে সেপ্টেম্বরের ১৩, ১৬, ১৯ তারিখ হতে পারে মোট ৩ ম্যাচের এই সিরিজ। যদিও, ৬ জুন থেকে আয়োজক দেশ ভারতের বিরুদ্ধে ১ টেস্ট ও ৩ ওডিআই

ম্যাচের সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান। এরপর নিজেদের ঘরের মাঠেই অ্যাওয়ে সিরিজ হিসেবে আফগান দলের বিরুদ্ধে খেলতে হবে ভারতকে। বিসিসিআই-য়ের এক কর্মকর্তার কথায়, বিসিসিআই ও আফগানিস্তান বোর্ডের মধ্যে খুব ভাল সম্পর্ক। অতীতে আয়ারল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধেও ভারত সিরিজ খেলেছে এবং এর ফলে সেই সব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভাল হয়েছে। কিছুদিন পরেই এই দুই দলের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে টুর্নামেন্টের দিনক্ষণ জানানো হবে। যদিও এর সঙ্গে দিল্লি বোর্ডের বিষয়টাও খতিয়ে দেখা হবে কারণ দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচগুলোও এই সময়েই হবে। অতীতেও বহু দেশ আফগানিস্তানের সঙ্গে সিরিজ খেলতে এসেছে ভারতে। ২০১৭, ২০১৮ সালেও ভারতে আফগানদের বিরুদ্ধে খেলতে এসেছিল আয়ারল্যান্ড ও বাংলাদেশ। সেই দুটি সিরিজও ভারতেই আয়োজিত করেছিল আফগানরা। অবশ্য, এই সিরিজ খেলার সময়েই ভারত ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসের জন্য জাপানে তাদের ১৫ সদস্যের দল পাঠাবে। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু এশিয়ান গেমস। সেই অনুযায়ীই দল ঘোষণা করতে হবে ভারতকে।

চুক্তি শেষ, ক্লাব নেই!

আইএসএল শেষে অনিশ্চিত ফুটবলারদের ভবিষ্যৎ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ জুনঃ মরসুমের পালা গুটতে না গুটতেই ভারতীয় ফুটবলের সবচেয়ে বড় লড়াই জমে উঠল মাঠের বাইরে। আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং ক্লাবগুলির টানাপোড়েনের জেরে একযোগে অনিশ্চয়তায় প্রায় ১৫০ ফুটবলার। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় দলের বর্তমান ও সাম্প্রতিক অতীতের ২০ জনেরও বেশি সদস্য। রবিবার শেষ হয়েছে এই ফুটবলারদের চুক্তির মেয়াদ। ফলে তাঁরা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে 'মুক্ত খেলোয়াড়'। যে কোনও ক্লাব তাঁদের সই করাতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা অন্যত্র। আগামী মরসুমের কাঠামোই এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ নিয়ে জমেছে ধোঁয়াশা। গত ডিসেম্বরে ফেডারেশনের সঙ্গে সাবেক বাণিজ্যিক অংশীদারদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। তারপর থেকেই শুরু অনিশ্চয়তা। তার প্রভাব পড়ে ২০২৫-২৬ সিজনেও। স্বাভাবিক হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটের বদলে ১৪ দলকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত লিগ আয়োজন। নয়া মরসুম কেমন হবে, পূর্ণাঙ্গ নাকি আবার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, উত্তর এখনও মেলেনি। ফুটবলার নথিভুক্তকরণের সময়সীমা ১২ জুন থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে ফেডারেশন। কিন্তু তার আগে ক্লাবগুলিকে বাজেট এবং দল গঠন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যাঁদের চুক্তি শেষ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের জাতীয় দলের অধিনায়ক সন্দেশ জিঙ্ঘন এবং জাতীয় দলের ডিফেন্ডার রাহুল ভেকে। শুধু তাঁরা নন, আরও একাধিক পরিচিত ফুটবলারের ভবিষ্যৎ এখন প্রশ্নচিহ্নের সামনে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ইতিমধ্যে ফেডারেশনের কাছে পরের মরসুমের কাঠামো নিয়ে জবাব চেয়েছে। সন্তোষজনক উত্তর পাওয়ার পরই দল গঠনের সিদ্ধান্ত। ক্লাব সূত্রের বক্তব্য, ''আইএসএল আয়োজন বিষয়ে আমরা ফেডারেশনের অবস্থান জানতে চাইব। সেই অনুযায়ী বাজেট তৈরি করা হবে।'' এই বক্তব্য যখন আসছে, তখনই মোহনবাগান টম অলড্রেড, দিমিত্রি পেত্রাতোস এবং জেসন কামিন্সকে ছাড়ার প্রস্তুতিও শুরু করেছে। এক প্রাক্তন ফুটবল প্রশাসকের মতে, এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ফুটবলাররা। তাঁর মন্তব্য, ''ফুটবলাররা এখন মুক্ত। ফলে চুক্তি আলোচনায় তাঁদের শক্তি অনেকটা কমে গেছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে দর হাঁকতে পারতেন, এখন সেটা সম্ভব নাও হতে পারে।'' যোগ করেন, ''খেলোয়াড়দের শোষণের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে ক্লাবগুলিও ট্রান্সফার ফি থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে তারাও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে!'' বিশেষ করে মণিপুর, মিজোরাম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বহু ফুটবলারের উপর এর আঁচ আসবে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। কারণ এই অঞ্চলের বহু খেলোয়াড় আইএসএলকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে পরিবার চালান। মার্চ মাসে নতুন বাণিজ্যিক অংশীদার নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় জিনিয়াস স্পোর্টস সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে উঠে এসেছিল। সংস্থাটি আগামী ১৫৫ বছরের জন্য বছরে ২ হাজার ১২৯ কোটি টাকার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আইএসএল ক্লাবগুলির অবস্থান আলাদা। তারা চায় জিনিয়াস স্পোর্টস শুধুমাত্র তথ্য ও প্রযুক্তি অংশীদার হিসেবে থাকুক। লিগের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ৯০ শতাংশ নিজেদের হাতে রাখতে আগ্রহী ক্লাবগুলি। বাকি ১০ শতাংশ থাকবে ফেডারেশনের কাছে। গত মাসে কলকাতায় ক্লাব এবং ফেডারেশন কর্তাদের বৈঠকেও কোনও সমাধান বেরোয়নি। বিশেষ সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, নতুন চুক্তির খসড়া নিয়ে প্রথমে কার্যনির্বাহী কমিটি আলোচনা করবে। এরপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সাধারণ সভা। ততদিন পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-পরের আইএসএল কবে, কীভাবে এবং আদৌ শুরু হবে তো?

ভারতীয় 'সিনিয়র' টিমে কবে দেখা যাবে বৈভবকে?

বোর্ড নজরে রাখছে, যা করার করবে। বিসিসিআই সচিব

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২ জুনঃ আইপিএল শেষ। কিন্তু বৈভব সূর্যবংশীকে ঘিরে আলোচনা থামছে না। পনেরো বছরের এই ব্যাটারকে কবে ভারতীয় দলের জার্সিতে দেখা যাবে, সেই সওয়াল ঘুরপাক খাচ্ছে ক্রিকেটমহলে। এবার গোটা বিতর্কে মুখ খুলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার মন্তব্যে পরিষ্কার, অযথা তাড়াহুড়ো না করে বৈভবের এন্ট্রির সমস্ত দরজা খুলে দিতে তাঁরা প্রস্তুত। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে এবারের আইপিএলে দুর্দান্ত মরসুম কাটিয়েছেন বিহারের তরুণ ব্যাটার। ১৬ ম্যাচে ৭৭৬ রান। স্ট্রাইক রেট ২৩৭.৩০। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে জিতেছেন কমলা টুপি। মাত্র ১৫ বছর ৬৫ দিনে এই কৃতিত্ব গড়ে আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে কমলা টুপি ছিনিয়ে নিয়েছেন। আমদাবাদে আইপিএল ফাইনালের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দেবজিৎ সাইকিয়া। তখনই বৈভবের প্রশংসা করেন। যদিও সরাসরি জাতীয় দলে সুযোগের কোনও ইঙ্গিত দেননি তিনি। সাইকিয়া বলেন, ''এটা দারুণ একটা মরসুম ছিল। আশা করি, সমর্থকেরা এই আইপিএল উপভোগ করেছেন। টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য আরসিবিকে অভিনন্দন। বৈভব সূর্যবংশী অসাধারণ এক ক্রিকেটার। ওর সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিসিসিআই যা যা করা দরকার, সবই করবে।'' মন্তব্যতে পরিষ্কার, বোর্ড বৈভবকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেখতে চাইছে। বৈভবের আইপিএল অভিযান শুধু রানে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর বয়সের সঙ্গে পারফরম্যান্সের তুলনা করলে পরিসংখ্যান আরও বিস্ময়কর। এর আগে সবচেয়ে কম বয়সে কমলা টুপি জয়ের রেকর্ড ছিল সাই সুদর্শনের। ২০২৫ সালে ২৩ বছর ২৩১ দিন বয়সে তিনি এই কৃতিত্ব হাসিল করেন। ২০২৩ সালে শুভমান গিলও একই রেকর্ডের মালিক হন ২৩ বছর ২৬৩ দিন বয়সে। দুটি রেকর্ডই হাসতে হাসতে ভেঙে দিয়েছেন বৈভব। ফলে জাতীয় দল নিয়ে আলোচনা আরও জোরালো হয়েছে। এদিকে আইপিএল ফাইনালে গুজরাত টাইটান্সকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি জিতেছে রজত পাটিদারের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। প্রথমে ব্যাট করে গুজরাত ১৫৫ তোলে। ওয়াশিংটন সুন্দর ৫০ অপরাজিত রান করেন। রসিখ সালাম দার, ভুবনেশ্বর কুমার এবং জশ হেজলউড নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট ছিনিয়ে নেন। জবাবে বেঙ্গালুরুর হয়ে ৪২ বলে ৭৫ অপরাজিত রান বিরাট কোহলির। ভেঙ্কটেশ আইয়ারের সঙ্গে ৬২ রানের ওপেনিং জুটি ম্যাচের ভিত গড়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত দুই ওভার বাকি থাকতেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে আরসিবি।

জটার শক্তিতে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছে পর্তুগাল

দুনিয়াতে না থেকেও পর্তুগাল দলে আছেন দিয়েগো জটা। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে তাকে বলা হচ্ছে অদৃশ্য সঙ্গী। প্রয়াত ফুটবলার এখনও এই দলের প্রাণশক্তির উৎস হয়ে আছেন। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হুভেন নেভস বললেন, জটার প্রেরণাকেই বিশ্বকাপ জয়ের প্রতিজ্ঞা করছেন তারা।

সংবাদ সংস্থা, তুরিন, ২ জুনঃ এমনিতে শক্তির গভীরতায় তাদের তল খুঁজে পাওয়া কঠিন। তারকার ঝলকানি তাদের মতো এতটা তীব্র খুব কম দলেই। তার পরও কি বিশ্বকাপ জিততে পারবে পর্তুগাল? অতীত অভিজ্ঞতা আর নানা পারিপার্শ্বিকতায় তাদেরকে শীর্ষ ফেভারিটের তালিকায় হয়তো রাখছেন না অনেকেই। কিন্তু নেভস দারুণ আত্মবিশ্বাসী। তার বিশ্বাস, গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো জটার প্রতি ভালোবাসা ও আবেগ বাড়তি শক্তি জোগাবে তাদেরকে। ''আমরা এটা নিয়ে অনেক কথা বলেছি এবং সবসময় আমরা একই কথা বলি। মাঝে মাঝে বাড়তি শক্তি পাওয়ার জন্য কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন হয়। এটি এমনই একটি ব্যাপার হবে, যা নির্দিষ্ট মুহূর্তে আমাদের বাড়তি শক্তি জোগাবে এবং আমরা যেখানে যেতে চাই, সেখানে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।'' কোথায় পৌঁছতে চান, সেটিও সরাসরিই বলে দিলেন ২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার। ''আমাদের লক্ষ্য ফাইনালে পৌঁছানো, জয়লাভ করা এবং বিশ্বকাপ (ট্রফি) হাতে নিয়ে ফেরা। ব্যক্তিগত কোনো লক্ষ্য বেছে নেওয়া কঠিন, কারণ দল হিসেবে কী অর্জন করতে পারি, সেদিকেই আমাদের সব মনোযোগ। বিশ্বকাপে পর্তুগালের সেরা সাফল্যটি এসেছে সেই ৬০ বছর আগে। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতেই গিয়েই ১৯৬৬ আসরে তারা তৃতীয় হয়েছিল কিংবদন্তি ইউসেবিওর অসাধারণ পারফরম্যান্সে। এরপর ২০০৬ আসরে লুইস ফিগোদের সোনালি প্রজন্ম অনেক আশা ছড়ালেও শেষ পর্যন্ত চতুর্থ হয়েই থামতে হয়। পরের ২০ বছরে আর সেমি-ফাইনালের মুখ তারা দেখতে পারেনি। এই সময়ে ২০১৬ ইউরো জিতেছে তারা, উয়েফা নেশন্স লিগ জিতেছে দুই দফায়। কিন্তু বিশ্বকাপের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অধরাই রয়ে গেছে। এবার সেই ধারাই বদলাতে চান নেভসরা। বড় মঞ্চের যে ওজন এবং প্রত্যাশার যে চাপ, সেসবকেও খুব বড় প্রতিবন্ধকতা মনে করেন না আল হিলালের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। আমাদের জাতীয় দলের সব ফুটবলারই এই ধরনের চাপে অভ্যস্ত। ''সম্প্রতি আমাদের চারজন ফুটবলার (নুনো মেন্দেস, ভিতিনিয়া, জোয়াও নেভেস এবং গন্সালো রামোস) দ্বিতীয়বারের মতো (পিএসজির হয়ে) চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে। আমরা তরুণ দল, কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ দল। আমরা এটাকে (চাপ) স্বাভাবিকভাবেই নিই। কারণ আমরা জানি যে, আমাদের সেই যোগ্যতা আছে এবং আমরা পর্তুগালের জন্য বড় কিছু অর্জন করতে পারি।'' গত বছর নেশন্স লিগের ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে টাইব্রেকারে নেভসের শটেই নিশ্চিত হয়েছিল পর্তুগালের শিরোপা। বিশ্বকাপেও এমন গোলের স্বপ্ন দেখছেন তিনি। যদিও জিততে চান নির্ধারিত সময়েই। ''ওই ম্যাচের পর আমি বলেছিলাম, ওটা আমার ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ গোলগুলোর একটি-যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাও হয়। এই বিশ্বকাপে যদি এমনটা আবার হয় এবং তা দলকে পরের রাউন্ডে যেতে বা এমনকি টুর্নামেন্ট জিততে সাহায্য করে, তাহলে সেটা দারুণ হবে। কিন্তু আমি ৯০ মিনিটের মধ্যেই জিততে চাইব, যাতে পেনাল্টি শুটআউটে যেতে না হয়। আমরা দল হিসেবে কী অর্জন করতে পারি, সেদিকেই আমাদের মনোযোগ।''

কানাডা ক্রিকেটেও লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ছায়া, বড় পদক্ষেপ আইসিসির!

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২ জুনঃ 'সাসপেনশন' বিতর্কে উত্তাল কানাডা ক্রিকেট। দিন কয়েক আগেই কানাডা ক্রিকেট-কে সাসপেন্ড করেছে আইসিসি। দিন কয়েক আগে আহমেদাবাদের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। তাদের মতে, সদস্যপদের নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে অবিলম্বে কানাডাকে সাসপেন্ড করেছে বোর্ড। কিন্তু ক্রিকেটারদের স্বার্থে কানাডার জাতীয় দল আইসিসির খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই বছরের শুরুতে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেছিল কানাডা। এই সিদ্ধান্ত কানাডা ক্রিকেটের কাছে 'অপ্রত্যাসিত'! তবুও, এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে কানাডা। তারা বলেছে, বোর্ডের আর্থিক ও প্রশাসনিক ত্রুটি সংশোধন করতে ইতিমধ্যেই জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে বোর্ড। আইসিসি জানিয়েছে, এই সাসপেনশন চলাকালীন আইসিসি তাদের মূল তহবিল থেকে কানাডা-কে কোনও টাকা দেবে না। তবে জাতীয় দলের জরুরি খরচের জন্য আইসিসি তরফ থেকে টাকা পাওয়া যাবে। ক্রিকেট কানাডার বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম ও বোর্ডের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছিল। আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি দেশের বোর্ডকে আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হয়, যা কানাডা ক্রিকেট বোর্ড বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। তবে এর থেকেও বড় খবর সামনে এনেছে সিবিসি নিউজ। তারা দাবি করেছে, ক্রিকেট কানাডার বর্তমান ও সাবেক ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে জড়িত রয়েছে কুখ্যাত লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং এবং এর কারণে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে কানাডা বোর্ডের কর্তারা। গত মার্চে ভারতে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চলাকালীন কানাডা দলের এক খেলোয়াড়কে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের সন্দেহে আইসিসির অ্যান্টি করাপশন ইউনিট জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। এটি আইসিসির নজরদারি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর্থিক কেলেঙ্কারির মাঝেই আদালতের নির্দেশে সম্প্রতি ক্রিকেট কানাডায় নতুন নির্বাচন হয়। নতুন সভাপতি হয়েছিলেন ইন্দো-কানাডিয়ান অরবিন্দর খোসা। কিন্তু সিবিসি-র রিপোর্টে তাঁর নামও জড়িয়ে পড়ে। যদিও খোসার দাবি ছিল, সম্পূর্ণটাই একটি রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা। এমনকি গত মাসে তাঁর বাড়িতেও গুলি চালানো হয়, যার কারণ এখনও পুলিশের কাছে রহস্য। ক্রিকেট কানাডা জানিয়েছে, তারা আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী নিয়ম মেনে চলবে ও আইসিসিকে সবরকম সাহায্য করবে।

গোল বাতিল থেকে লাল কার্ড, বিশ্বকাপে আসছে নতুন নিয়ম

নিজস্ব প্রতিবেদন

শুধু গোল করা বা গোল ঠেকানোই নয়, ফুটবলে কখনো কখনো পার্থক্য গড়ে দেয় রেফারির সিদ্ধান্তও। এবার বিশ্বকাপের আগে সেই রেফারিং ব্যবস্থায় আনা হয়েছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। ভিএআরের ক্ষমতা ও খেলোয়াড়দের আচরণ বেশ কিছু বিষয়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে ফিফা। আসন্ন বিশ্বকাপে ভিএআরের ক্ষমতা আরও বাড়িয়েছে ফিফা। এখন থেকে কর্নার বা ফ্রি-কিকের ঠিক আগে বক্সে হওয়া ফাউলের কারণে গোল বাতিল করার সুপারিশ করতে পারবে ভিডিও রেফারি। ভুলবশত দেওয়া দ্বিতীয় হলুদ কার্ডের ঘটনাও পর্যালোচনা করতে পারবে তারা। একই সঙ্গে খেলোয়াড়দের আচরণ নিয়েও কড়াকড়ি বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে মুখ ঢেকে কথা বললে লাল কার্ড দেখানো হতে পারে। চোট বা চিকিৎসার অজুহাতে মাঠের বাইরে গিয়ে দলীয় আলোচনা করার প্রবণতাও বন্ধ করতে চায় ফিফা। এসব বিষয় ফুটবলের আইন-প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান আইএফএবির (ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড) সভায় অনুমোদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। আইএফএবি বলছে, কর্নার কিক বা ফ্রি-কিক নেওয়ার ঠিক আগে যদি আক্রমণকারী দলের কোনো খেলোয়াড় বক্সে ফাউল বা কোনো অপরাধ করেন এবং এর সরাসরি প্রভাবে যদি কোনো গোল বা পেনাল্টি হয়, তবে ভিএআর তা যাচাই করতে পারবে। এমন ঘটনা ঘটলে ভিএআর প্রধান রেফারিকে মাঠের স্ক্রিনে এসে ভিডিওটি দেখার (অন-ফিল্ড রিভিউ) অনুরোধ জানাবে। রেফারি যদি ভিডিও দেখে নিশ্চিত হন যে বল সচল হওয়ার আগেই ফাউল বা অপরাধটি হয়েছিল, তবে তিনি দোষী খেলোয়াড়কে কার্ড বা যথাযথ শাস্তি দেবেন। এরপর আগের গোল বা পেনাল্টি বাতিল করে সেই কর্নার কিক বা ফ্রি-কিকটি আবার নতুন করে নেওয়ার নির্দেশ দেবেন। এ বিষয়ে ফিফা রেফারিজ কমিটির চেয়ারম্যান পিয়েরলুইজি কলিনা মার্চে ইংল্যান্ড-উরুগুয়ে ম্যাচের একটি গোলকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। কলিনা বলেন, ''সেদিন ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার বেন হোয়াইটের গোলটি বৈধ হওয়া উচিত ছিল না। কারণ, কর্নার কিক নেওয়ার ঠিক আগে অ্যাডাম হোয়ার্টন উরুগুয়ের ডিফেন্ডার হোসে মারিয়া গিমেজকে স্পষ্ট বাধা দিয়েছিলেন।'' দ্বিতীয় হলুদ কার্ড থেকে লাল কার্ডের ঘটনায়ও সীমিত পরিসরে ভিএআর হস্তক্ষেপ করতে পারবে। বিশেষ করে ভুল খেলোয়াড়কে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখানো হলে সেটি পর্যালোচনা করা যাবে। ভিএআর গোল কিক হওয়ার কথা থাকলেও ভুল করে কর্নার কিক দেওয়া হয়েছে কি না, তা-ও দেখবে। ফিফা আরও জানিয়েছে, খেলোয়াড়েরা হাত, বাহু বা জার্সি দিয়ে মুখ ঢেকে কথা বললে রেফারিরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। যদি সেটি উত্তেজনাপূর্ণ বা গোপন যোগাযোগ বলে মনে হয়, তাহলে লাল কার্ডও দেখানো হতে পারে। তবে স্বাভাবিক কথোপকথনের ক্ষেত্রে কোনো শাস্তি হবে না। এ ছাড়া খেলোয়াড়দের চোটকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে খেলার গতি নষ্ট করা এবং চিকিৎসা চলাকালে মাঠের মধ্যে দলীয় বৈঠক করার প্রবণতা বন্ধ করতে চায় ফিফা। অনেক সময় দেখা যায় গোলকিপার মাঠে চিকিৎসা নিচ্ছেন আর তাঁদের খেলোয়াড়ের টাচলাইনে গিয়ে কোচের নির্দেশনা শুনছেন, যা ট্যাকটিক্যাল টাইমআউট হিসেবে পরিচিত। বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া ৪৮টি দলের প্রধান কোচদের নিয়ে আয়োজিত একটি কর্মশালায় বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল, তবে রেফারিদের হাতে এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা নেই। কলিনা বলেন, ''গোলকিপার আহত হতে পারেন, কিন্তু সেই সুযোগে অন্য খেলোয়াড়দের মাঠ ছেড়ে কোচের সঙ্গে দলীয় বৈঠক করার সুযোগ দেওয়া হবে না।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com